Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১০ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা

ফেব্রুয়ারী ২০০৭

আত-তাহরীক

Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

১০তম বর্ষ ফেব্রুয়ারী ২০০৭ ইং ৫ম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

সাদ্দাম হোসেনের ফাঁসিঃ

সকল জল্পনা-কল্পনা ও প্রতিবাদ-প্রতিরোধের অবসান ঘটিয়ে অবশেষে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হ'ল ইরাকের ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে। ১৯৮২ সালে ১৪৮ জন শী'আকে হত্যার দায়ে দখলদার সাম্রাজ্যবাদীদের স্থাপিত এক প্রহসনের আদালতে গত ৫ নভেম্বর রায় ঘোষণার পর মাত্র ১ মাস ২৫ দিনের মাথায় ৩০ ডিসেম্বর'০৬ মুসলিম বিশ্বকে হতবাক করে এই পরিকল্পিত ফাঁসি কার্যকর করা হয়। রায়ের বিরুদ্ধে সাদ্দাম হোসেনের আইনজীবিগণ উচ্চ আদালতে আপীল করলেও মাত্র ১৫ মিনিটের নাটকীয় শুনানি শেষে আপীলটি খারিজ করে মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল রাখা হয়। অতঃপর বিশ্ব ইতিহাসের এক বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে যবনিকাপাত ঘটে সাদ্দাম অধ্যায়ের। একই অভিযোগে সাদ্দাম হোসেনের দুই সহযোগী বারজান ইবরাহীম আত-তিকরিতি এবং আওয়াদ আহমাদ আল-বন্দরকেও গত ১৬ জানুয়ারী ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়।

সাদ্দাম হোসেনের মৃত্যুদণ্ড এমন এক দিবসে কার্যকর করা হ'ল যখন ইরাক সহ মধ্যপ্রাচ্যের সকল দেশে উদযাপিত হচ্ছিল মুসলমানদের পবিত্রতম দিন ঈদুল আযহা। ইসলাম ও মুসলমানদেরকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন ও যারপরনাই অবজ্ঞার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই দখলদার বাহিনী বেছে নেয় আনন্দমুখর এই নিরিবিলি দিনটি। আনন্দের মধ্যে বিষাদের কলঙ্ক লেপন করে সম্পূর্ণ নিয়ম বহির্ভূতভাবে সারা দুনিয়াকে ঘুমন্ত রেখে কার্যকর করা হয় এই লোমহর্ষক মৃত্যুদণ্ড। সাদ্দাম হোসেনের বিচারের আদ্যপান্ত যে সম্পূর্ণ প্রহসন ছিল, ঈদের দিনে ফাঁসি কার্যকর করায় এটি আবারও প্রমাণিত হ'ল। বিশ্বমানবতা নির্বাক চেয়ে দেখল এক প্রহসনমূলক বিচারের শেষ পর্ব। যে বিচারকার্যের সর্বাংশই ছিল প্রশ্নবিদ্ধ।

সাদ্দাম হোসেনের মৃত্যুদণ্ডে বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। ইরাকে ঈদ পালনের পরিবর্তে বিক্ষোভ ও শোক পালিত হয়েছে। জর্ডান, ইয়েমেন ও তিউনিসিয়ায় শোক মিছিল হয়েছে। নিন্দা জানিয়েছে কিউবা। সে দেশের অশীতিপর নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রো বুশকে মিথ্যুক ও যুদ্ধবাজ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন এবং বুশের ইরাক নীতির কড়া সমালোচনা করে ইরাকীদের উপর দখলদার মার্কিন বাহিনীর চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধকে মানবতা ও নৈতিকতা বিরোধী অপরাধ বলে উল্লেখ করেছেন। মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ডঃ মাহাথির মুহাম্মাদ এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানিয়েছেন এবং বুশ-ব্লেয়ারকে যুদ্ধাপরাধী দাবী করে আন্তর্জাতিক আদালতে তাদের বিচার দাবী করেছেন।

Contents

সিরিয়া, মালয়েশিয়া, ভারত ও আফ্রিকার বেশ কয়েকটি মুসলিম দেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে সাদ্দাম হোসেনের ফাঁসির নিন্দা জানিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়েছে। অনেক দেশ বিবৃতিদানের মাধ্যমে সমবেদনা জ্ঞাপন করেছে। তবে তার মৃত্যুদণ্ডে বুশ-ব্লেয়ার ও তার বশংবদরা আনন্দিত হয়েছে। উল্লাস প্রকাশ করেছে ইরাকের শী'আ ও কুর্দীসহ প্রতিবেশী ইরান। অপরদিকে মুখে কুলুপ এঁটেছে মুসলিম বিশ্বের একমাত্র সংস্থা 'ওআইসি'। অনেক মুসলিম দেশ তাদের প্রভু আমেরিকার অসন্তোষের ভয়ে চুপ থাকাই নিরাপদ মনে করেছে। বাংলাদেশ ও পাকিস্তান ঈদের দিন ফাঁসি কার্যকর করায় নিন্দা জানিয়ে দায়সারা গোছের একটি বিবৃতি দিয়ে দায়িত্ব মুক্ত হয়েছে। মোটকথা সাদ্দামের ফাঁসিতে মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দের মধ্যে শোক প্রকাশে দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকলেও সাধারণ মানুষ প্রকৃত প্রস্তাবেই শোকাহত ও মর্মাহত হয়েছে।

উল্লেখ্য, রাসায়নিক অস্ত্র মওজুদের মিথ্যা অভিযোগে ২০০৩ সালের ২০শে মার্চ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের যৌথ বাহিনী ইরাক আক্রমণ করে এবং মাত্র এক মাসের ব্যবধানে এপ্রিলেই দেশটি দখল করে নেয়। অতঃপর ১৩ ডিসেম্বর নিজ জন্মভূমি তিকরিতের এক গুহা থেকে গ্রেফতার করা হয় সাদ্দাম হোসেনকে। অনেক যুলম-নির্যাতনের পর অবশেষে দখলদারদের সাজানো একটি আদালতে তাঁর বিচার শুরু হয়। ১১ মাস বিচার চলার পর গত ৫ নভেম্বর তাঁর ফাঁসির রায় ঘোষণা করা হয় এবং ৩০ ডিসেম্বর তা কার্যকর করা হয়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, সাদ্দাম হোসেনের শাসনামল সমালোচিত হ'লেও তার একটি গুণের কারণেই তাকে নির্মমভাবে জীবন উৎসর্গ করতে হয়েছে। সেটি হ'ল দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও সম্পদ রক্ষার্থে দৃঢ়তা ও আপোষহীনতা। সাদ্দাম কখনো সেদেশের তেল সম্পদ আমেরিকার হাতে তুলে দিতে চাননি এবং আমেরিকার আজ্ঞাবহ থাকেননি। এটিই ছিল তাঁর বড় অপরাধ! যার কারণে একের পর এক মিথ্যা অভিযোগ এনে শেষ পর্যন্ত তাঁকে হত্যা করা হ'ল।

সাদ্দাম হোসেনের মৃত্যুদণ্ডের ফলে ইরাকের পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করেছে। শী'আ ও সুন্নী সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সংঘাত ও সহিংসতা বহুগুণ বেড়ে গেছে। প্রতিদিনই সাম্প্রদায়িক ও গোষ্ঠীগত সহিংসতার বলি হচ্ছেন অসংখ্য মানুষ। সাদ্দাম সমর্থকরা প্রতিশোধ গ্রহণে আরো দৃঢ় হয়েছে। আমেরিকার বিদায়ের ঘণ্টাও বারবার প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ভিয়েতনামের ভাগ্য এখানেও তাদেরকে হয়ত অচিরেই বরণ করতে হবে। ঠিক যেমনটি হয়েছিল আফগানিস্তানে, শ্বেতভল্লুক বলে কথিত রাশিয়ার ক্ষেত্রে। ১ লাখ ৪০ হাযার রুশ সেনা এক দশক ধরে ১৫ লাখ মানুষকে হত্যা, ১০ লাখ মানুষকে পঙ্গু ও প্রায় পৌনে দু'কোটি মানুষকে দেশান্তরিত করেও টিকতে পারেনি। মহাশক্তিধর রাশিয়ার বিরুদ্ধে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উজ্জীবিত আফগানরা শুধুমাত্র মান্ধাতা আমলের বন্দুক দিয়ে যুদ্ধ করেছে দীর্ঘ ৯ বছর। অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র দিয়েও রাশিয়ানরা ঘায়েল করতে পারেনি তাদেরকে। আমেরিকানদের ক্ষেত্রেও ইরাকে এর ব্যতিক্রম কিছু ঘটবে বলে মনে হয় না। ইতিমধ্যে তিন বছরের ব্যবধানেই আমেরিকা যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং ফিরে যাওয়ার পন্থা খুঁজে ফিরছে। তবে যাওয়ার আগে সাদ্দামকে শেষ করে দেওয়াই ছিল তাদের মূল টার্গেট। সাদ্দাম হত্যার মাধ্যমে এরা ইরাকের শী'আ ও কুর্দীদের খুশী করতে চেয়েছে এবং ইরাকীদের জাতীয় ঐক্যে ভাঙ্গন ধরানোর পাশাপাশি সম্প্রদায়ভিত্তিক ইরাককে তিন টুকরা করতে চাচ্ছে। উদ্দেশ্য ইরাকের তেল সম্পদ লুণ্ঠন করা। উল্লেখ্য, ইরাকের তেল ক্ষেত্রগুলোর প্রায় সবই পড়েছে শী'আ ও কুর্দী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে। আর সেকারণ শী'আ ও কুর্দীদের বাগে রাখার জন্যই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সাদ্দাম হোসেনের মৃত্যুদণ্ড দ্রুত কার্যকর করিয়েছে। ইরাক যুদ্ধের জন্য কংগ্রেসের নিকটে ১০০ বিলিয়ন ডলার চাওয়ার সময় গত ডিসেম্বরে কণ্ডোলিৎসা রাইসের এক ভাষণেও একথা পরিষ্কার ফুটে ওঠেছে। রাইস বলেছিলেন, 'ইরাক হচ্ছে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় একটি বিনিয়োগ ক্ষেত্র। যুদ্ধের জন্য যে ডলারগুলো ব্যয় হচ্ছে, তা ভবিষ্যতে বিপুল মুনাফাসহ ফেরত আসবে'।

মূলকথা ইরাকের ভূগর্ভস্থ তেল সম্পদ দখল সহ মধ্যপ্রাচ্যব্যাপী আমেরিকার নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্যই ইরাককে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয়েছে এবং সেদেশের সিংহনেতা সাদ্দামকে দুনিয়া থেকে চিরবিদায় করা হয়েছে। আর কাপুরুষের মত মুসলিমবিশ্বের নেতৃবৃন্দ চুপ থেকেছেন। এটি একদিকে যেমন বিস্ময়কর তেমনি আশঙ্কাজনকও বটে। কেননা একের পর এক মুসলিম দেশ কব্জা করাই সাম্রাজ্যবাদীদের নীল নকশা। উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী টিপু সুলতান বলেছিলেন, 'শিয়ালের মত হাযার বছর বেঁচে থাকার চেয়ে সিংহের মত একদিন বেঁচে থাকাই অনেক উত্তম'। সাদ্দাম সিংহের মতই বেঁচে ছিলেন। তাঁর শাসনামল নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন থাকলেও ইতিহাসে তিনি অমর হবেন। কেননা শেষ পর্যন্ত তিনি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় থেকেছেন। জীবন দিয়েছেন, কিন্তু মাথা নত করেননি। কাজেই সাদ্দাম হোসেনের এই মৃত্যুদণ্ড থেকে শিক্ষা নেওয়া সময়ের অনিবার্য দাবী। কেননা মুসলিম বিশ্বের নীরবতা ও গোলামীর সুযোগেই তাদেরকে কুরে কুরে খাচ্ছে ইহুদী-খৃষ্টান সাম্রাজ্য। ইরাক ও সাদ্দামের ভাগ্য যে আর কাউকে বরণ করতে হবে না এ নিশ্চয়তাই বা কোথায়? অতএব সম্বিত ফিরে আসবে কি মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দের? আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!!

Contents

আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর উপদেশ

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ الْقَوْمُ؟ أَوْ مَنِ الْوَفْدُ؟ قَالُوْا رَبِيْعَةُ. قَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَامَي قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّا لاَ نَسْتَطِيْعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلاَّ فِيْ الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَّرَاءَنَا وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَسَأَلُوْهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ.فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: أَمَرَهُمْ بِالْإِيْمَانِ بِاللهِ وَحْدَهُ، قَالَ أَتَدْرُوْنَ مَا الْإِيْمَانُ بِاللهِ وَحْدَهُ؟ قَالُوْا اَللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ، وَإِيْتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُعْطُوْا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ.وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنِ الْحَنْتَمِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيْرِ، وَالْمُزَفَّتِ وَقَالَ احْفَظُوْهُنَّ وَأَخْبِرُوْا بِهِنَّ مَنْ وَّرَاءَكُمْ- متفق عليه.

অনুবাদঃ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আবদুল ক্বায়েস গোত্রের প্রতিনিধিদল যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে এসে পৌঁছল, তখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন গোত্র অথবা কোন প্রতিনিধিদল (রাবীর সন্দেহ)? তারা বলল, রাবী'আহ গোত্র। তিনি বললেন, তোমাদের গোত্রকে অথবা তোমাদের প্রতিনিধিদলকে মুবারকবাদ যা অপমানহীন ও অনুতাপবিহীন। তারা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! 'হরম'-এর (যুদ্ধ নিষিদ্ধ) মাসগুলি ব্যতীত আমরা আপনার নিকটে আসতে পারি না। কেননা আমাদের ও আপনার মাঝে কাফের 'মুযার' গোত্রটি অন্তরায় হয়ে আছে। অতএব আপনি আমাদেরকে এমন পরিষ্কার চূড়ান্ত কিছু বিষয়ে নির্দেশ করুন, যা আমরা আমাদের বাকী লোকদের গিয়ে বলতে পারি ও যার দ্বারা আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। রাবী বলেন, তারা তাঁকে পানপাত্র সমূহের ব্যাপারেও জিজ্ঞেস করল। জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে চারটি বিষয়ে নির্দেশ দিলেন ও চারটি বিষয়ে নিষেধ করলেন। তিনি তাদেরকে নির্দেশ দিলেন 'কেবলমাত্র এক আল্লাহ্র উপরে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য'। অতঃপর বললেন, তোমরা কি জান 'কেবলমাত্র আল্লাহ্র উপরে বিশ্বাস স্থাপনে'র অর্থ কি? তারা বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন, এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল। অতঃপর ছালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা ও রামাযানের ছিয়াম পালন করা। এতদ্ব্যতীত জিহাদলব্ধ গনীমতের মাল থেকে এক-পঞ্চমাংশ তোমরা নেতার নিকটে জমা দিবে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে চারটি পানপাত্র সম্পর্কে নিষেধ করলেন, যা হ'লঃ (১) 'হান্তাম' অর্থাৎ শরাব তৈরীর মাটির কলসী, যার গর্দান সবুজ বা লাল রংয়ের (২) 'দুব্বা' অর্থাৎ লাউ বা চাল কুমড়ার শুকনা খোল দ্বারা প্রস্তুত মদ্যভাণ্ড (৩) 'নাক্বীর' অর্থাৎ গাছের গুঁড়িতে গর্ত করে সেখানে শরাব বানানোর পাত্র বিশেষ (৪) 'মোযাফফাত' অর্থাৎ আলকাতরা বা অনুরূপ গাঢ় তৈলজাতীয় বস্তু দ্বারা মোড়ানো মদ্যপাত্র বিশেষ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে বললেন, তোমরা এগুলি বিষয় স্মরণ রাখবে ও তোমাদের বাকী লোকদের জানিয়ে দিবে'।[১] হাদীছটি বুখারী ও মুসলিম উভয়ে বর্ণনা করেছেন। তবে এখানে বুখারীর ভাষ্য উল্লিখিত হ'ল। মুসলিম-এর বর্ণনা এর সমার্থবোধক। এতদ্ব্যতীত হাদীছটি আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ এবং অন্যান্যগণ বর্ণনা করেছেন।

রাবীর পরিচয়ঃ

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ইবনু আব্দিল মুত্ত্বালিব আল-কুরায়শী আল-হাশেমী। কুনিয়াত আবুল আব্বাস। তিনি জন্মসূত্রে মাক্কী, হিজরত সূত্রে মাদানী এবং বসবাস ও মৃত্যুসূত্রে ত্বায়েফী। তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চাচাতো ভাই ও তাঁর সাথী ছিলেন। তাঁর মা উম্মুল ফযল লুবাবা বিনতুল হারিছ ছিলেন উম্মুল মুমেনীন মায়মূনা (রাঃ)-এর বোন। পিতার দিক দিয়ে রাসূলুল্লাহ ছিলেন তাঁর চাচাতো ভাই এবং মায়ের দিক দিয়ে ছিলেন খালু। তিনি হিজরতের তিন বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল ১৩ অথবা ১৫ বছর। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার ইলম ও দূরদর্শিতা বৃদ্ধির জন্য খাছভাবে দো'আ করেছিলেন। অতুলনীয় কুরআনী জ্ঞান ও ইলমী গভীরতার কারণে তিনি 'তরজুমানুল কুরআন' বা কুরআনের মুখপাত্র এবং 'হিবরুল উম্মাহ' অর্থাৎ 'উম্মতের বিদ্বানকুল শিরোমণি' বলে খ্যাত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি 'বাহরুল উলূম' (বিদ্যাসাগর) ও 'রঈসুল মুফাসসেরীন' (কুরআন ব্যাখ্যাতাগণের নেতা) নামেও খ্যাত। তিনি দু'বার

১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭।*

Contents

স্বচক্ষে জিব্রীল (আঃ)-কে দেখেছেন। তাবেঈ বিদ্বান মাসরূক্ব বলেন, যখন আমি ইবনে আব্বাসকে দেখি তখন বলি, 'আজমালুন নাস' বা 'সুন্দরতম মানুষ'। যখন তিনি কথা বলেন, তখন বলি, 'আফছাহুন নাস' বা 'সর্বাধিক বিশুদ্ধভাষী'। যখন তিনি 'হাদীছ' বলেন, তখন বলি, 'আ'লামুন নাস' 'শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান'। অতুলনীয় দূরদর্শিতা ও জ্ঞানবত্তার কারণে ওমর (রাঃ) তাঁকে কাছে টানতেন এবং জ্যেষ্ঠ ছাহাবীগণের সাথে পরামর্শসভায় তাকেও ডাকতেন।

তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে মোট ১৬৬০টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে বুখারী ও মুসলিম একত্রিতভাবে ৭৫টি, বুখারী এককভাবে ২৮টি ও মুসলিম ৪৯টি বর্ণনা করেছেন। বহু ছাহাবী ও তাবেঈ তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। খাযরাজী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে ইবনু আব্বাস (রাঃ) সরাসরি ২৫টি হাদীছ শ্রবণ করেন। বাকী হাদীছগুলি তিনি ছাহাবীগণের নিকট থেকে শুনেছেন। আর ছাহাবীগণের 'মুরসাল' হাদীছ সকলের নিকটেই গ্রহণযোগ্য'। শেষ বয়সে তাঁর চক্ষু অন্ধ হয়ে যায়। আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ)-এর ইমারতকালে তিনি ৬৮ হিজরীতে ৭১ বছর বয়সে ত্বায়েফে ইন্তেকাল করেন। মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিইয়াহ (রাঃ) তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন।

হাদীছের ব্যাখ্যাঃ

(وفد عبد القيس) وفد শব্দটি وافد এর বহুবচন। অর্থঃ মুখপত্র বা প্রতিনিধি। وفد বলতে কোন দল বা গোত্রের বাছাই করা ছোট প্রতিনিধিদলকে বুঝানো হয়, যাদেরকে কোন নেতার কাছে পাঠানো হয়। عبد القيس সেই বৃহৎ গোত্র প্রধানের নাম, যা রাবী'আহ বিন নাযার বিন মা'আদ বিন আদনান পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। রাবী'আহ ও মুযার দুই ভাইয়ের নামে দু'টি বৃহৎ গোত্রের সৃষ্টি হয়েছিল। দুই গোত্র পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। মদীনা থেকে পূর্বে বাহরায়েন, কাত্বীফ ও হিজর এলাকায় এদের বসবাস ছিল (বাহরায়েন বর্তমানে 'আহসা' বলে খ্যাত, যা সঊদী আরবের অন্যতম প্রদেশ)। উক্ত দুই গোত্রের মধ্যে রাবী'আহ গোত্র প্রথমে মুসলমান হয়। এমনকি মদীনার পরে প্রথম জুম'আ আদায় হয় অত্র প্রতিনিধিদল ফেরত যাওয়ার পর আব্দুল ক্বায়েস-এর মসজিদে, যা বাহরায়েন-এর জওয়াদী মহল্লায় অবস্থিত ছিল (বুখারী 'জুম'আ' অধ্যায়, বর্ণনা ইবনু আব্বাস)। এদিক দিয়ে প্রমাণিত হয় যে, (মক্কা-মদীনার পরে) তারাই ছিল অন্যান্য সকল জনপদের মধ্যে প্রথম জনপদ যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। মদীনা আসার পথে 'মুযার' গোত্রই ছিল এদের প্রতিবন্ধক স্বরূপ। যদিও তারা উভয় গোত্র ছিল একই বংশোদ্ভূত।

উক্ত প্রতিনিধিদলের লোকসংখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন ১৩, কেউ ১৪, কেউ ৪০। সম্ভবতঃ সেকারণেই বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় সংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি। আয়নী বলেন, সংখ্যা নির্দিষ্ট করা ঠিক নয়। তবে ছাহেবে তাহরীর বলেন, তারা ছিলেন ১৪ জন সওয়ারী এবং তাদের নেতা ছিলেন আশুজ আল-আছারী (الأشج العصري)। এ বর্ণনায় প্রায় সকলে একমত। ক্বাযী আয়ায বলেন, ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ে বের হওয়ার পূর্বে এই প্রতিনিধিদল মদীনায় আসেন। তবে হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, এ প্রতিনিধিদল যে ৯ম হিজরীতে তাবুক অভিযানের পরে এসেছিল, সে ব্যাপারে কারু দ্বিমত নেই।[২]

তাদের মদীনা আগমনের কারণ ইমাম নববী শরহ মুসলিমে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ হ'লঃ এদের নেতা মুনক্বিয বিন হিব্বান ব্যবসা উপলক্ষে মদীনায় আসতেন। একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে তার সাক্ষাত হ'লে তিনি তাদের গোত্রের নেতাদের নাম ধরে ধরে তাদের কুশল জিজ্ঞেস করেন। এতে তিনি বিস্মিত ও বিমোহিত হন ও সাথে সাথে ইসলাম কবুল করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট থেকে সূরা ফাতিহা ও সূরা আলাক্ব শিখে নেন। অতঃপর নিজের এলাকা হিজরে চলে যান। সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একটা চিঠি নিয়ে যান। বাড়ীতে গিয়ে তিনি নিজের ইসলামকে গোপন রাখেন। কিন্তু তার ছালাত আদায় ও অন্যান্য কিছু বিষয় স্ত্রীর নিকটে বিস্ময়কর ঠেকলে তিনি স্বীয় পিতা গোত্রপতি মুনযির-এর নিকটে বিষয়টি বলে দেন। এতে বাপ-বেটি উভয়ের হৃদয় ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং মুনযিরের হৃদয়ে ইসলাম প্রবেশ করে। অতঃপর মুনক্বিয রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চিঠি নিয়ে গোত্রনেতাদের নিকটে উপস্থিত হন ও তাদেরকে তা পড়ে শুনান। চিঠির অর্থ বুঝে ও মুনক্বিযের মুখে শুনে তারা সাথে সাথে মুসলমান হয়ে যান এবং রাসূলের দরবারে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। অতঃপর তারা ১৪ জন সওয়ারীকে নির্বাচন করে প্রতিনিধি হিসাবে মদীনায় প্রেরণ করেন। তারা মদীনার নিকটবর্তী হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর পাশে উপবিষ্ট সাথীদের বললেন, أَتَاكُمْ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ خَيْرُ أَهْلِ الْمَشْرِقِ। 'প্রাচ্যসেরা আব্দুল ক্বায়েস গোত্রের প্রতিনিধিদল তোমাদের নিকটে আসছে'। এদের মধ্যে ছিলেন স্বয়ং গোত্রপতি 'মুনযির'। তার মুখের একটি চিহ্নের কারণে রাসূল (ছাঃ) তার নাম রাখেন الأشج। ফলে এই নামেই তিনি পরিচিত হন।

যারা প্রতিনিধিদলের লোকসংখ্যা ৪০ বলেছেন, তারা হয়ত সবাইকে শামিল করেছেন এবং যারা ১৪ বলেছেন, তারা হয়ত কেবল নেতৃবৃন্দের হিসাব ধরেছেন। বাকীরা তাদের সাথী ছিলেন। যারা ১৩ সংখ্যা বলেছেন, তারা হয়ত

Contents

২. রাসায়েল ও মাসায়েল ৩/৫৭পৃঃ; যাদুল মা'আদ, ১/২৪৬০, ২/৩৪-৩৯ পৃঃ।

আহ্বায়ক মুনক্বিযকে হিসাবে না ধরে নবাগত নেতৃবৃন্দকে গণনাভুক্ত করেছেন।

হাদীছের সারমর্মঃ

৯ম হিজরীতে আগত বনু আবদুল কায়েসকে চারটি বিষয়ের নির্দেশ ও চারটি বিষয়ে নিষেধ করা হয়।

(مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ) 'প্রতিনিধিদলকে মুবারকবাদ'। এটি প্রাচীন আরবের প্রচলিত পারস্পরিক সম্ভাষনের রীতি। যেমন আজকাল বলা হয় حَيَّاكُمُ اللهُ 'আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘায়ু করুন'। জাহেলী যুগে বলা হ'ত صَبَاحَ الْخَيْرِ 'শুভ সকাল'। আধুনিক জাহেলী যুগে ওটাই ইংরেজীতে বলা হচ্ছে Good morning 'গুড মর্ণিং'। 'ইসলাম' এসে মুমিনদের মধ্যে পরস্পরে সালাম ও মুছাফাহার প্রচলন করেছে। সালামের মধ্যে 'আস্সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ' অর্থাৎ 'আপনার উপর আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে শান্তি ও অনুগ্রহ বর্ষিত হৌক'। একথা বলে মুমিনকে আল্লাহ্র অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় এবং নিজের পক্ষ থেকেও নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়া হয়। অতঃপর উভয়ের ডান হাতের তালু মিলিয়ে 'মুছাফাহা' করার মাধ্যমে উভয়ের মধ্যেকার ছগীরা গোনাহ সমূহ মাফ হয়ে যাবার সুসংবাদ শুনানো হয়েছে। এর ফলে উভয়ের মধ্যে মহব্বত গভীর হয়। যার ফলশ্রুতিতে পারস্পরিক বন্ধন সুদৃঢ় হয় ও সমাজে শান্তির আবহ সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য যে, সালাম ও মুছাফাহা ব্যতীত ইসলাম স্ব স্ব আঞ্চলিক সম্ভাষণরীতি ও সংস্কৃতিকে অতক্ষণ 'মুবাহ' গণ্য করেছে, যতক্ষণ তাতে শিরকের সংমিশ্রণ না ঘটে। যেমন বলা হয় 'আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন' 'তুমি দীর্ঘজীবি হও' 'তোমার জীবন সুখময় হৌক' ইত্যাদি। জানা আবশ্যক যে, কারু প্রতি মাথা ঝুঁকিয়ে সম্ভাষণ জানানো ইসলামে জায়েয নয়। অনুরূপভাবে মুছাফাহা শেষে বুকে হাত লাগানো, চুমু খাওয়া ইত্যাদি বাড়াবাড়ি হিসাবে গণ্য।

مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ অর্থ أَتَى الْوَفْدُ رَحْبًا অথবা أَصَابَ الْوَفْدُ رَحْبًا مَوْضَعًا وَاسِعًا অর্থাৎ 'প্রতিনিধিদলটি প্রশস্ত জায়গায় এসেছেন'। এখানে 'প্রশস্ত' বলতে 'নিরাপদ স্থান' বুঝানো হয়েছে। অতিথিকে নিঃশঙ্ক, নিশ্চিন্ত ও দ্বিধামুক্ত করার জন্য এভাবে সম্ভাষণ করা আরব দেশের বহু প্রাচীন রীতি। এই সাথে (غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَامَى) 'অপমানহীন ও অনুতাপবিহীন' কথা যোগ করে অতিথিকে আরও নিশ্চিন্ত ও আশ্বস্ত করা হয়েছে। مرحبا কথাটি উহ্য ক্রিয়ার কর্মপদ। কিন্তু অনেকে একে المفاعيل المنصوبة بمضمر وجوبا এর অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। অর্থাৎ যেসব কর্মপদের শেষে আবশ্যিকভাবে দু'যবর তানভীন বিশিষ্ট হয়ে থাকে। এগুলি মানুষের অধিক ব্যবহৃত শব্দাবলীর অন্তর্ভুক্ত। যেমন অভ্যর্থনা জানিয়ে বলা হয় أَهْلاً وَسَهْلاً, দোকানদার খরিদ্দারকে ধন্যবাদ দিয়ে বলে থাকে شُكْرًا لِزِيَارَتِكَ অথবা কোন কিছু দানের বিনিময়ে দাতাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলা হয় شُكْرًا, কোন কিছু ভুল হয়ে গেলে ক্ষমা চেয়ে বলা হয় عَفْوًا, ওযর পেশ করে বলা হয় مَعْذِرَةً ইত্যাদি।

غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَامَي এর মধ্যে غير-এর উপরে نصب হয়েছে حال-এর কারণে। অর্থাৎ مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ الَّذِيْنَ جَاءُوا غَيْرَ خَزَايَا 'ঐ প্রতিনিধিদলের জন্য মুবারকবাদ যারা এসেছেন অপমানহীন অবস্থায়'। خَزَايَا বহুবচন, একবচনে خَزْيَانَ যা خزي হ'তে উৎপন্ন। অর্থ 'অপদস্থ হওয়া'। نَدَامَي নিয়ম বহির্ভূতভাবে نَادِمٌ একবচনের বহুবচন। যার অর্থ লজ্জিত ও অনুতপ্ত। نَادِمٌ -এর বহুবচন এখানে نَادِمِيْنَ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বাক্যের সৌন্দর্যের জন্য خزايا -এর সাথে ওযনে نَدَامَي বলা হয়েছে। যেমন বলা হয়ে থাকে اَلْعَشَايَا وَالْغَدَايَا 'সন্ধ্যায় ও সকালে'। আসলে হওয়া উচিত ছিল الغدوات যা غداة-এর বহুবচন। কিন্তু সেটা বলা হয়নি কেবল পূর্বের শব্দ العشايا -এর সাথে ওযনে মিল রেখে বাক্যের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَامَي কথাটি এজন্য বলেছিলেন যে, তারা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বা বন্দী হয়ে বা কোন দুনিয়াবী স্বার্থের বশবর্তী হয়ে নয়, বরং স্রেফ আখেরাতে মুক্তির জন্য কেবল নবীর দাওয়াত পেয়েই স্বেচ্ছায় আগে থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

مَنِ الْقَوْمُ أَوْ مَنِ الْوَفْدِ অর্থাৎ কোন্ গোত্র অথবা কোন্ প্রতিনিধি দল? দু'টি শব্দের মধ্যে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কোন্ শব্দটি বলেছিলেন রাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) সন্দেহে পতিত হয়েছেন। তাই দু'টি শব্দই বর্ণনা করেছেন। যদিও দু'টি শব্দ একই মর্ম বহন করে। অথচ এতটুকু শাব্দিক পরিবর্তন করতেও তিনি রাযী হননি। এতে বুঝা যায়, রাসূলের হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে ছাহাবায়ে কেরাম

Contents

কত বেশী সাবধানতা অবলম্বন করতেন। এতে হাদীছ অস্বীকারকারী বা হাদীছে সন্দেহবাদীদের চোখ খুলে যাওয়া উচিত।

অহী মারফত পূর্বেই তাদের আগমন বার্তা জানতে পেরেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন নিশ্চিত হবার জন্য। কারণ তিনি তাদেরকে স্বচক্ষে কখনো দেখেননি কেবলমাত্র মুনক্বিয-কে ব্যতীত।

(فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ) 'আপনি আমাদেরকে পরিষ্কার বিষয় নির্দেশ করুন'। এখানে فَصْلٌ অর্থ فَاصِلٌ অর্থাৎ পরিষ্কার, ফায়ছালাকারী। যেমন কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ 'নিশ্চয়ই (কুরআন) সত্য-মিথ্যার ফায়ছালাকারী' (তারেক্ব ১৩)। একই কারণে শেষ বিচার দিবসকে কুরআনে 'ইয়াওমুল ফাছল' বলা হয়েছে (মুরসালাত ১৩-১৪, ৩৮)। এখানে মাছদার إسم فاعل -এর অর্থে এসেছে। খাত্ত্বাবী বলেন, এখানে فصل অর্থঃ الفصل هو الواضح البين الذي ينفصل به المراد ولا يشكل 'স্পষ্ট পরিষ্কার বিষয়, যার দ্বারা উদ্দেশ্য খোলাছা হয় এবং কোনরূপ অস্পষ্টতা না থাকে'। তারা দুনিয়াবী লাভের কোন বিষয় জানতে চায়নি। বরং পরিষ্কারভাবে তারা বলে দিয়েছে (نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَّرَاءَنَا وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ) 'আমরা আমাদের পিছনে রেখে আসা বাকী লোকদের নিকটে তা পৌঁছে দেব এবং যার মাধ্যমে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করব'। অর্থাৎ দাওয়াত ও আখেরাত। এর মধ্যে আখেরাতই মূল লক্ষ্য। এখানে 'যার মাধ্যমে' অর্থ 'যে আমলের মাধ্যমে'। একথা ঐ হাদীছের বিপরীত নয়, যেখানে বলা হয়েছে, لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ قَالُوْا وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَّتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِرَحْمَتِهِ 'তোমাদের কেউ নিজ আমলের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। ছাহাবীগণ বললেন, আপনিও নন হে আল্লাহ্‌র রাসূল? তিনি বললেন, না আমিও নই। কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ব্যতীত'। অথচ আল্লাহ বলেছেন, تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ أُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ– (আল্লাহ বলবেন,) এই যে জান্নাতের উত্তরাধিকারী তোমরা হয়েছ। এটা তোমাদের সৎকর্মের প্রতিদান' (*যুখরুফ ৭২, আ'রাফ ৪৩*)। ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, কুরআনের আয়াত ও হাদীছের বক্তব্যের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা এর দ্বারা উক্ত ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে যে, 'শুধুমাত্র সৎকর্মই মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে আল্লাহ্‌র রহমত ব্যতীত'। বরং দু'টোই আবশ্যক। এর মধ্যে মু'তাযিলাদের বক্তব্যের প্রতিবাদ রয়েছে। যারা বলে যে, ন্যায়বিচারের দাবী অনুযায়ী আল্লাহ প্রত্যেক সৎকর্মশীলকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। অথচ আল্লাহ কোন কাজে বাধ্য নন। তিনি যাকে খুশী স্বীয় রহমতের অন্তর্ভুক্ত করবেন (*দাহর ৩১*)।

(وَسَأَلُوْهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ) أَشْرِبَةٌ বহুবচন, একবচনে شراب এর অর্থ পানীয়। কিন্তু এখানে প্রশ্নের মর্ম অনুযায়ী অর্থ হবে ظروف الاشربة 'পানপাত্র সমূহ'। বাক্যে مضاف কে উহ্য রাখা হয়েছে।

(فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ) (রাবী বলেন,) 'রাসূল তাদেরকে চারটি বিষয়ে নির্দেশ দিলেন'। অতঃপর নির্দেশ দিলেন 'এক আল্লাহ্‌র উপরে ঈমান আনার জন্য'। অতঃপর বললেন, (أَتَدْرُوْنَ مَا الْإِيْمَانُ بِاللهِ وَحْدَهُ) 'তোমরা কি জানো কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র উপরে বিশ্বাস স্থাপনের অর্থ কি'? বলেই তিনি জবাবে মোট পাঁচটি বিষয়ের উল্লেখ করলেন। যথাঃ শাহাদাত, ছালাত, যাকাত, ছিয়াম ও খুমুসে গনীমত। অথচ ইতিপূর্বে রাবী বলেছেন, 'রাসূল তাদেরকে চারটি বিষয়ের নির্দেশ দিলেন'। এর ব্যাখ্যায় ত্বীবী বলেন, অত্র হাদীছে দু'টি অস্পষ্টতা রয়েছে। ১- আদিষ্ট বিষয় দেখা যাচ্ছে মাত্র একটি। তাহ'লে বাকী তিনটি গেল কোথায়? ২- এখানে আদিষ্ট রুকন হিসাবে মোট পাঁচটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ পূর্বে বলা হয়েছে চারটির কথা। প্রথমটির জবাব এই যে, এখানে ছালাত, যাকাত, ছিয়াম ও খুমুসে গনীমাত চারটি প্রধান রুকনকে 'ঈমান' বলে একটিতে গণ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ চারের মধ্যে এক।

দ্বিতীয়টির জবাব এই যে, এখানে শাহাদাতায়েনকে হিসাবে ধরা হয়নি। কেননা তারা তো এটা কবুল করেই এখানে এসেছিল। এক্ষণে তারা যাতে কেবল এটুকুর মধ্যেই মুক্তি ধারনা না করে, সেজন্য তার পরেই চারটি রুকন উল্লেখ করা হয়েছে। কিরমানীও একথা বলেন। কুরতুবী বলেন, এখানে শাহাদাতায়েন-এর উল্লেখ করা হয়েছে বরকতের উদ্দেশ্যে'। মূলতঃ শাহাদাতায়েন-এর বাস্তব প্রতিফলন হ'ল বর্ণিত চারটি বিষয়। যদিও আমল হিসাবে আরও অনেক বিষয় রয়েছে, যেগুলি স্থান-কাল-পাত্র ভেদে কমবেশী করে বলা হয়ে থাকে। যেমন এখানে হজ্জ-এর কথা কেন বলা হয়নি, তার জবাবে ইবনু হাজার বলেন, তাদেরকে সকল বিষয় বলা উদ্দেশ্য ছিল না। বরং যেসব কাজ এখুনি করা যরূরী, সেগুলিতেই বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে'।

উল্লেখ্য যে, মিশকাতের শুরুতে হাদীছে জিব্রীলে ইসলাম -এর ব্যাখ্যায় যে রুকনগুলির কথা বলা হয়েছে, এখানে ঈমান-এর ব্যাখ্যায় সেগুলির কথাই বলা হয়েছে। বরং বাড়তি হিসাবে খুমুসে গনীমত-এর কথা এসেছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, আমল ঈমানের অঙ্গ এবং এটাই হ'ল ছাহাবা,

তাবেঈন ও সালাফে ছালেহীনের মাযহাব। যদিও এটা 'শৈথিল্যবাদী' বলে খ্যাত মুর্জিয়াদের মাযহাবের খেলাফ। কিন্তু ছাহেবে 'মিরক্বাত' এখানে শাহাদাতায়েন-এর উল্লেখকে جملة معترضة বা 'অপ্রাসঙ্গিক কথা' হিসাবে গণ্য করেছেন এবং তার প্রমাণ হিসাবে বলেছেন, بدليل اتفاق أهل السنة على أن الأركان ليست من أجزاء الإيمان– 'কেননা আহলে সুন্নাতগণ এ বিষয়ে একমত যে, রুকন সমূহ ঈমানের অঙ্গ নয়'।[৩] ছাহাবা ও তাবেঈগণকে বাদ দিলে 'আহলে সুন্নাত' বলতে আর কারা বাকী থাকেন, তা বুঝা মুশকিল। রাসূল (ছাঃ) স্বীয় যবানীতেই ঈমান ও ইসলাম-এর ব্যাখ্যা পরিষ্কার করে দিয়ে গেছেন। অর্থাৎ বিশ্বাস ও কর্ম দু'টির মিলিত নাম 'ঈমান'। তবে ঈমান ও ইসলামকে যখন পৃথক পৃথকভাবে ব্যাখ্যা করা হবে, তখন ঈমান অর্থ হবে বিশ্বাস ও স্বীকৃতি এবং ইসলাম অর্থ হবে সৎকর্ম। কিন্তু যখন এককভাবে ঈমান-এর ব্যাখ্যা করা হবে, তখন সেখানে বিশ্বাস ও সৎকর্ম দু'টিই বুঝাবে। যেমন অত্র হাদীছে বুঝানো হয়েছে। অবশ্য ঈমান ঘোষণার পরে আমলের সুযোগ পাবার আগেই মৃত্যুবরণ করলে উক্ত 'ঈমান' তার জান্নাত লাভের কারণ হবে। কিন্তু আমলের সুযোগ লাভকারীগণ ঐ সুবিধা পাবেন না জাহান্নাম ভোগ করা ব্যতীত। অবশ্য আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহের কথা আলাদা। অতএব ঈমান হ'ল মূল এবং আমল হ'ল শাখা। আমলহীন ঈমান হস্তপদহীন মানুষের ন্যায়। অথচ দু'টি পরস্পরে অবিচ্ছিন্ন। অতএব শুধু বিশ্বাস বা শুধু আমল দিয়ে কেউ মুক্তি পাবে না। মূলতঃ ঈমান থেকে আমলকে পৃথক করার বিস্ময় আক্বীদার ফল হিসাবেই আমলহীন মুসলমানের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। এমনকি তারা আমলকে গৌণ ও অপ্রয়োজনীয় মনে করছে এবং শুধু বিশ্বাসটুকুর বদৌলতে জান্নাত পাওয়ার দুঃসাহস করছে। আবদুল ক্বায়েস-এর প্রতিনিধি দল যাতে অনুরূপ ধারণার বশবর্তী না হয়, সেজন্যেই তাদেরকে ঈমান এর ব্যাখ্যায় চারটি প্রধান আমলের কথা বলে দেওয়া হয়েছে। অতি যুক্তিবাদী আধুনিক সুন্নীদের (?) জন্য এর মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

(وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ) 'এবং তাদের নিষেধ করলেন চারটি বিষয়ে'। এখানে 'চারটি বিষয়' বলতে চারটি মদ্যপাত্র বুঝানো হয়েছে। যাতে মদ প্রস্তুত করা হ'ত। যেমন নাসাঈ-র বর্ণনায় এসেছে, وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ مَا يُنْتَبَذُ فِيْ الْحَنْتَمِ। 'আমি তোমাদেরকে চারটি বিষয় হ'তে নিষেধ করছি যেমন নাবীয, যা বানানো হয়ে থাকে 'হান্তাম' নামক পাত্রে'। আঙ্গুর পচানো আরককে (নির্যাস) 'নাবীয' বলা হয়। এতে মাদকতা সৃষ্টি হয়। উপরোক্ত চারটি পাত্র তখনকার যুগে মদ্যপ্রস্তুতকারী ভাণ্ড হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিল। মদ হারাম হবার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদ্য পাত্রকেও হারাম করেন, যাতে পাত্র দেখে মদের কথা মনে উদয় না হয়। মদ্যপান ও মাদকতার বিরুদ্ধে ইসলাম যে কত কঠোর, তা উপরোক্ত নির্দেশের দ্বারা বুঝা যায়। উল্লেখ্য যে, যুগ পরিক্রমায় যে নামেই মদ ও মদ্যভাণ্ডের আবিষ্কার হৌক না কেন, সর্বযুগে সকল প্রকার মদ, মাদকতা ও মদ্য প্রস্তুতকারী যন্ত্র ও ভাণ্ড ইসলামে চিরকালের জন্য নিষিদ্ধ। এমনকি মদ ও মাদকতার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টিকারী সাহিত্য রচনা এবং তা পঠন, পাঠন, শ্রবণ ও প্রদর্শনীও নিষিদ্ধ।।

৩. মিরক্বাত ১/৯১।

মৃত্যু সংবাদ

(১) আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ম্যানেজিং কমিটির অন্যতম সদস্য ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সুধী আলহাজ্জ এডভোকেট মফীযুদ্দীন (৭৫) গত ১৯ নভেম্বর '০৬ বিকাল চারটায় ঢাকার গুলশানস্থ ইউনাইটেড হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। দীর্ঘ দিন থেকে তিনি হৃদরোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি একমাত্র কন্যা ও জামাতা সহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে যান।

পরদিন বাদ যোহর নওদাপাড়া কেন্দ্রীয় ট্রাক টার্মিনাল ময়দানে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার অধ্যক্ষ শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী জাযানার ছালাতের ইমামতি করেন। এ সময়ে 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও সোনামণি কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলগণ, নওদাপাড়া মাদরাসার ম্যানেজিং কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং ছাত্র-শিক্ষক সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। জানাযা শেষে নিজ বাসভবন সংলগ্ন পারিবারিক গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

(২) আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর প্রাক্তন শিক্ষক জনাব আয়নুল হক্ব গত ১৮ ডিসেম্বর'০৬ ভোর ৪-টা ১০ মিনিটে রাজশাহী মহানগরীর ওমরপুরস্থ নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৮২ বৎসর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৫ পুত্র ও ৫ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। ঐ দিন রাত ১০-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মাদরাসা ময়দানে 'আন্দোলন'-এর মুহতারাম ভারপ্রাপ্ত আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফীর ইমামতিতে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর ওমরপুর গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

জনাব আয়নুল হক্ব ১৯৮৮ সাল থেকে ১৯৯৬ সালের ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর শিক্ষক ছিলেন।

[আমরা তাদের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাদের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি-সম্পাদক]।

তওবা ও ইস্তিগফার

*আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম**

মানুষ মাত্রই ভুলের শিকার। মানবজাতির আদি পিতা আদম (আঃ) শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়ে ভুলের শিকার হয়েছিলেন। সেকারণ তাঁকে জান্নাত থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল *(বাক্বারাহ ৩৬, ৩৮; আ'রাফ ২৪)*। আবার নিজ অপরাধ স্বীকার করতঃ মাফ চাইলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। কাজেই আমরাও যদি নিজ অপরাধ স্বীকার করে আল্লাহ্‌র দরবারে ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করি, বিশুদ্ধভাবে তওবা করি এবং অনুতপ্ত হই, তাহ'লে আল্লাহ আমাদেরকেও ক্ষমা করে দিবেন, আমাদের তওবাও গ্রহণ করবেন। অপরাধ করে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থী হওয়া স্বয়ং নবী-রাসূলগণের রীতি *(আ'রাফ ১১-১৪; ইসরা ৬১-৬২)*। মহান আল্লাহ বলেন, 'আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি তওবা কবুলকারী' *(নাছর ৩)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'তিনি হ'লেন গুনাহ মার্জনাকারী, তওবা গ্রহণকারী এবং কঠিন শাস্তি দানকারী' *(গাফির ৩)*।

তওবা সম্পর্কে অনেকের মধ্যে একটি মস্তবড় ভুল ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর পাপী বান্দার তওবা কবুল করবেন না, যতক্ষণ সে কোন মাধ্যম বা অসীলা না ধরবে। আর এই অসীলা হ'ল কথিত পীর-ফক্বীর। তাদের কাছে সে নিজের ভুল-ভ্রান্তির স্বীকারোক্তি দিবে আর সেটা তারা আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছাবে। এরপর তাদের মাধ্যমে আল্লাহ ঐ ব্যক্তির তওবা কবুল করবেন। অন্যথা তওবা কবুলের কোন বিকল্প পথ নেই। অথচ এহেন ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। জনগণকে এমন ধারণা দেওয়া প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। ঐ তথাকথিত পীর-ফক্বীররা বুঝাতে চায় যে, তারা আল্লাহ ও বান্দার মাঝের উকীল (নাঊযুবিল্লাহ)। অথচ এটা ডাহা মিথ্যা ও মারাত্মক প্রতারণা। কারণ এটা ইহুদী-খ্রীষ্টান ও বিধর্মীয় চক্রান্ত যেন বান্দা ও আল্লাহ্‌র মাঝে বিরাট দূরত্ব সৃষ্টি হয়। এই ষড়যন্ত্রের ক্রীড়নক হ'ল ঐ কথিত পীর-ফকীরেরা। অথচ আল্লাহ এটাই চান যে, তাঁর বান্দা সরাসরি তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করবে। তাঁর নিকট সরাসরি তওবা করলে তিনি ক্ষমা করে দিবেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে রাসূল! আমার পক্ষ থেকে আপনি বলে দিন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের উপরে অতিমাত্রায় অবিচার করেছ, তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত হ'তে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ সমুদয় পাপরাশি ক্ষমা করে দিতে পারেন। নিশ্চয়ই তিনি অতীব ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু' *(যুমার ৫৩)*। আল্লাহ তার মুমিন বান্দার তওবা করায় ঐ ব্যক্তির চেয়েও বেশী খুশী হন, যে ব্যক্তি সফরে থাকাবস্থায় নিজের বাহন হারিয়ে আবার তা ফেরত পেয়ে খুশী হয়।[১]

তওবা ও ইস্তিগফারের অর্থঃ

তওবার আভিধানিক অর্থ হ'ল- ফিরে আসা, প্রত্যাবর্তন করা, গুনাহ থেকে ফিরে আসা। শরী'আতের পরিভাষায়, তওবা হ'ল, নিন্দনীয় কাজ থেকে বিমুখ হয়ে প্রশংসিত কাজের দিকে ফিরে আসা (অর্থাৎ পাপ থেকে বিরত হয়ে পুন্যের দিকে ফিরে যাওয়া)।[২] কেউ বলেছেন, তওবা হ'ল- গুনাহ থেকে বিমুখ হওয়া, কৃত পাপের জন্য লজ্জিত হওয়া এবং তা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়া।[৩]

ইস্তিগফারের আভিধানিক অর্থঃ এর মূলধাতু হ'ল 'গাফরুন' (غفر), যার অর্থ কোন কিছুকে ঢেকে দেওয়া বা পর্দা করা। এ থেকেই যুদ্ধে মাথায় যে লৌহ মুকুট পরা হয় তাকে 'মিগফার' (مِغْفَر) বলা হয়।[৪] শরী'আতের পরিভাষায় ইস্তিগফার হ'ল- আল্লাহ্‌র কাছে কাকুতি-মিনতি করে নিজ গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা।

তওবা ও ইস্তিগফারের গুরুত্ব এবং ফযীলতঃ

তওবা ও ইস্তিগফার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মহান আল্লাহ নিজ হাবীব মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে তওবা ও ইস্তিগফারের নির্দেশ দিয়ে বলেন,

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا-

'আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি তওবা কবুলকারী' *(নাছর ৩)*। অথচ আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আগের ও পরের সকল প্রকার গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। এ থেকেই অনুধাবন করা যায় যে, তওবা ও ইস্তিগফারের বিষয়টি কত গুরুত্বপূর্ণ। আরো প্রতীয়মান হয় যে, তওবা করা ও ক্ষমা প্রার্থনা করার বিষয়টি শুধু পাপকারীর জন্যই প্রযোজ্য নয়, বরং সকলের জন্য ও সব সময়ের জন্য প্রযোজ্য। যদিও পাপী ব্যক্তি তওবা ও ইস্তিগফারের বেশী মুখাপেক্ষী।

ফযীলতঃ

(১) তওবা ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে গুনাহ সমূহের কাফফারা হয় এবং জান্নাত লাভ করা যায়। আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট তওবা কর বিশুদ্ধ

---

* *লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।*

১. *ছহীহ বুখারী, মুসলিম, 'তওবা' অধ্যায়, হা/৩।*
২. *জুরজানী, আত-তা'রীফাত, পৃঃ ৯৫।*
৩. *ঐ, পৃঃ ৯৬।*
৪. *বুখারী, 'মাগাযী' অধ্যায়, হা/৩৯৪৯; মুসলিম 'হজ্জ' অধ্যায়, হা/২৪১৭।*

Contents

তওবা। সত্তর তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কর্মগুলোকে মোচন করে দিবেন এবং তোমাদেরকে জান্নাতে দাখিল করাবেন, যার পাদদেশে নদী সমূহ প্রবাহিত' *(তাহরীম ৮)*।

(২) তওবা ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে কৃত পাপ সমূহ নেকীতে রূপান্তরিত হয়। আল্লাহ বলেন, 'যারা তওবা করে, ঈমান পোষণ করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে। আল্লাহ তাদের অপকর্মগুলোকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন। বস্তুত আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু' *(ফুরক্বান ৭০)*।

(৩) তওবা ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে পার্থিব সুখময় জীবন লাভ করা যায়। যেমন- আকাশের বৃষ্টি, ধন-সম্পদ, সন্তানাদি এবং ঘর-বাড়ী প্রভৃতি লাভ করা যায়। নূহ (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাপরায়ণ। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিধারা বর্ষণ করবেন। আর তিনি তোমাদেরকে প্রচুর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সমৃদ্ধ করবেন, উদ্যান সমূহ স্থাপন করবেন এবং নদ-নদী প্রবাহিত করবেন' *(নূহ ১০-১২)*।

(৪) এর মাধ্যমে নেকীর পূর্ণ আমলনামা লাভ করা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মুমিন ব্যক্তিকে তাঁর কাছে নিয়ে তাকে অন্যদের থেকে পর্দা করতঃ বলবেন, তুমি কি অমুক অমুক পাপ চিনতে পারছ? তুমি কি অমুক অমুক পাপ চিনতে পারছ? তখন সে বলবে, হ্যাঁ, হে আমার প্রতিপালক! এমনকি যখন তাকে তার সমস্ত পাপ স্বীকার করিয়ে নিবেন এবং সেও নিজেকে মনে করবে সে ধ্বংস হয়ে গেছে। তখন আল্লাহ বলবেন, আমি দুনিয়ায় তোমার এসমস্ত পাপ গোপন করে রেখেছিলাম আর আজকে তা মার্জনা করে দিলাম। এরপর তাকে তার নেকী পূর্ণ আমলনামা দেওয়া হবে...'।[৫] হাদীছে বর্ণিত উক্ত ফযীলত সাধারণতঃ গুনাহ থেকে তওবাকারীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

(৫) কেউ মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলে সে প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির সংখ্যা পরিমাণ নেকী লাভ করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَن اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ، كَتَبَ اللهُ لَـهُ بِكُـلِّ مُـؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةً–

'যে ব্যক্তি প্রত্যেক মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে আল্লাহ তার জন্য প্রত্যেক মুমিন নর-নারীর বিনিময়ে নেকী লিখবেন।[৬]

৫. *ছহীহ বুখারী, হা/২২৬১।*

৬. *তাবারাণী প্রভৃতি, হাদীছ হাসান, দ্রঃ ছহীহুল জামে' হা/৬০২৬।*

(৬) তওবা ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ভালবাসা লাভ করা যায়। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালবাসেন' *(বাক্বারাহ ২২২)*।

গুনাহের প্রকারভেদ ও তার সংজ্ঞাঃ

গুনাহ বা পাপ দুই প্রকারঃ (১) ছগীরা বা ছোট পাপ এবং (২) কবীরা বা বড় পাপ।

কাবীরা গোনাহের সংজ্ঞা সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মাঝে কিছু মতভেদ থাকলেও ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর মতটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ। তিনি বলেন, ঐ সমস্ত গুনাহকে কবীরা গুনাহ বলে, যেগুলোর ক্ষেত্রে আল্লাহ জাহান্নাম, লা'নত (অভিসম্পাত), ক্রোধ, আযাব প্রভৃতির ভয়াবহ বাণী শুনিয়েছেন।[৭] ছগীরাহ গুনাহ হ'ল- যার ক্ষেত্রে দুনিয়ায় কোন নির্দিষ্ট শাস্তি বিধান নেই এবং জাহান্নাম, আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত ও ক্রোধের কোন শাস্তি শুনানো হয়নি।[৮]

ছোট বড় নির্বিশেষে সকল প্রকার গুনাহ থেকে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। যদিও ছোট গুনাহের অপেক্ষা বড় গুনাহ থেকে তওবা ও ইস্তিগফার করা আরো বেশী যরূরী। অনেকে ছোট গুনাহকে ছোট মনে করে তা থেকে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করার প্রয়োজন মনে করে না। অথচ এটা ভুল ধারণা। বরং ছোট গুনাহ থেকেও তওবা করা উচিত। ছহীহ হাদীছ মতে ছোট গুনাহ বার বার সংঘটিত হ'লে তা বড় গুনাহে পরিণত হয় এবং উহার সম্পাদনকারী ধ্বংস হ'তে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা তুচ্ছ গুনাহ সমূহ হ'তে সাবধান থেক!... নিশ্চয়ই তুচ্ছ গুনাহ সম্পাদনকারীকেও যদি পাকড়াও করা হয় তবে অবশ্যই উহা তাকে ধ্বংস করে দিবে'।[৯] তিনি আরো বলেন, 'তোমরা তুচ্ছ গুনাহ সমূহ হ'তে সাবধান থেক, কারণ এগুলো একজন মানুষের কাছে একত্রিত হয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে ধ্বংস করে ছাড়ে'।[১০]

তওবা কবুলের শর্তাবলীঃ

আল্লাহ তা'আলা যদিও ক্ষমাশীল, ক্ষমাপসন্দকারী, তওবা কবুলকারী তবুও এক্ষেত্রে কিছু শর্ত রয়েছে, যেগুলো বিদ্যমান থাকলে আল্লাহ তওবা কবুল করবেন, অন্যথা তওবা বিফলে যাবে। শর্তগুলো নিম্নরূপঃ

প্রথম শর্তঃ ইখলাছের সাথে তওবা করতে হবে। অর্থাৎ কেবল আল্লাহ্‌র ওয়াস্তেই তওবা করতে হবে। যদি কোন মানুষকে দেখানোর জন্য তওবা করে বা মানুষের চাপে পড়ে তওবা করা হয়, সে তওবা গৃহীত হবে না। আল্লাহ

৭. *তাফসীর ত্বাবারী ৪/৪৪; শায়খ বাশীর আহমাদ, তাফসীর ইবনে কাছীর, দ্রঃ বাখশিশ্কী রাহে (উর্দু), পৃঃ ২৩ প্রভৃতি।*

৮. *শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বাহাবিইয়াহ, পৃঃ ৩৭১ এর বরাতে বাখশিশ্কী রাহেঁ, পৃঃ ২৩।*

Contents

৯. আহমাদ, ত্বাবারাণী, বায়হাক্বী, 'শু'আবুল ঈমান' হাদীছ ছহীহ, ছহীহুল জামে' হা/২৬৮৬।
১০. ছহীহুল জামে' হা/২৬৮৭।

বলেন,

وَمَا أُمِرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوْا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ–

'তারা তো আল্লাহ্র আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্তে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছে' *(বায়্যিনাহ ৫)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, –وَاعْبُدُوْا للهَ وَلاَتُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا 'তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর, তাঁর সাথে কোন বস্তুকে শরীক কর না' *(নিসা ৩৬)*।

যেহেতু তওবা একটি ইবাদত সেহেতু তা কেবল আল্লাহ্র জন্যই হ'তে হবে। অন্য কারো জন্য হ'লে তাতে শিরক থাকায় তা বাতিল বলে গণ্য হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ اللهَ لاَيَقْبُلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَاكَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتَغَى بِهِ وَجْهَهُ–

'নিশ্চয়ই আল্লাহ কেবল ঐ আমলটিই গ্রহণ করেন যা তার জন্য খাঁটিভাবে সম্পাদন করা হয় এবং তা দ্বারা শুধুমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টি কামনা করা হয়'।[১১]

দ্বিতীয় শর্তঃ পাপের স্বীকারোক্তি দেওয়া। যেমন হাদীছে এসেছে,

عن عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ الْعَبْدِ إِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ–

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন কোন বান্দা নিজ পাপ স্বীকার করতঃ তওবা করে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন'।[১২]

তৃতীয় শর্তঃ কৃত পাপের জন্য লজ্জিত হওয়া। অর্থাৎ সে কামনা করবে যে, যদি তার দ্বারা এই পাপ সংঘটিত না হ'ত তাহ'লে কতইনা ভাল হ'ত! রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কৃত পাপের জন্য লজ্জিত হওয়াও এক প্রকার তওবা'।[১৩]

চতুর্থ শর্তঃ যে পাপের জন্য তওবা করবে সেই পাপ থেকে তাৎক্ষণিক বিরত থাকতে হবে। এখানে লক্ষণীয় হ'ল- পাপ যদি আল্লাহ্র হক্ব লংঘনের মাধ্যমে হয়ে থাকে তবে আগে তাঁর হক্ব আদায় করতে হবে। যেমন- যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পরেও যাকাত আদায় করেনি; এমন ব্যক্তি যদি যাকাত আদায় না করেই এই পাপ থেকে তওবা করে, তবে এই তওবার কোন মূল্য নেই। অনুরূপভাবে সূদী কারবারে জড়িত থেকেই যদি কেউ সূদের পাপ থেকে তওবা করে তবে তারও তওবা গৃহীত হবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত পাপ পরিত্যাগ না করবে। মূলকথা হ'ল সংশ্লিষ্ট পাপে জড়িত থেকেই তা থেকে তওবা করা আল্লাহ্র সাথে ঠাট্টা করার নামান্তর।

১১. নাসাঈ, ছহীহ আত-তারগীব, হা/৬।
১২. বুখারী, হা/৪১৪১; মুসলিম হা/২৭৭০।
১৩. আহমাদ, ইবনু মাজাহ, হাকেম, হাদীছ ছহীহ, দ্রঃ ছহীহুল জামে' হা/৬৮০২।

দ্বিতীয়তঃ সে পাপ যদি কারো হক্ব বিনষ্ট করার মাধ্যমে হয়ে থাকে তাহ'লে উক্ত হক্ব তার নিকট পৌঁছে দিতে হবে এবং তারপর তওবা করবে। যেমন কেউ যদি কারো জমি জোরপূর্বক দখল করে নিয়ে থাকে আর তার জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয় এবং তওবা করে তাহ'লে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন না, যতক্ষণ না সে ঐ ব্যক্তির হক্ব ফেরত দিবে। অনুরূপ কারো টাকা যুলুম করে নিয়ে থাকলে তাকে সে টাকা ফেরত দিবে। তারপর তওবা করবে। অন্যথা তার তওবা কবুল করা হবে না।

উল্লেখ্য যে, যদি আসল মালিকের মৃত্যু হয়ে থাকে, তাহ'লে তার ওয়ারিছদের নিকটে সে হক্ব হস্তান্তর করবে। অবশ্য যদি ঐ মালিক তার নিকট অপরিচিত হয় এবং তার খোঁজ নেওয়ার পরও যদি না পাওয়া যায় তবে তার সেই প্রাপ্য বায়তুলমাল বা গরীব-মিসকীনকে ঐ ব্যক্তির পক্ষ থেকে দান করে দিবে। কাউকে তার সম্মুখে গালি দেওয়া বা গীবত করার মাধ্যমে পাপ হয়, তাহ'লে তার নিকট যেয়ে ক্ষমা চাইতে হবে। কিন্তু সে যদি এ সম্পর্কে না জানে তবে তার নিকট যাওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং তার জন্য দো'আ, ইস্তিগফার করবে এবং তার কুৎসা রটনার পরিবর্তে তার প্রশংসা করবে, তবেই আল্লাহ তার তওবা গ্রহণ করবেন।

পঞ্চম শর্তঃ কৃত পাপের দিকে পুনরায় ফিরে না যাওয়ার জন্য দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা। অর্থাৎ তওবাকারীকে আল্লাহ্র কাছে এ মর্মে দৃঢ় পতিজ্ঞাবদ্ধ হ'তে হবে যে, সে আর কখনো উক্ত পাপ করবে না। অবশ্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার দ্বারা উক্ত পাপের পুনরাবৃত্তি হ'লে এবং আবারো দৃঢ়তার সাথে তওবা করলে মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন।[১৪]

ষষ্ঠ শর্তঃ তওবা কবুলের সময় শেষ হওয়ার পূর্বেই তওবা করা। তওবা কবুল না হওয়ার দু'টি সময় রয়েছেঃ (১) একটি খাছ সময়, যা সকলের সাথে সংশ্লিষ্ট (২) আম সময়, যা সবার জন্য ব্যাপক।

খাছ সময় হ'ল- মৃত্যুর ঘন্টা বেজে উঠা বা মৃত্যুর ফেরেশতাকে প্রত্যক্ষ করা। এ সময় কারো তওবা গৃহীত হয় না। এ ধরনের তওবাই করেছিল ফির'আউন। কিন্তু তা তার উপকারে আসেনি। আল্লাহ বলেন, 'আমি বণী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করে দিলাম। তারপর ফির'আউন এবং তার সেনাবাহিনী শত্রুতা ও বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে তাদের পশ্চাদগমন করল। এমনকি সে যখন (স্বদলবলে) ডুবতে আরম্ভ করল, তখন সে বললঃ আমি ঈমান আনয়ন করলাম এই মর্মে যে, প্রকৃত মা'বূদ নেই তিনি ব্যতীত যার প্রতি বণী ইসরাঈলগণ ঈমান পোষণ করেছে। আর আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। (আল্লাহ বললেন) এখন?

অথচ ইতিপূর্বে তুমি ছিলে অবাধ্য এবং অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত *(ইউনুস ৯০-৯১)*।

১৪. *মুসলিম হা/৪৯৫৩।*

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ যখন ফির'আউনকে ডুবিয়ে মারছিলেন তখন সে বলছিল, আমি ঈমান আনলাম এই মর্মে যে, তিনি (আল্লাহ ব্যতীত) আর কোন প্রকৃত উপাস্য নেই, যার উপর বণী ইসরাঈল ঈমান এনেছে'।[১৫]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ عَنْ قَرِيْتٍ فَأُولَئِكَ يَتُوْبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا- وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّآتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّىْ تُبْتُ الْئٰنَ،

'আল্লাহ তাদের তওবা অবশ্যই কবুল করে থাকেন, যারা অজ্ঞাতসারে অন্যায় করে বসে তারপর অনতিবিলম্বে তওবা করে ফেলে। আল্লাহ এই জাতীয় লোকদেরই তওবা কবুল করে থাকেন আল্লাহ সম্যক জ্ঞানী, মহাপ্রজ্ঞাশীল। আর যারা অবিরত পাপাচারে লিপ্ত থাকে তাদের তওবা গ্রহণযোগ্য নয়। অবশেষে যখন তাদের কারো নিকট মৃত্য সমাগত হয় তখন বলে, এখন আমি তওবা করছিলাম *(নিসা ১৭-১৮)*। ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ يَقْبُلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ 'আল্লাহ তার বান্দার তওবা ততক্ষণ গ্রহণ করে থাকেন যতক্ষণ তার মৃত্যু কণ্ঠনালীতে না আসে'।[১৬]

তওবা বন্ধ হওয়ার দ্বিতীয় মুহূর্ত হ'ল- পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া। এ সময় তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

يَوْمَ يَأتِىْ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لاَيَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِىْ إِيْمَانِهَا خَيْرًا-

'যেদিন আপনার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন সমাগত হবে সেদিন এমন কোন ব্যক্তির বিশ্বাস স্থাপন করা তার জন্য ফলপ্রসূ হবে না, যে ব্যক্তি পূর্ব থেকে বিশ্বাস স্থাপন করেনি কিংবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী সৎকর্ম করেনি' *(আন'আম ১৫৮)*।

অত্র আয়াতে বর্ণিত নিদর্শন বলতে সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়া উদ্দেশ্য। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ক্বিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত না হবে। যখন মানুষ তা অবলোকন করবে তখন পৃথিবীর সমস্ত মানুষ ঈমান আনবে। ইহাই ঐ মুহূর্তটি যে সময় কোন ব্যক্তির বিশ্বাস স্থাপন করা তার জন্য ফলপ্রসূ

১৫. *তিরমিযী হা/৩১০৭ হাদীছ ছহীহ।*
১৬. *ছহীহ তিরমিযী হা/২৮০২; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৪২৫৩।*

হবে না, যে ব্যক্তি পূর্ব থেকে বিশ্বাস স্থাপন করেনি'।[১৭]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তওবা কবুল হ'তেই থাকবে যতক্ষণ সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত না হবে। যখন তা পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে, তখন প্রত্যেকটি অন্তরে আগের আমল সহ মোহর মেরে দেওয়া হবে এবং মানুষের জন্য আমল যথেষ্ট হয়ে যাবে' অর্থাৎ আর নতুন কোন আমল গৃহীত হবে না।[১৮]

অতএব মৃত্যুর ঘন্টা বাজার পূর্বেই তওবা করতে হবে। যারা বৃদ্ধ হওয়ার পর তওবা করে সাধু সাজার স্বপ্ন দেখে তাদের মনে রাখা উচিত, মৃত্যু আসার জন্য নির্দিষ্ট কোন সময় নেই। মৃত্যু বালক, যুবক কিছুই বুঝে না। যখন যার সময় হবে তখন তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে। এমন যুবকের সংখ্যা অনেক, যারা ভেবেছিল বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হ'লে তওবা ও ইস্তিগফার করে ভাল হয়ে যাবে; কিন্তু তাদের সে রঙিন স্বপ্ন বাস্তাবায়িত হওয়ার পূর্বেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। তাদের কেউ হঠাৎ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে, কেউ হার্ট এটাক করে মারা গেছে, কেউ এক্সিডেন্ট করে মারা গেছে, কেউ বিদেশে এসে কর্মরত অবস্থায় মারা গেছে। কাজেই হে যুবক! তুমি যে তাদের মত দুনিয়া থেকে বিদায় নিবে না তার কি কোন নিশ্চয়তা আছে?

এছাড়া যারা বৃদ্ধ বয়সে ভাল হওয়ার দোহাই দিয়ে যৌবন কালে পাপসাগরে রাত-দিন হাবুডুবু খায়, তাদের ভাগ্যে সাধারণতঃ তওবা করে ভাল হওয়ার সুযোগ হয় না। কাজেই সাবধান! সময় থাকতেই সংশোধন হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন। সকল প্রকার পাপকর্ম পরিত্যাগ করে সৎ পথে ফিরে আসুন এবং যাবতীয় পাপের জন্য অনুতপ্ত হৌন।

ছালাতুত তওবা ঃ

তওবাকারী তওবা করার পূর্বে ভালভাবে ওযূ করতঃ দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে পারে।[১৯] দু'রাক'আত ছালাত আদায় করার পর আল্লাহ্র নিকট নিজ কৃত পাপের জন্য তওবা করবে ও ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

তওবা ও ইস্তিগফারের প্রধান দো'আঃ

اللَهُمَّ أَنْتَ رَبِّى لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ خَلَقْتَنِى وَأَنَّا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُبَكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَأَبُوءُ لَكَ بَذَنْبِى فَاغْفِرْلِى فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ-

Contents

১৭. *বুখারী, আহমাদ, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, দ্রঃ ছহীহুল জামে' হা/৭৪১২।*
১৮. *মুসনাদে আহমাদ, হাফেয ইবনু কাছীর এর সনদকে হাসান বলেছেন। দ্রঃ তাফসীর ইবনু কাছীর ২/২৬২।*
১৯. *তিরমিযী, ছহীহুল জামে' হা/৫৭৩৮ প্রভৃতি।*

উচ্চারণঃ 'আল্লাহুম্মা আন্‌তা রাব্বী, লা-ইলা-হা ইল্লা আন্‌তা খালাক্বতানী ওয়া আনা 'আব্দুকা ওয়া আনা 'আলা 'আহদিকা, ওয়া ওয়া'দিকা মাস্তাতা'তু, আঊযুবিকা মিন শার্রি মা ছানা'তু, আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়া, ওয়া আবূউ লাকা বিযাম্বী, ফাগ্‌ফিরলী, ফাইন্নাহু লা-ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্তা'।

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আপনিই আমার প্রতিপালক, আপনি ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই, আপনিই আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি আপনার একজন বান্দাহ। আমি যথাসাধ্য আপনার চুক্তি ও অঙ্গীকারের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছি। আমি আপনার নিকট আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট হ'তে পানাহ চাচ্ছি। আমি আমার উপর প্রদত্ত আপনার নে'মতের স্বীকারোক্তি করছি, আপনার নিকট আমার গুনাহের কথা স্বীকার করছি। অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। কেননা আপনি ছাড়া আর কেউই গুনাহ ক্ষমা করতে পারে না'।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি উক্ত দো'আ দিনের বেলায় দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলবে অতঃপর ঐ দিন সন্ধ্যার পূর্বে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি তা দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে রাতের বেলায় বলবে, অতঃপর সকাল হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করবে, সেও জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে'।[২০] অন্য আরেকটি দো'আ হ'ল-

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ–

উচ্চারণঃ 'আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাযী লা-ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূমু ওয়া আতূবু ইলায়হি'।

অর্থঃ আমি ঐ মহান আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও তওবা করছি যিনি চিরস্থায়ী এবং চিরঞ্জীব, যিনি ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই।[২১]

আল্লাহ আমাদের সকলকে খাঁটিভাবে তওবা ও ইস্তিগফার করার তাওফীক্ব দিন! যাবতীয় গুনাহ মার্জনা করুন এবং সঠিক পথে পরিচালিত করুন -আমীন!!

---

২০. *বুখারী 'দো'আ' অধ্যায়, হা/৫৮৩১, ৫৮৪৮।*
২১. *তিরমিযী হা/৩৫১০; ছহীহ তিরমিযী ৩/১৮২; আবুদাঊদ হা/১২৯৬।*

ধৈর্যশীল হওয়ার আহ্বান

*রফীক আহমদ**

নশ্বর এই পৃথিবীর সাময়িক অধিকারী হ'ল মানবজাতি। একদিকে মহাসৌভাগ্যবান ও অপরদিকে মহাদুর্ভাগ্যবান মানবজাতি তার একমাত্র স্রষ্টা মহাজ্ঞানী আল্লাহ্র নিকট হ'তে প্রচুর জ্ঞান-বুদ্ধি নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করে। এসব জ্ঞান-বুদ্ধির মধ্যে ধৈর্য বা সংযম অন্যতম। এ জগত ও পরজগতে ধৈর্যের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আহার, নিদ্রা, কথাবার্তা, ইবাদত-বন্দেগী, আচার-আচরণ ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে ধৈর্যশীলগণই সফল বা সার্থক।

সত্য ধর্ম ইসলামকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত শীর্ষ মহিমায় অধিষ্ঠিত রাখতেই মহাপবিত্র কুরআন মজীদ অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ তা'আলা ধৈর্য ও সহিষ্ণুতাকে অপরিহার্য ঘোষণা করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ يَاعِبَادِ الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوْا فِيْ هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِحِسَابٍ–

'বলুন, হে আমার বিশ্বাসী বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। যারা এ দুনিয়াতে সৎকাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে পুণ্য। আল্লাহ্র পৃথিবী প্রশস্ত। যারা ধৈর্যশীল, তারাই তাদের পুরস্কার পায় অগণিত' *(যুমার ১০)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ–

'হে ঈমানদারগণ! ধৈর্যধারণ কর এবং ধৈর্যের মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হ'তে পার' *(আলে ইমরান ২০০)*। ধৈর্যের তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَأَطِيْعُوا اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَلاَتَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ–

'আর আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মান্য কর এবং তাঁর রাসূলের। তাছাড়া তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হয়োও না। যদি তা কর, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। আর তোমরা ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন' *(আনফাল ৪৬)*।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِيْنَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِيْنَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِيْنَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِيْنَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِيْنَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِيْنَ اللهَ كَثِيْرًا وَّالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّأَجْرًا عَظِيْمًا–

'নিশ্চয়ই মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ, ধৈর্যশীলা নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, ছিয়াম পালনকারী পুরুষ, ছিয়াম পালনকারিণী নারী, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারিণী নারী, আল্লাহ্র অধিক যিকিরকারী পুরুষ ও যিকিরকারিণী নারী- তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহা পুরস্কার' *(আহযাব ৩৫)*।

মূলতঃ ধৈর্য একটি ব্যাপক ভালবাসা, সাহায্যকারী ও গুণসম্পন্ন শক্তি বা উপাদান। এটা মানব জীবনের যে কোন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত হ'তে পারে। এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয়, আল্লাহ্র পসন্দের বিষয় সমূহের প্রতি ধৈর্যশীল হওয়া। কিন্তু জগতে যারা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসী তারা আল্লাহ্র আদেশ নিষেধের প্রতিও ধৈর্যধারণ করে। অপরপক্ষে যারা অবিশ্বাসী তারা আল্লাহ্র আদেশ নিষেধের বিপরীত কাজে ধৈর্যধারণ করে। উপরের আয়াতগুলোতে বিশ্বাসী বান্দাগণকে আল্লাহ্র ভয়ে ভীত হয়ে সৎকাজে ধৈর্যশীল থেকে পরকালের পুরস্কার লাভের আহ্বান জানানো হয়েছে। অতঃপর ধৈর্যের প্রতিযোগিতায় দৃঢ়তা অবলম্বনের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্র আদেশ ও মহানবী (ছাঃ)-এর আদর্শ অনুযায়ী জীবন-যাপন করে ধৈর্যশীল থেকে পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত না হওয়ার আদেশও এসেছে পবিত্র কুরআনে। আর আল্লাহ এরূপ ধৈর্যশীল বান্দাদের সঙ্গেই থাকেন।

পবিত্র কুরআনে মুসলমান, ঈমানদার, ধৈর্যশীল, ছিয়াম পালনকারী পুরুষ ও নারীগণের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের ঘোষণাও রয়েছে। কারণ ধৈর্য এমন একটি গুণ বা শক্তি, যা মানবাত্মার অন্তর্জগতে উৎপাদিত পবিত্র চিন্তাধারাকে সর্বোত্তম ও সর্বাধিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস চালায়। ধৈর্যের সম্মান ও মর্যাদাকে চির উন্নত রাখার সুস্পষ্ট দলীল হিসাবে মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব (ছাঃ)-কে বলেন,

** অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, কৃষ্ণচাঁদপুর, বিরামপুর, দিনাজপুর।*

Contents

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيْلاً– فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُوْرًا–

'আমি আপনার প্রতি পর্যায়ক্রমে কুরআন নাযিল করেছি। অতএব আপনি আপনার পালনকর্তার আদেশের জন্য ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করুন এবং তাদের মধ্যকার কোন পাপিষ্ঠ ও কাফেরের আনুগত্য করবেন না' *(দাহার ২৩-২৪)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ–

'অতএব তারা যা কিছু বলে, তজ্জন্যে আপনি ছবর করুন এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে আপনার পালনকর্তার প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণা করুন' *(ক্বাফ ৩৯)*।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَّلاَ يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لاَ يُوْقِنُوْنَ–

'অতএব আপনি ছবর করুন। আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য। যারা বিশ্বাসী নয়, তারা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে' *(রূম ৬০)*।

মহান আল্লাহ আরও বলেন,

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَّاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ–

'অতএব আপনি ছবর করুন! নিশ্চয়ই আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য। আপনি আপনার গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং সকাল-সন্ধ্যায় আপনার পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করুন' *(মুমিন ৫৫)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ–

'অতএব আপনি ধৈর্যধারণ করুন! নিশ্চয়ই আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য। অতঃপর আমি কাফেরদেরকে যে শাস্তির ওয়াদা দেই, তার কিয়দাংশ যদি আপনাকে দেখিয়ে দেই অথবা আপনার প্রাণ হরণ করে নেই, সর্বাবস্থায় তারা তো আমারই কাছে ফিরে আসবে' *(মুমিন ৭৭)*।

জগতে ধৈর্য এক অগ্নিপরীক্ষা স্বরূপ। সাধারণ মানুষ যখন কোন শত্রু বা প্রতিপক্ষ অত্যাচারীর কবলে পতিত হয়, তখন তাকে অনেক কষ্ট করেও ধৈর্যধারণ করতে হয়, নইলে তার ভাগ্যে আরও দুর্ভোগ নেমে আসে। যারা সহ্য বা ধৈর্য ধারণে অভ্যস্ত নয় বা রাযী হয় না, তারা প্রতিপক্ষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয় এবং প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তায় ব্যাপৃত হয়। তারা যতই বিরাট শক্তিশালী ও প্রভাবশালী হোক না কেন, প্রায় ক্ষেত্রেই প্রতিপক্ষের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না এবং প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তা তাদের জন্য একটি আলাদা আযাবে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে যারা ধৈর্যধারণ পূর্বক আল্লাহ তা'আলার দিকে মনোনিবেশ করে মনে মনে ধ্যান-ধারণা করে যে, এজগতে আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত কেউ কারো কোন ক্ষতি অথবা অনিষ্ট সাধন করতে পারে না, তারা আল্লাহ্র আশ্রয় লাভ করে। অতঃপর কোন কারণে ক্ষয়ক্ষতির শিকার হ'লেও এটাকে তারা তাক্বদীরের লিখন বলে মেনে নেয়।

উপরের আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা মহানবী (ছাঃ)-কে বার বার ধৈর্যধারণের নির্দেশ দিয়েছেন। যারা কারণে অকারণে একে অন্যের সাথে কলহে লিপ্ত থাকে, মিথ্যা, প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা করে সমাজে অশান্তি ও অরাজকতা বলবৎ রাখতে বদ্ধ পরিকর থাকে, আল্লাহ তাদের উপযুক্ত শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন। অপরদিকে যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্যধারণে প্রবৃত্ত হয়, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মহাপুরস্কারের ওয়াদা করেছেন। অতঃপর আল্লাহ্র স্মরণে ধৈর্যধারণ করে সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর ইবাদতে মশগূল থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তাছাড়া মহান আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ধৈর্যের উপর অটল থাকার উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদান করেছেন। আর অসহিষ্ণুতার জন্য শাস্তির বিধান অবতীর্ণ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

أُلَئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلَلَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ–

'এরাই হ'ল সে সমস্ত লোক, যারা হেদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী খরিদ করেছে এবং (খরিদ করেছে) ক্ষমা ও অনুগ্রহের বিনিময়ে আযাব। অতএব তারা জাহান্নামের উপর কেমন ধৈর্যধারণকারী' *(বাক্বারাহ ১৭৫)*।

আল্লাহ আরো বলেন,

وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ– إِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ– وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ–

'নিশ্চয়ই যে অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে, তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। অভিযোগ কেবল তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের উপর অত্যাচার চালায় এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। তাদের জন্য

রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। অবশ্যই যে ধৈর্যধারণ করে ও ক্ষমা করে, নিশ্চয়ই এটা সাহসিকতার কাজ' *(শূরা ৪১-৪৩)*।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُوْرٌ- وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ السَّيِّآتُ عَنِّيْ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُوْرٌ- إِلاَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّأَجْرٌكَبِيْرٌ-

'আর অবশ্যই যদি আমি মানুষকে আমার রহমতের স্বাদ গ্রহণ করতে দেই, অতঃপর তা তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেই, তাহ'লে সে হতাশ ও কৃতঘ্ন হয়। আর যদি তার উপর আপতিত দুঃখ-কষ্টের পরে তাকে সুখভোগ করতে দেই, তবে সে বলতে থাকে যে, আমার অমঙ্গল দূর হয়ে গেছে, আর সে আনন্দে আত্মহারা হয়, অহংকারে উদ্ধত হয়ে পড়ে। তবে যারা ধৈর্যধারণ করেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান রয়েছে' *(হূদ ৯-১১)*।

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে ধৈর্যের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমেই উল্লেখ করেছি, ধৈর্য ইহজগতে অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় পরিবেশেই কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। যদিও অবিশ্বাসীরা কস্মিনকালেও আল্লাহ প্রদত্ত বিধান পালনে ধৈর্যধারণ করার চেষ্টা করে না। বরং পার্থিব জগতের ভোগ বিলাসে মত্ত হয়। ফলে পরকালে তাদেরকে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকতে হবে। তাছাড়া মানবজীবনের উত্থান পতনেও ধৈর্যশীল ও ধৈর্যহারা অহংকারীর পরিচয় ফুটে উঠেছে আলোচ্য আয়াত সমূহে। অথচ আল্লাহ সমগ্র মানব জাতির জন্যই তাঁর অকৃত্রিম ও অলৌকিক নিদর্শন সমূহ পবিত্র কুরআনে অবতীর্ণ করেছেন।

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সর্বত্র সার্বক্ষণিকভাবেই মহান স্রষ্টার মহাজ্ঞান ও মহা ক্ষমতার উপস্থিতি বিদ্যমান। এগুলোর অভ্যন্তরে ও বাহিরে অসংখ্য জ্ঞান অর্জনযোগ্য উদাহরণ রয়েছে। ধৈর্যসহকারে সেগুলো অবলোকন করতে হবে। এখানে উদাহরণ স্বরূপ কতিপয় আয়াত উপস্থাপন করা হ'ল। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ-

'বস্তুতঃ যারা ভরসা করে আল্লাহ্‌র উপর, সে নিশ্চিন্ত। কেননা আল্লাহ অতি পরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞ' *(আনফাল ৪৯)*।

অন্যত্র তিনি বলেন,

وَاللهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا-

'তোমাদের অন্তরে যা আছে, আল্লাহ তা জানেন, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল' *(আহযাব ৫১)*।

বান্দাদের ধৈর্য বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ বলেন,

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ أيتِهِ إِنَّ فِيْ ذَالِكَ لَأيتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ-

'আপনি কি দেখেন না যে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে সমুদ্রে জাহাজ সমূহ চলাচল করে, যাতে তিনি বান্দাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করেন? নিশ্চয়ই এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শন রয়েছে' *(লোকমান ৩১)*।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

إِنْ يَّشَأْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِيْ ذَالِكَ لَأيتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ-

'তিনি ইচ্ছা করলে বাতাসকে থামিয়ে দেন। তখন জাহাজ সমূহ সমুদ্র পৃষ্ঠে নিশ্চল হয়ে পড়ে, যেন পাহাড়। নিশ্চয়ই এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে' *(শূরা ৩৩)*।

ভূপৃষ্ঠে সমুদ্রের অবস্থান বা সৃষ্টি প্রকৃতিগতভাবে এক অদ্ভুত ও অকল্পনীয় দৃশ্য। এর উপর মানুষের চলাচল সম্পূর্ণরূপে দয়াময় আল্লাহ্‌র ইচ্ছা, অনুগ্রহ ও ভালবাসার অকৃত্রিম প্রতিদান। চিন্তাশীল মানুষের জন্য এই অভিযান নিঃসন্দেহে মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের এক বলিষ্ঠ নিদর্শন। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَللهُ الَّذِيْ سَخَّرَلَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيْهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ- وَسَخَّرَلَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ إِنَّ فِيْ ذَالِكَ لَأيتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ-

'তিনি আল্লাহ, যিনি সমুদ্রকে তোমাদের উপকারার্থে আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর আদেশক্রমে তাতে জাহাজ চলাচল করে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ তালাশ কর ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। আর আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন তোমাদের, যা আছে নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে, তাঁর পক্ষ থেকে। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে' *(জাছিয়া ১২-১৩)*।

ইসলাম ও মুসলমানদের অবনতি প্রতিরোধ কল্পে আল্লাহ তা'আলা মানব স্বভাবে ধৈর্যের মত অসাধারণ শক্তির সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। অতঃপর বিশ্বজগতের অসংখ্য নে'মতকে মানুষের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। যেমন উপরের আয়াতে বিশাল সমুদ্রকে মানুষের অধীনস্থ করার কথা বলা হয়েছে। এর ফলে মানব সম্প্রদায় সমুদ্র হ'তে ব্যাপক উপকার লাভ করে চলেছে। এতদ্ব্যতীত নভোমণ্ডল ও

ভূমণ্ডলে যা কিছু রয়েছে, সবই মানুষের অধীনস্থ ও চলমান অভিযান সমূহ ও উল্লিখিত বক্তব্যের অবিচ্ছেদ্য। অনুরূপভাবে ভূগর্ভ হ'তে মহামূল্যবান সম্পদরাজি উত্তোলনও এক অতুলনীয় নিদর্শন। মোটকথা মহাবিশ্বে বিরাজমান নিয়মিত শৃংখলাই পরোক্ষভাবে ঐশী নিয়ম-পদ্ধতির নিদর্শন। এসব অলৌকিক চিত্তাকর্ষক নিদর্শন সমূহ ধৈর্য উৎপাদনে সহায়ক।

যেহেতু মুসলিম পার্থিব দায়িত্ব ও ধর্মপালনের ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণে আদিষ্ট। তাই উপরোক্ত আয়াতগুলোতে ধৈর্যের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবন-যাপনে ও ধর্মীয় কর্তব্য পালনে ধৈর্যের অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে।

আল্লাহ বলেন,

فَاذْكُرُوْنِىْ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِىْ وَلاَتَكْفُرُوْنِ- يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ أٰمَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ-

'সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ রাখবো এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, অকৃতজ্ঞ হয়ো না। হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন' *(বাক্বারাহ ১৫২-১৫৩)*।

আল্লাহ আরো বলেন,

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِيْنَ-

'ধৈর্যের সাথে ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। অবশ্য তা যথেষ্ট কঠিন। কিন্তু সে সমস্ত বিনয়ী লোকদের পক্ষেই তা সম্ভব' *(বাক্বারাহ ৪৫)*।

ধৈর্যের মূল্যায়ন ও বিনিময়ের সুসংবাদ দান করে আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِيْنَ صَبَرُوْا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَأَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَّعَلاَنِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُوْلٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ- جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَاءِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلاَئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ- سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ بِمَاصَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ-

'যারা স্বীয় পালনকর্তার জন্য ধৈর্যধারণ করে, ছালাত প্রতিষ্ঠা করে আর আমি তাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা মন্দের পরিবর্তে ভাল করে, তাদের জন্য রয়েছে পরকালের গৃহ। তা হচ্ছে বসবাসের বাগান। তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের সৎকর্মশীল বাপ-দাদা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানেরা। ফেরেশতারা তাদের কাছে আসবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে। বলবে, তোমাদের ধৈর্যের কারণে তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আর তোমাদের এ পরিণাম গৃহ কতইনা চমৎকার' *(রা'দ ২২-২৪)*।

ধৈর্যের প্রতি সর্বোচ্চ মনোযোগী ও যত্নশীল হওয়ার জন্য আল্লাহ বলেন,

الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصَّابِرِيْنَ عَلَى مَآ أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِى الصَّلٰوةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ-

'যাদের অন্তর আল্লাহ্র নাম স্মরণ করা হ'লে ভীত হয় এবং যারা তাদের বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করে এবং যারা ছালাত কায়েম করে ও আমি যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে' *(হজ্জ ৩৫)*।

ইসলাম ধর্মকে যথাযথভাবে অনুধাবনে ধৈর্য মূলতঃ এক মহামূল্যবান উপাদান বা শক্তি। এটা যে কোন বান্দাকে ইসলাম সম্পর্কে জানতে সহায়তা করতে পারে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন শুধু অকৃত্রিম অধ্যবসায়। এজন্য জীবনের সকল স্তরে ধৈর্যধারণের কথা বলা হয়েছে। মুমিন জীবনের শ্রেষ্ঠ ইবাদত ছালাত আদায়কালে ধৈর্য অবলম্বনের আদেশ দেয়া হয়েছে। আর ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে। কেননা ছালাতের সাথে ধৈর্য সম্পর্কযুক্ত। ধৈর্যকে বাদ দিলে ছালাত মূল্যহীন।

তাছাড়া জগতেও একমাত্র ধৈর্যধারণই সকল বৈজ্ঞানিক, ভৌগলিক, ঐতিহাসিক, শিল্পকলা, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক ইত্যাদি বিষয়ের উন্নতির মূল উৎস। এসব বিষয়ের সঠিক তথ্যানুসন্ধান জ্ঞানী মহলের কর্তব্য হিসাবে পরিগণিত। বিশ্বজগত সৃষ্টির ইতিহাসে ও প্রাগৈতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনেও ধৈর্য সম্পর্কে অনেক ঘটনা জানা যায়। এখানে কয়েকটি শিক্ষণীয় ও অনুকরণীয় ঘটনা উল্লেখ করা হ'ল-

মূসা (আঃ)-এর নাম সর্বজনবিদিত। তাঁর জীবনের অনেক ঘটনা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। বিধৃত হয়েছে তাঁর অসাধারণ ধৈর্যের কথা। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য নবী-রাসূলগণের ধৈর্যের প্রভূত কাহিনীও রয়েছে পবিত্র কুরআনে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوْسَى بِأٰيٰتِنَآ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ وَذَكِّرْهُمْ بِاَيَّامِ اللهِ إِنَّ فِىْ ذَالِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍشَكُوْرٍ-

'আমি মূসাকে নিদর্শনাবলীসহ প্রেরণ করেছিলাম যে, স্বজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আনয়ন এবং তাদেরকে আল্লাহ্র দিন সমূহ স্মরণ করান। নিশ্চয়ই এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নির্দশনাবলী রয়েছে' *(ইবরাহীম ৫)*।

আইয়ুব (আঃ) একবার ভীষণ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। আল্লাহ প্রদত্ত এ পরীক্ষায় তিনি অসাধারণ ধৈর্যের পরিচয়

Contents

দেন। এ সময়ে শয়তান একদিন আইয়ুব (আঃ)-এর পত্নীকে প্ররোচনা দিয়ে কিছু শরী'আত বিরোধী কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। ঘটনা জেনে আইয়ুব (আঃ) অত্যন্ত দুঃখিত ও রাগান্বিত হন এবং স্ত্রীকে একশত বেত্রাঘাত করার প্রতিজ্ঞা করেন। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা আইয়ুব (আঃ)-কে যে নির্দেশ জারি করেন, তা পবিত্র কুরআনে এভাবে বিধৃত হয়েছে-

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِه وَلاَ تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا، نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ–

'তুমি তোমার হাতে এক মুঠো তৃণশলা নাও, তদ্বারা আঘাত কর এবং শপথ ভঙ্গ করো না। আমি তাকে পেলাম ধৈর্যধারণকারী। চমৎকার বান্দা সে। নিশ্চয়ই সে ছিল প্রত্যাবর্তনশীল' *(ছোয়াদ ৪৪)*।

আইয়ুব (আঃ)-এর মত অন্যান্য নবী-রাসূলগণকেও ধৈর্যশীল বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন,

وَإِسْمَعِيْلَ وَإِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِيْنَ– وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِيْ رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّالِحِيْنَ–

'ইসমাঈল, ইদরীস ও যুলকিফলের কথা স্মরণ করুন, তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন ধৈর্যশীল। আমি তাঁদেরকে আমার রহমত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। তাঁরা ছিলেন সৎকর্মপরায়ণ' *(আম্বিয়া ৮৫-৮৬)*।

প্রকৃতপক্ষে মানব জাতির পথপ্রদর্শক রূপে যুগে যুগে আগত নবী-রাসূলগণ ধৈর্যের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। রেখে গেছেন অনুপম আদর্শ। তাঁদের আদর্শ গ্রহণ করাই আমাদের জীবনের ব্রত হওয়া উচিত। তাই পবিত্র কুরআনে বর্ণিত পয়গম্বরগণের সুশিক্ষা ও উপদেশমালাকে সর্বান্তকরণে গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে। জীবনের সকল স্তরে সৎকর্ম সম্পাদনে ধৈর্যের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। একমাত্র ধৈর্যের মহান আদর্শ হ'তেই মূসা, আইয়ুব, ইসমাঈল (আঃ) প্রমুখ পয়গম্বরগণ ইসলামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

ধৈর্য অবলম্বনে যাঁরা সামান্যতম ভুল-ত্রুটি করেছেন, মানব জাতির শিক্ষা লাভের জন্য তাদের বর্ণনাও রয়েছে পবিত্র কুরআনে। তাঁদের মধ্যে ইউনুস (আঃ)-এর কাহিনী অন্যতম। আল্লাহ তা'আলা ইউনুস (আঃ)-কে মুসেল নামক একটি দেশের অধিবাসীদের হেদায়াতের জন্য প্রেরণ করেন। তিনি তাদেরকে ঈমান ও সৎকর্মের দাওয়াত দেন, তারা তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে। ইউনুস (আঃ) তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। অতঃপর অধৈর্য হয়ে ঐ জনপদ ত্যাগ করেন এবং বিপদে পতিত হয়ে চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হন। পরবর্তীতে আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও রহমত লাভ করেন। বিষয়টি উম্মতে মুহাম্মাদীর কল্যাণে বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَتَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ إِذْنَادَى وَهُوَمَكْظُوْمٌ–

'আপনি আপনার পালনকর্তার আদেশের অপেক্ষায় ধৈর্যধারণ করুন এবং মাছওয়ালা ইউনুসের মত হবেন না, যখন সে দুঃখাকুল মনে প্রার্থনা করেছিল' *(কলম ৪৮)*।

আলোচ্য আয়াতে মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে ধৈর্যধারণের আহ্বান জানানো হয়েছে। ধৈর্য মানবাত্মার সকল উন্নয়নের চাবি-কাঠি। তাই ধৈর্য অবলম্বনে সচেষ্ট হওয়া সকলের জন্য অত্যাবশ্যক।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ– الَّذِيْنَ إِذَآ أَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْآ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ– أُلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ–

'আমি অবশ্যই তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি এবং ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দিন ধৈর্যধারণকারীদের। যখন তারা বিপদে পতিত হয় তখন বলে, নিশ্চয়ই আমরা সবাই আল্লাহ্র জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাব। তারা সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হেদায়াতপ্রাপ্ত' *(বাক্বারাহ ১৫৫-১৫৭)*।

ধৈর্যশীলদের ধৈর্যের যে প্রতিদান দেওয়া হবে সে সম্পর্কেও আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أُوْلَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلَامًا–

'তাদেরকে তাদের ধৈর্যের কারণে প্রতিদান স্বরূপ জান্নাতে কক্ষ দেয়া হবে এবং তাদেরকে তথায় দো'আ ও সালাম সহকারে অভ্যর্থনা করা হবে' *(ফুরক্বান ৭৫)*।

আল্লাহ তা'আলা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জীবনের মত দৃশ্য ও অদৃশ্য ক্ষতি সাধন দ্বারা বান্দাকে পরীক্ষা করার সংবাদ প্রেরণ করেছেন এবং তাতে ধৈর্যশীলদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ ঘোষণা করেছেন।

আমাদের সর্বদাই মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনে ধৈর্যশীল হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। মহান আল্লাহ আমাদের জীবনের সকল ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণার অবসান ঘটিয়ে ধৈর্যের সাথে সঠিক পথে চলার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!!

Contents

শহীদ সাদ্দাম জীবিত সাদ্দামের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী

মুনশী আবদুল মান্নান

২০০৩ সালের ২০ মার্চ মার্কিন নেতৃত্বাধীন বাহিনী ইরাক আক্রমণ করে। ঐ দিন প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন বলেন, 'অপরাধী লিটল বুশ মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করল'। ইরাকের অবিসংবাদী নেতা, আরব ঐক্যের প্রতীক, বীর সেনানী সাদ্দাম হোসেন কি সেদিন বিন্দুমাত্র অনুধাবন করতে পেরেছিলেন 'অপরাধী লিটল বুশে'র ব্যবস্থাপনায় 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরার্ধের অভিযোগ আনা হবে তারই বিরুদ্ধে এবং এক বিচার-প্রহসনের মাধ্যমে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে তাকে হত্যা করা হবে? সম্ভবত এরূপ ধারণা সেদিন তার কল্পনাতেও আসেনি। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস এই যে, মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে সাদ্দাম হোসেনকে মর্মান্তিকভাবে প্রাণ দিতে হ'ল।

মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ যদি কেউ করে থাকেন, তবে তিনি হ'লেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ। তারই পরিচালিত নব্য ক্রুসেডের শিকার হয়েছে ইরাক। মিথ্যা ও কল্পিত অভিযোগ তুলে মার্কিন নেতৃত্বাধীন বাহিনী স্বাধীন-সার্বভৌম ইরাক কেবল দখলই করেনি, অসংখ্য নিরীহ, নিরপরাধ ইরাকীকে হত্যা করেছে, সম্পদ লুট করেছে, ঐতিহাসিক নিদর্শন ও প্রত্নসম্পদ ধ্বংস করেছে এবং বিশ্ব ঐতিহ্য হিসাবে পরিগণিত ইরাককে ছারখার করে দিয়েছে। মানবতা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এর চেয়ে বড় অপরাধ আর কিছু হ'তে পারে না। অথচ অবস্থা বৈগুণ্যে আজ 'চোর সাধু এবং সাধু চোর বটে'। মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটনের একশ' একটা অভিযোগ আনা যাবে বুশ ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের বিরুদ্ধে এবং প্রতিটি অভিযোগই প্রমাণ করা যাবে। সেক্ষেত্রে আইনের শাসন মতে, তাদেরই ফাঁসিতে ঝোলানোর কথা। কিন্তু ফাঁসিতে প্রাণ দিতে হ'ল তাকে যিনি আক্রান্ত, যিনি তার দেশ ও জাতির জন্য লড়াই করেছেন, যিনি স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় আযাদীকে পরপদানত হ'তে দিতে চাননি। বন্দী সাদ্দাম কি প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের চেয়েও শক্তিশালী ছিলেন? গত তিন বছর তিনি মার্কিন বাহিনীর হাতে বন্দী ছিলেন। তার কিছুই করার ছিল না। তারপরও তার প্রতি অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়েছে। যুদ্ধবন্দী হিসাবে যে মানবিক আচরণ তার প্রাপ্য ছিল তা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়ার নীলনকশা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সে মোতাবেক তাকে হত্যা করা হয়েছে। সাদ্দাম বন্দী থাকলেও, ছিলেন প্রতিরোধ যোদ্ধাদের অনুপ্রেরণার প্রধান আশ্রয়স্থল। দখলদার ঘাতক চক্র এই আশ্রয়স্থলকে শুরু থেকেই ভেঙ্গে দিতে চেয়েছে যাতে প্রতিরোধ যোদ্ধারা হতাশ হয়ে রণে ভঙ্গ দেয়। উপায় হিসাবে তারা তার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ আনে যার কোন ভিত্তি ছিল না। বন্দী সাদ্দামকে একটি অজুহাত খাড়া করে হত্যা করার জন্যই গঠন করা হয় বিশেষ আদালত। মার্কিন বশংবদ এবং সাদ্দামের রাজনৈতিক বিরোধীদের নিয়ে গঠিত ঐ আদালত যথারীতি তার বিরুদ্ধে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুর রায় প্রদান করে। মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে যে আপিল করা হয় ১৫ মিনিটের একটি লোক দেখানো শুনানিতে সেই আপিল আদালতে মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল রাখা হয়। অতঃপর অত্যন্ত তড়িঘড়ি করে দণ্ডাদেশ কার্যকর করা হয়। আপিল আদালত দণ্ড মওকুফের আবেদন নাকচ করে দেয়ার পর পরই ইরাকের পুতুল সরকারের প্রধানমন্ত্রী মালেকী ৩০ তারিখের মধ্যে দণ্ড কার্যকর করার ঘোষণা দেন। মার্কিন বাহিনীর হেফাযত থেকে সাদ্দামকে পুতুল সরকারের হেফাযতে তুলে দেয়া হয়। ফাঁসির মঞ্চ ও ব্যবস্থা আগেই করে রাখা হয়েছিল। বিলম্ব না করে সেই মঞ্চে নিয়ে গিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলিয়ে তাকে হত্যা করা হয়। এত দ্রুত এ কাজ সম্পন্ন করা হয় যে, প্রেসিডেন্ট দণ্ডাদেশ কার্যকর করার অনুমোদন পর্যন্ত দিতে পারেননি। কিংবা বলতে হয় ঐ অনুমোদনকে কোন বিবেচনাতেই আনা হয়নি। দখলদার তাঁবেদাররা একেবারে শেষ মুহূর্তেও প্রমাণ দিয়ে গেছে, ন্যায়নীতি ও বিচার নয়, যেনতেন প্রকারে সাদ্দামকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়াই ছিল তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। সে কাজ তারা করেছে।

সাদ্দামবিহীন বিশ্বে সম্ভবতঃ সবচেয়ে বেশী শান্তি পেয়েছেন, আরাম পেয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ। যখন সাদ্দামের ফাঁসি কার্যকর করা হয় তখন বুশ ছিলেন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। এমন হ'তে পারে যে, তিনি বহুদিন ঠিকমত ঘুমাতে পারেননি। সাদ্দামের ফাঁসি কার্যকর হচ্ছে, এ খবর পেয়ে রাজ্যের ঘুম তাকে আঁকড়ে ধরে। জেগে উঠে যখন তিনি ফাঁসি কার্যকর হওয়ার খবর পান তখন নিশ্চয়ই মহাতৃপ্তি লাভ করেন। তার প্রতিক্রিয়া থেকেও সেটা অনুমান করা যায়। বুশ সাদ্দামের ফাঁসিকে ইরাকের গণতন্ত্রের পথে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিসাবে অভিহিত করেন। ক্রুসেডার বুশের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে সাদ্দাম হোসেন ছিলেন সবচেয়ে বড় বাধা। সে বাধা অপসৃত হওয়ায় সম্ভবত তার চেয়ে খুশী এ পৃথিবীতে আর কেউ নেই।

৩০ ডিসেম্বর ভোর। ইরাকের মসজিদে মসজিদে তখন ধ্বনিত হচ্ছে ফজরের আযান। দিনের প্রথম ছালাতের জন্য প্রস্তুত নারী-পুরুষেরা। ইরাকসহ গোটা আরব বিশ্বে ঐদিন পালিত হবে পবিত্র ঈদুল আযহা। তার গুরুত্বও কারো কাছে কম নয়। ঈদুল আযহার আনুষ্ঠানিকতা পালনে সবাই অপেক্ষা করছে সূর্যোদয়ের। ঠিক সেই সময় আরবসহ বিশ্ব মুসলিমের অন্যতম প্রিয় নেতা সাদ্দাম হোসেনকে ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে হাযির করা হয়। তার আগেই তাকে ফাঁসির কথা জানানো হয়। তখন তার হাতে ধরা ছিল একখণ্ড পবিত্র কুরআন। তিনি পবিত্র কুরআন হাতে নিয়ে মঞ্চে উঠে আসেন এবং সেখান থেকেই তা হস্তান্তর করেন একজন কর্মকর্তার কাছে এবং বলেন সেটি তার জনৈক বন্ধুর কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য। এ সময় সাদ্দাম ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়চিত্ত ও অবিচল। জল্লাদরা তাকে ফাঁসির মুখোশ পরাতে চাইলে তিনি মুখোশ পরতে অস্বীকৃতি জানান। বলেন, মুখোশের

আড়ালে মুখ লুকিয়ে মৃত্যুবরণ করতে চাই না। সাদ্দাম উল্টো জল্লাদদের অভয় দিয়ে বলেন, ভয় পেয়ো না।

ফাঁসির দড়ি পরানোর সময় তিনি ছিলেন ধীর ও শান্ত। তার মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল কেবল পবিত্র কালেমা- 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। ফাঁসিতে ঝুলানোর সময়ও এই কালেমা উচ্চারিত হচ্ছিল তার মুখ থেকে। এ অবস্থায়ই তার প্রাণ বায়ু নির্গত হয়। এর আগে ইরাকী জনগণের উদ্দেশ্যে লেখা এক চিঠিতে তিনি ফাঁসিতে ঝুলে শহীদ হওয়ায় এবং জান্নাতে সৎ লোক ও শহীদদের মধ্যে স্থান লাভের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছিলেন।

যিনি শহীদ হওয়ার জন্য প্রস্তুত, ভীতি তাকে স্পর্শ করতে পারে না। সাদ্দামও ছিলেন নির্ভয় ও অবিচলিত। ফাঁসির মঞ্চে তোলার সময় তাকে কেউ জিজ্ঞেস করেছিল, তিনি ভয় পাচ্ছেন কি-না। জবাবে সাদ্দাম দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, আমি জীবনে কখনো ভীত ছিলাম না। এখনও ভীত নই। আমি একজন মুজাহিদের মতই জীবনযাপন করেছি এবং সেভাবেই যে কোন মুহূর্তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত। তার ফাঁসির দণ্ডাদেশ কার্যকর করার পূর্বাহ্নিক আয়োজন সম্পন্ন করার যে সব ছবি প্রদর্শিত হয়েছে, তাতে কোথাও তাকে ভীত, বিচলিত ও দ্বিধাগ্রস্ত দেখা যায়নি। প্রত্যক্ষদর্শীরাও স্বীকার করেছেন, সাদ্দামের চেহারায় ভয়-ভীতির কোন চিহ্ন ছিল না। তিনি সত্যিকার একজন বীরের মতই হাসতে হাসতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছেন। ফাঁসির সময় উপস্থিত ছিলেন কুখ্যাত আদালতের একজন বিচারপতি। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন, শেষ মুহূর্তেও সাদ্দাম কাউকে ভয় পাননি। এটি এক অসম্ভব ব্যাপার। সাদ্দামকে ফাঁসির মঞ্চে অত্যন্ত দৃঢ়চিত্ত দেখাচ্ছিল। আমি ভাবতেও পারিনি তিনি এমন মনের জোর কোথায় পেলেন।

এই অকুতভয় মর্দে মুজাহিদ অত্যন্ত সচেতন ও সজ্ঞানে ছিলেন। যখন তাকে ফাঁসিঘরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখনও তিনি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও ইরাকের দুশমনদের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেন এবং দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত মুজাহিদদের প্রশংসা করেন। যে কোন বিবেচনায় তার এ মৃত্যু বীরের ও মুজাহিদের মৃত্যু। দেশপ্রেমিকের মৃত্যু। এ মৃত্যু অমর। একদিক দিয়ে ভালই হয়েছে। তাকে বন্দী অবস্থায় তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করতে হয়নি। অকথ্য নির্যাতন ও অপমান সহ্য করতে হয়নি। তিনি শহীদের মৃত্যু কামনা করেছিলেন। বিশ্ব মুসলিমের কাছে তিনি শহীদের মর্যাদাই পেয়েছেন। আল্লাহপাকও তার দো'আ কবুল করেছেন বলে মনে হয়।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পবিত্র ঈদুল আযহার দিনে মুসলিম বিশ্বের এই নন্দিত নেতাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করে চরম মুসলিম বিদ্বেষেরই পরিচয় দিয়েছে। অনেকের ধারণা, দিনটি বেছে নেয়া হয় সম্ভবত এ কারণে যে, ঈদুল আযহার আনন্দ-উৎসব আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে আরব বিশ্ব তখন মশগূল থাকবে এবং এই হত্যাকাণ্ডের খবরে তারা সেভাবে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠতে পারবে না। বিশেষ করে ইরাকের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বড় রকমের কোন বিপর্যয়ের আশঙ্কা দেখা দেবে না।

এটা হয়তো একটা কারণ হ'তে পারে। তবে আসল কারণ নয়। আসল কারণ হ'ল, মুসলিম বিশ্বকে যতটা সম্ভব আঘাত করা এবং অপমান করা। আঘাত ও অপমানের চূড়ান্তই করেছে। মুসলমানদের সবচেয়ে বড় উৎসবকে কোন রকম বিবেচনায়ই আনা হয়নি। বাস্তবে ঈদের আনন্দধারা গোটা মুসলিম বিশ্বেই পরিণত হয়েছে শোকের সাগরে। ঈদুল আযহার দিনে এভাবে সাদ্দাম হোসেনের ফাঁসি দেয়া কেবল ঘৃণিত ও কাপুরুষোচিত কর্মেরই নযীর নয়, এর চেয়ে নৃশংসতম ঘটনাও আর হ'তে পারে না। ক্রুসেডাররা একটা বড় রকমের আঘাত করল। একালের মহাবীর সালাহউদ্দিন সাদ্দাম হোসেনকে ফাঁসি দিয়ে নবপর্যায়ের ক্রুসেডে এক বিশাল বিজয় তাদের হয়েছে বলে তারা মনে করছে। এই ক্রুসেড শুরু করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ। তার সঙ্গে জুটে গেছে খ্রিষ্টবাদী পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো। তারা একাট্টা হয়ে প্রথমে আফগানিস্তান দখল করে নিয়েছে। পরে দখল করেছে ইরাক। ইরাকে তারা ফাটা বাঁশে আটকে গেছে। আফগানিস্তানে পুতুল সরকার বসিয়ে গত ক'বছর যেভাবে আফগানিস্তানকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছে ইরাকের ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হয়নি। অবশ্য আফগানিস্তানের অবস্থাও এখন নড়বড়ে। কয়েকটি শহর বাদে আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ ইতিমধ্যে তালেবানদের হাতে চলে গেছে। ইরাকে দখলদার বাহিনী নির্বিচার হত্যা-ধ্বংস চালিয়েও নিজেদের এতটুকু নিরাপদ করতে পারেনি। মুজাহিদরা ক্রমাগতই দখলদার বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি বাড়িয়ে চলেছে। পুতুল সরকার কোন সহায়তাই দিতে পারছে না। উল্টো সরকারকেই প্রহরা দিয়ে রাখতে হচ্ছে। এ অবস্থায় সব ক্রোধ ও প্রতিহিংসা সাদ্দাম হোসেনের উপর পড়াই স্বাভাবিক। ক্রুসেডের নেতৃত্ব দানকারী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ধরেই নিয়েছে, সাদ্দাম হোসেনের কারণে তারা নীলনকশা বাস্তবায়ন করতে পারছে না। কাজেই তাকে হত্যা করা হ'ল।

যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং যুক্তরাষ্ট্রের এক সময়ের জাতীয় নিরাপত্তা পরিকল্পনার পরিচালক সামুয়েল পি হান্টিংটনের 'The Class of Civilizations & the Remarking of World Order' শিরোনামের একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৯৭ সালে। এ গ্রন্থের মূল কথা হ'লঃ পাশ্চাত্য সভ্যতা বিশ্বজনীন রূপলাভ করেছে এবং এ সভ্যতার নেতৃত্ব দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। এ সভ্যতার উপর হুমকি আসছে ইসলামী পুনরুত্থান আন্দোলন থেকে। তাই যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বেই বিশ্বব্যবস্থাকে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। পাশ্চাত্য সভ্যতা খ্রিষ্টবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত সে কথাও লেখক উল্লেখ করেছেন এবং এটা বুঝাতে চেয়েছেন যে, ইসলাম ও খ্রিষ্টবাদ এমন দু'টো সভ্যতা যাদের মধ্যে গত দেড় হাযার বছর ধরেই সংঘাত চলছে।

বস্তুত, প্রেসিডেন্ট বুশ হান্টিংটনের তত্ত্বকে সামনে রেখেই ইসলামের বিরুদ্ধে সংঘাতে লিপ্ত হয়েছেন, শুরু করেছেন ক্রুসেড। তার আফগানিস্তান ও ইরাক দখল, তথাকথিত

সন্ত্রাস বিরোধী বিশ্বযুদ্ধ, ইসলামী জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে লড়াই- সবকিছুর মূলে আছে ইসলামকে প্রতিহত করে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বিজয়ী করা। এই ক্রুসেডে এবারের ঈদুল আযহার দিনে বুশ মুসলিম বিশ্বকে উপহার দিয়েছেন সাদ্দাম হোসেনের লাশ। এই সঙ্গে সম্ভবত এই মর্মে সতর্ক করে দিয়েছেন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বা পশ্চিমা সভ্যতার বিরুদ্ধে কেউ মাথা তুলে দাঁড়ালে তার পরিণতি সাদ্দাম হোসেনের অনুরূপ হবে।

প্রশ্ন হ'লঃ মুসলিম বিশ্ব কি বীরশূন্য হয়ে গেছে? স্বদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় আত্মশ্লাঘা রক্ষায় এবং ইসলাম ও ইসলামী সভ্যতা সংরক্ষণে মুসলমানরা কি অপারগ হয়ে পড়েছে? সাহসিকতা, বীরত্ব ও ঈমানের তেজ কি নির্বাপিত হয়েছে? তারা কি কাপুরুষে পরিণত হয়েছে? বহুদিন আগে কবি বলে গেছেন,

যে দিকে ফেরাই আঁখি,
শুধুই মাদি দেখি।
মরদ কি মুখ লুকিয়েছে আপন বিবরে?

আফগানিস্তান ও ইরাকে মার্কিন আগ্রাসন ও দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠায় মুসলিম দেশগুলোর ভূমিকা এককথায় ন্যাক্কারজনক। দখল প্রতিরোধে এগিয়ে আসা তো দূরের কথা, অনেক দেশ প্রতিবাদ করার সাহস পর্যন্ত দেখায়নি। কোন কোন দেশ প্রত্যক্ষ সহযোগিতা পর্যন্ত দিয়েছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তল্পিবাহক কিছু দেশ তো আছেই। বাকীরা ভয়ে নীরব থাকাকেই আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে গ্রহণ করেছে। এর পরিণতি কি হয়েছে, চোখের সামনেই তা দৃশ্যমান। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ঐক্যের অভাব, পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ও সংঘাত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পানি ঘোলা এবং ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করার অপরিমেয় সুযোগ করে দিয়েছে। আজ যদি মুসলিম বিশ্বের ইস্পাত দৃঢ় ঐক্য থাকতো, ইসলাম ও ইসলামী সভ্যতা রক্ষার প্রতি প্রশ্নাতীত প্রতিজ্ঞা থাকতো, তাহ'লে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ক্রুসেড চাপিয়ে দিয়ে রক্তের বন্যা ও ধ্বংসের তাণ্ডব বইয়ে দিতে পারত না।

সাদ্দাম হোসেন কে ছিলেন? তিনি ছিলেন ইরাকের জনগণের নেতা, রাহবার এবং দীর্ঘদিনের প্রেসিডেন্ট। তিনি ছিলেন সেই রাষ্ট্রনায়ক যিনি শত শত বছর ধরে প্রবাহমান গোষ্ঠীগত সংঘাত নিরসন করে ইরাককে একটি অখণ্ড সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করেছিলেন। তিনি ছিলেন এমন এক বিচক্ষণ, বিজ্ঞ রাষ্ট্রচিন্তাবিদ যিনি আরব জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী আন্তর্জাতিকতাবাদের মধ্যে একটি সুসমন্বয় সাধন করেছিলেন। তিনি ছিলেন এমন একজন হিতৈষী শাসক যিনি তার প্রিয় স্বদেশ ইরাককে বিদেশ নির্ভরতা ও পরমুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত করেছিলেন, প্রতিটি মানুষের মৌলিক মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করেছিলেন। সর্বোপরি তিনি ছিলেন সকল প্রকার আধিপত্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও শোষণের ঘোর বিরোধী।

সাদ্দাম হোসেন ভয় ও প্রলোভনকে উপেক্ষা করে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি একই সঙ্গে ইহুদীদের চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও অপতৎপরতার বিরোধী ছিলেন এবং স্বাধীন ফিলিস্তীন রাষ্ট্রের পক্ষে ছিলেন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও ইহুদীবাদের এ রকম প্রতিপক্ষ মধ্যপ্রাচ্যে আর কেউ বা কোন রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন না। এই ছিল তার 'অপরাধ'(?)। সেজন্য তাকেই টার্গেট করা হয়। ইরাক দখল করা হয়, তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং অবশেষে চরম বর্বর উপায়ে তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয় হ'ল।

অত্যন্ত পরিতাপ ও দুর্ভাগ্যের বিষয়, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এত বড় একটা ঘটনা ঘটালো, মুসলিম বিশ্বকে এত বড় একটা আঘাত করলো, এত বড় অপমাণ করলো অথচ মুসলিম বিশ্ব থেকে তার সেরকম প্রতিবাদ হলো না। মুসলিম বিশ্বের রাজা-বাদশাহ, আমীর, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী কেউই সাদ্দাম হোসেনের ফাঁসি রোধ করতে ভূমিকা রাখলেন না, ফাঁসির পর শক্ত ভাষায় প্রতিবাদ পর্যন্ত জানাতে পারলেন না। পাছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরূপ হয়, এই ভয়ে বলতে গেলে সবাই নিশ্চুপ। তারা কি মনে করেন তারা সম্পূর্ণ নিরাপদ? ইসলামী সভ্যতার বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধে নেমেছে তারা কি তাদের রেহাই দেবে? একে একে তারা সকল দেউটিই নিভিয়ে দেবে যদি না এখনও মুসলিম বিশ্বের শাসকরা সচেতন হন, ঐক্যবদ্ধ হন।

শাসকরা নীরব-নিশ্চুপ থাকলেও মুসলিম আম জনতা কিন্তু সাদ্দামের ফাঁসির ঘটনায় সারাবিশ্বেই ব্যাপক প্রতিবাদী প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে। তারা দুঃখিত হয়েছে, মর্মাহত হয়েছে, শোকাচ্ছন্ন হয়েছে; সেই সঙ্গে চরমভাবে ক্ষুব্ধও হয়েছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যাই কিছু ভেবে থাক না কেন, এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের খেসারত আজ হোক, কাল হোক, একদিন তার দিতেই হবে। শহীদ সাদ্দাম হোসেন জীবিত সাদ্দাম হোসেনের চেয়ে যে অনেক বেশী শক্তিশালী হবে তার আলামত ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ইরাকে প্রতিরোধ লড়াই এরমধ্যেই আরও জোরদার হয়ে উঠেছে। হয়তো এমন অবস্থা একদিন দাঁড়াবে যখন দেখা যাবে যেখানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সেখানেই অটল প্রতিরোধ। সাদ্দাম হোসেন ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে প্রেরণার যে আলো জ্বালিয়ে দিয়েছেন তা প্রতিটি মুসলমানের, প্রতিটি মুক্তিকামী মানুষের অন্তরাত্মাকে আলোকিত করলে আলোর এমন বন্যা তৈরী হবে যখন অন্ধকার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পালিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে পাবে না। এক সাদ্দাম লক্ষ্য সাদ্দামের জন্ম দেবে। শহীদ হওয়াকে যে জাতির মানুষ সর্বোত্তম প্রাপ্তি হিসাবে গণ্য করে, সে জাতিকে বেশি দিন দাবিয়ে রাখা যায় না। এ সত্য যারা সভ্যতার সংঘাতে লিপ্ত তাদেরও ভালই জানা আছে। ইসলামী সভ্যতা মানবের সভ্যতা। এ সভ্যতা মিটিয়ে দেয়া অসম্ভব। এ সভ্যতার রক্ষকরা জেগে উঠছে। শহীদী ঈদগাহে জমায়েত বাড়ছে। এটাই আশার কথা। বিশ্ব মানবতা সেই দিনের অপেক্ষা করছে যেদিন সারা দুনিয়ায় ইসলামী ফরমান জারি হবে। সুতরাং হতাশ হওয়ার কিছু নেই।

॥ সংকলিত ॥

আদর্শ প্রচার ও সমাজ বিপ্লবে সদাচরণ

*আব্দুল ওয়াদূদ**

ইসলাম তার আপন মহিমায় চিরভাস্বর। যেখানে তার স্পর্শ লেগেছে, সেখানেই ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। ধ্বনিত হয়েছে আদর্শের জয়জয়কার। চিরনন্দিত এই আদর্শের কাছে মানবসত্তা সব সময়ই মাথা নত করেছে। মানুষ তার আত্মসত্তাকে ইসলামের কালজয়ী আদর্শের কাছে সমর্পণ করে কেন স্বস্তিবোধ করেন, এটা কি আর নতুন করে বুঝিয়ে বলতে হবে? ইসলামের আদর্শ যতই চমৎকার হোক না কেন, তার অনুসারীরা যদি ঐ আদর্শের একনিষ্ঠ মডেল হতে না পারেন, তবে অন্যরা ইসলামের আলোয় আলোকিত হওয়ার পরিবর্তে একে অন্ধকার হিসাবে আখ্যা দিয়ে পদদলিত করবে। আর বর্তমান পৃথিবীতে তাই হচ্ছে সর্বত্র। আল-কুরআনের যে সম্মোহনী শক্তি, তাকে ঐভাবে উপস্থাপন যিনি করবেন, তিনি তো তার মূল বৈশিষ্ট্য হারিয়ে অন্য লোকদের কাছে হালকা হিসাবে পরিচিত হ'তে পারেন না। তার জীবনের সর্বদিক বিস্তৃত মূল্যায়ন ঐ অমুসলিম লোকটি এক নিমিষেই করে ফেলতে পারে। সুতরাং মুসলমান প্রথমত তার আদর্শের সক্রিয় অনুসারী হবেন। অন্যদের আকৃষ্ট করার যথোপযুক্ত উপস্থাপন শৈলী রপ্ত করবেন এবং মনের বা যুক্তির পূজা না করে অহি-র বিধানের আলোকে জীবন গঠনের উপকারিতা উল্লেখপূর্বক ইসলামের সুমহান আদর্শের দিকে মানুষকে আকৃষ্ট করবেন। কোনক্রমেই মিথ্যার সাথে আপসকামী হওয়া যাবে না।

মনে রাখতে হবে, আত্মসত্তা বিলীন করে আত্মসমর্পণের মতো কঠিন একটি সিদ্ধান্ত মানুষ তখনই নেয়, যখন সে ওখানে পূর্ণ ভরসা পায়। যথেষ্ট যোগ্যতা থাকলেও তাকে যে আরেকটি গুণের অধিকারী হ'তে হবে। ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠায় ভাল আচরণ বা ভাল ব্যবহার একান্ত আবশ্যক। এ সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে রয়েছে,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ،

'(হে নবী) আল্লাহ্র রহমতে আপনি তাদের জন্য নরম দিল ও হৃদয়বান হয়েছেন। যদি বদমেজাযী ও কঠিন হৃদয়ের হ'তেন, তাহ'লে লোকেরা আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যেত' *(আলে ইমরান ১৫৯)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার ও ভাল আচরণের ওপর অবিচল থাকার নির্দেশ দিচ্ছেন' *(নাহল ৯)*। আল্লাহপাক মুসলমানদের পরিচয় দিতে গিয়ে আরো বলেন,

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ،

'তারা নিজের উপর অন্যান্যদের (প্রয়োজনকে) অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তারা অনটনের মধ্যে থাকে' *(হাশর ৯)*। ভাল আচরণের মাধ্যমে মন্দ আচরণকে জয় করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، 'তারা (মুসলমানগণ) অন্যায় ও পাপকে ন্যায় ও পুণ্যের দ্বারা নিরসন করে থাকে' *(ক্বাছাছ ৫৪)*।

পৃথিবীর সেরা কল্যাণকামী রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ) বলেন, مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ، 'যে ব্যক্তি কোমল স্বভাব থেকে বঞ্চিত, সে কল্যাণ থেকেও বঞ্চিত'।[১]

অন্যত্র তিনি বলেন,

الرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَانُ، اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ،

'যারা অনুগ্রহ করে, রহমান তাদের প্রতি দয়া করেন। তোমরা দুনিয়াবাসীর প্রতি করুণা করো, যেনো আসমানবাসী তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন'।[২] একটি বহুল প্রচারিত হাদীছের মাধ্যমে জানা যায়, ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيْرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا،

'যে ব্যক্তি ছোটদের প্রতি স্নেহ এবং বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়'।[৩]

ব্যাপক অর্থে ভাল ব্যবহারকে আরবীতে 'ইহসান' বলা হয়ে থাকে। আদর্শ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইহসান কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম। আদল বা ন্যায়বিচারকে যদি মানুষের সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টির ভিত্তি বলা হয়, তবে ইহসান হবে তার সৌন্দর্য ও পূর্ণতা। ভাল ব্যবহারের কিছু সমার্থক শব্দ আছে। যেমন- সৌজন্য, শুভাকাঙ্ক্ষা, নম্রতা, শিষ্টাচার, সহানুভূতি, সদাচরণ, কোমল হৃদয়তা, খোশমেজায, ভদ্রতা ও ভালবাসা প্রভৃতি। দ্বীন কায়েমের লক্ষ্যে যাদের পদচারণা, তাদের এসব গুণ আবশ্যকভাবে থাকতে হয়। নইলে ব্যর্থ হ'তে হয়। ভাল ব্যবহার একজন মানুষ ও একটি সমাজ পরিবর্তনে কি ভূমিকা রাখতে পারে এবং কিভাবে রাখতে পারে তা নিম্নে উপস্থাপন করা হ'ল।

* বুড়িচং, কুমিল্লা।

১. মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৬৯।
২. আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৯৬৯, ছহীহ তিরমিযী হা/১৫৬৯।
৩. ছহীহ তিরমিযী হা/২০০২; ছহীহ আবূদাঊদ হা/৪১৩৪।

Contents

ব্যক্তি ও সমাজ পরিবর্তনে ভাল ব্যবহারঃ

কোন মানুষই মানসিক দুর্বলতার উর্ধ্বে নয়। মানুষের বহুদিনের বিশ্বাসকে একটি বিস্ময়কর ঘটনা হঠাৎ করে পরিবর্তন করে দিতে পারে। একজন মানুষ যত খারাপই হোক না কেন, তার কিছু না কিছু সদগুণ থাকে। অনেক মানুষ তার গুণের প্রশংসার প্রত্যাশা করেন। গুণের প্রশংসা শুনে। আসলেই রাগ হন, এমন মানুষ খুব কমই আছে। যে কোন আদর্শের অনুসারী ব্যক্তিই সে যে কেউ হোক না কেন, আন্তঃ সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে, কর্তার কোমল হৃদয়তা ও যথেষ্ট সৌজন্যবোধ থাকতে হয়। ফলে ব্যক্তির পরিবর্তন তাৎক্ষণিকভাবে সম্ভব না হ'লেও তাৎক্ষণিকভাবে ব্যক্তিকে আকৃষ্ট করা যায়। বলিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পরই ইসলামের সম্মোহনী শক্তির মাধ্যমে টার্গেটকৃত ব্যক্তিকে এদিকে আকৃষ্ট করা যায়। ইসলামের স্বচ্ছ সলিলে অবগাহন করে, মানবীয় পূর্ণতা লাভ সম্ভব হবে মনে করলে কিংবা সত্যিকার সফলতা লাভের পূর্ণ ভরসা পেলেই একজন মানুষ ইসলামের সুমহান আদর্শ গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। এভাবে মানুষের চিন্তা-ভাবনায় বিপ্লব সৃষ্টি হ'লে, ওমর (রাঃ)-এর মত তলোয়ারের পাশাপাশি তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করবে ইসলামের জন্য। সময়ের প্রেক্ষাপটে ওমর (রাঃ)-এর প্রভাবে যেমন একটি সমাজ পরিবর্তিত হয়, তেমনি ব্যক্তির পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি সমাজের আমূল পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। তলোয়ার ও অস্ত্রের চেয়ে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অনুসারী হিসাবে আজকের বিশ্বে ইসলামের বিজয় নিশ্চিত করতে এমন কিছু মানুষ গড়ে ওঠা যরূরী, যাদের আচরণে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বাস্তব অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। যাদের মুসলমানিত্ব নিয়ে মুসলিম সমাজ গর্ববোধ করতে পারে। ঈমানী শক্তির প্রখরতা, চরিত্র মাধুর্যের সম্মোহন, কথায়-কাজে যথেষ্ট মিল, সুন্দর বাক্যালাপ, পারস্পরিক শ্রদ্ধাজ্ঞান ও সৌজন্যবোধের দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের মাধ্যমে তামাম পৃথিবীতে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসতে হবে।

অন্যদিকে মন্দ আচরণের ছোবল থেকে মানুষ দূরে সরে যেতে সর্বাত্মক চেষ্টা করে। যে ব্যক্তির হাত ও মুখ হ'তে অন্য মুসলমান নিরাপদ নয়, তার মুসলমানিত্ব নিয়ে স্বয়ং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-ই প্রশ্ন তুলেছেন। জ্ঞানগরিমা বা অর্থের অহংকারবোধের বহিঃপ্রকাশ কোন ব্যক্তিকে শুধু ধ্বংসই করে না, পুরো মুসলিম সমাজকেও কলংকিত করে। আধুনিক দুনিয়ায় Communication-এর যে গুরুত্ব বেড়েছে, তাতে PR man বা Public Relations man (জনসংযোগকারীগণ) তাদের সম্পদ বলতে Inter relation বা আন্তঃসম্পর্ককেই বুঝে থাকেন। যারা ধনী তাদের সম্পদ হ'ল টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ। আর যারা জনসংযোগকারী, তাদের সম্পদ হ'ল- যত বেশী লোকের সাথে সম্ভব সম্পর্ক তৈরী করা। যিনি যত বেশী করতে পারবেন, তিনি এই লাইনে তত বেশী সম্পদশালী হবেন। আর ব্যক্তি সম্পর্কের সৃষ্টি ও সংরক্ষণে ভাল ব্যবহারের ভূমিকা শুধু গুরুত্বপূর্ণই নয় অতুলনীয়। মধুর আচরণের মাধ্যমে শত্রুকেও বন্ধুরূপে পাওয়া সম্ভব। জনসংযোগের জন্য অমায়িক ব্যবহার এতই যরূরী যেমন, পান খেতে সুপারি-চুন যরূরী। পারিবারিক শিক্ষা এক্ষেত্রে ব্যাপক কার্যকর। এখনো গেছে কোন বাড়ীতে একবার গেলে, তাদের সাময়িক আচরণে অনুমিত হয় যে, তারা কতটা ভদ্র, কতটা অভদ্র। আবার কেউ আমাদের বাড়ীতে আসলেও আমাদের সম্পর্কে নিশ্চয়ই একইরূপ ধারণা করেন। সুতরাং মধুর ব্যবহার সেখানে নিতান্ত যরূরী। নিন্দাবাদের পাহাড় পাড়ি দিয়ে, ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যকে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরার পরিবেশ তৈরীতে সুন্দর আচরণ উপযুক্ত ভূমিকা রাখতে সক্ষম বলে দৃঢ়তার সাথে উচ্চারণ করা যায়।

অপরপক্ষে, গালাগাল, গীবত, প্রবঞ্চনা, মিথ্যা, কটূভাষণ, চোগলখুরি, লজ্জাদান, অবিশ্বাস, ছিদ্রান্বেষণ, অশ্লীলতা, উপহাস, অহমিকা, তুচ্ছ জ্ঞান, মনোকষ্ট, অপবাদ, ক্ষতিসাধন, হিংসা, ধোঁকাবাজি ও ধারণাপ্রসূত কথা বলা মানুষের ব্যক্তিত্ব নষ্টের মূল কারণ। কারো ব্যক্তিত্ব না থাকলে কেউ তার কাছে যায় না। মূলতঃ উপরোক্ত বদগুণগুলো একজন মুসলমানের যতটা সম্ভব পরিহার করে চলা উচিত। এ কথাগুলো শুধু আমার নয়, এ কথার উপর পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর অসংখ্য দলীল রয়েছে। আর এসব বদগুণ তো আমাদের কোন উপকারেও আসে না। তাই যতটা দ্রুত সম্ভব, এসবকে কুরবানী করতে হবে। অন্যদিকে কম কথা বলা, মার্জিত রুচিবোধ মানুষের বংশ পরিচয়ের চেয়ে অধিক ক্রিয়াশীল। সেকারণ কবি বলেন-

'নহে আশরাফ আছে যার বংশ পরিচয়
সেই আশরাফ জীবন যার পুণ্য কর্মময়'।

মানবজীবনের যত রকম ইতিবাচক গুণাবলী অর্জন করা সম্ভব সবই একজন মুসলমানের থাকা উচিত। আর তাহ'লেই আদর্শ প্রচারের কাজ অনেকটা ফলপ্রসূ হবে। সাধারণ কথা- 'কিছু দিলে, কিছু মিলে'। অন্যকে শ্রদ্ধা জানানোর মাধ্যমেই আত্মসম্মান প্রতিষ্ঠা করা যায়। ইসলামী সংস্কৃতির অংশ সালামের ব্যাপক প্রচলন করা দরকার। দরকার ইসলামের সামাজিকীকরণ। মানুষ শুধু আমাকে সম্মান করবে, আর আমি মানুষকে শুধু ধমক দেব- এ প্রত্যাশা কেবল বোকাদেরই করা উচিত। ইসলাম এ ধরনের বোকাদের ধর্ম নয়। বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বাছাই করা মানুষ সৃষ্টির জীবন বিধান হ'ল ইসলাম। যে আদর্শের অনুসারীদের অমায়িক ব্যবহার তাবৎ পৃথিবীতে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে।

জাগতিক উৎকর্ষ সাধন ও পারলৌকিক মুক্তির একমাত্র পথ হ'ল ইসলাম। এপথে আকৃষ্ট করতে হ'লে আকর্ষণী শক্তি পর্যাপ্ত থাকতে হবে। আর সেজন্য গন্তব্য নির্ধারণ করে দৃঢ়চেতা সিদ্ধান্ত থাকতে হবে। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব পরিবর্তন শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। এ লক্ষ্য পূরণ হ'লেই কেবল শিক্ষা ফলপ্রসূ হয়েছে বলে ধরে নেয়া যাবে। আর মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন একদিনে সম্ভব হবে না। একজন মন্দ লোক একদিনে ভদ্র হয়ে যেতে পারে না। দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় তাকে ভাল হ'তে হয়। ভাল ব্যবহারের অধিকারী হ'তে হয়। ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে অব্যাহত প্রচেষ্টা চালালে ভাল হওয়া ও ভাল ব্যবহারের অধিকারী হওয়ার পথ অনেকটা উন্মুক্ত হয়ে যায়।

ভেদাভেদহীন ও শান্তিপূর্ণ পৃথিবীর দাবী পূরণে আজ মানুষের আচরণে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন। একটি অনিন্দ্য সুন্দর ও পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতিটি মুসলমান তথা প্রতিটি মানুষের মনোজগতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে হবে। কোমল হৃদয় ও মনোমুগ্ধকর আচরণের মাধ্যমে নিজেদের আদর্শের দিকে আকৃষ্ট করার প্রত্যয় আমাদের থাকতে হবে। ব্যক্তির মন ও মানসে আবেদনময়ী আচরণ সূচিত করতে পারে ইতিবাচক পরিবর্তন। আর সে কারণে ইসলামের স্বরূপ বিশ্লেষণ দাওয়াতদাতার উপস্থাপন শৈলীর চমৎকারিত্বের উপরই অনেকটা নির্ভরশীল। আর আমি প্রতিটি মুসলমান ভাইকে মানুষের জন্য উদাহরণ হওয়ার আহ্বান জানাই। তোমার বলিষ্ঠ বক্তব্যের পূর্বে তোমার ব্যবহারকে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বলিষ্ঠ করতে সর্বাত্মক চেষ্টা কর। মানুষের হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত হান। সফলতার হাতছানি যে ওখানেই দেখতে পাচ্ছি। তোমার জীবনের বাগিচাকে পত্র-পল্লব ও ফুলে-ফলে সুশোভিত করো আর জীবনাচারকে করো কুসুমিত ফুলবাগিচা। মৌমাছি আর ভ্রমরের গুঞ্জন তোমার কর্ণকুহরে পৌঁছে যাবে। আর এই সফলতার জন্য ভাল ব্যবহারের পথে অন্ত রায় এমনসব বদগুণকে কাটিয়ে ওঠার সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। এসব খারাপ আচরণ থেকে সাবধানতা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে এগুলোর প্রবেশপথে সতর্ককারী পাহারাদার বসাতে হবে। দিনের একটা ভাল সময় ইসলামী জ্ঞানচর্চায় মশগুল রাখতে হবে। ঈমান বৃদ্ধির কার্যাদি সম্পাদন করতে হবে। মানুষের সাথে বেশী বেশী মিশতে হবে। মানুষের দুঃখ-কষ্ট ও বিপদে বেশী বেশী অংশগ্রহণ করতে হবে। সমবেদনা জানাতে হবে। কটু কথা না বলার জন্য আত্মসংবরণের চেষ্টা করতে হবে। ভাল ব্যবহারের সমাজ তৈরীর চেষ্টা করতে হবে। আমার জায়গায় ঘর তুলবো, চাচাকে জিজ্ঞেস করলে যেমন আরো ভাল হয়, তেমনি আমাদের কথা শক্তিকে আরো বেশী ভালবাসাপূর্ণ করতে পারলে আমরা অবশ্যই লাভবান হব। কারণ প্রচণ্ড সুযোগ ও বৈধতা থাকার পরও প্রতিশোধ গ্রহণ না করার মধ্যেই মানুষের মহানুভবতা ও শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভরশীল।

যে কোন কথার তুলনামূলক বেশী সুন্দর জবাব দেয়ার চেষ্টা করতে হবে। অপর ভাইয়ের জন্য দো'আ করতে হবে। ভাল কথাগুলো বেশী বেশী বলতে হবে। আন্তরিকতা বৃদ্ধির সব ধরনের কৌশল অবলম্বন করতে হবে। যেমন- একত্রে আহার, হাসিমুখে কথা বলা, ছোট খাট বিষয়ে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, সুযোগ পেলে হাদিয়া প্রদান, সর্বোত্তম সম্বোধন করে ডাকা, ব্যক্তিগত খোঁজ-খবর নেয়া, সালাম-মুছাফাহ, অসুস্থ হ'লে দেখতে যাওয়া, সর্বদা মঙ্গল কামনা ও শ্রদ্ধা-সম্মান দিয়ে কথা বলা প্রভৃতি। আরেকটি কাজ আমাদের বেশী বেশী করতে হবে। সেটা হ'ল ভাল মানুষের সাহচর্যে বেশী বেশী সময় কাটান। সুন্দর একটি জীবন গঠন ও জীবনের সর্বাঙ্গীন সফলতা লাভ এবং আদর্শ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভাল ব্যবহারের সংস্কৃতি ব্যাপকতর করার সংগ্রামে জড়ো হ'তে সাধারণভাবে আপামর মুসলিম সমাজ আর বিশেষভাবে মুসলিম নেতাদের শ্রদ্ধাপূর্ণ অনুরোধ জানাচ্ছি।

ভাল ব্যবহার সকলের প্রত্যাশা। দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের মাধ্যমেই এ প্রত্যাশা পূরণ হওয়া সম্ভব। আমি একজন মানুষকে কিভাবে গ্রহণ করব সেটা আমার মন সিদ্ধান্ত নেয়। অতঃপর ভাষার মাধ্যমে আমি তা প্রকাশ করি। আল-কুরআনের কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসাবে মানুষের প্রতি ভাল আচরণ করা মানুষ হিসাবে আমার দায়িত্বসীমার আওতাভুক্ত। মানুষকে তার মর্যাদা দিতে ব্যর্থ হওয়া মানে আত্মমর্যাদায় আঘাত করা। আর যারা ভাল ব্যবহারের মাধ্যমে অন্যকে মর্যাদা দেন, তাদের দায়িত্ব তুলনামূলকভাবে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাওয়া। থেমে গেলে চলবে না। অহমিকা পতনের মূল, ইসলামবিদ্বেষী মানুষকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুপম চরিত্র যেমনিভাবে আকর্ষণ করেছিল, ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষীদের তেমনিভাবে আজকের বিশ্ববাসীকে সম্মোহিত করার প্রস্তুতি নিতে হবে। আপনার একেকটি ভাল ব্যবহার হোক ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার একেকটি সিঁড়ি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে এ যুগের সেরা মানুষে পরিণত করুন। বিপন্ন মানবতার পক্ষে আমাদের দরদমাখা ক্ষুদ্র উচ্চারণকে কবুল করুন। সর্বোপরি ভাল মানুষ হওয়ার, ভাল মুসলমান হওয়ার যেন সাহস পাই। আল্লাহপাক আমাদের সেই তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!!

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি।

নারীর অধিকার ও নিরাপত্তা রক্ষায় পর্দা

*মুহাম্মাদ মা'ছূম বিল্লাহ**

পর্দা ইসলামের এমন বিধান, যা শরী'আতের হুকুম পালনের পাশাপাশি নারী জাতির অধিকার ও নিরাপত্তা রক্ষার এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। ইসলাম নারীদের ইয্যত-আব্রু ও অধিকার সুরক্ষার জন্য অপরিহার্য করেছে পর্দার বিধান। পর্দা নারী স্বাধীনতা খর্ব করেনি; বরং গ্লানির গহ্বরে কলংকের কাদায় নিক্ষিপ্ত হওয়া ও প্রদর্শনী হওয়া থেকে তাদের রক্ষা করেছে।

অথচ অজ্ঞতার যুগে নারীরা ছিল অবহেলিত, নির্যাতিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত ও উপেক্ষিত। তাদেরকে শুধুমাত্র ভোগের সামগ্রী বলে মনে করা হ'ত। কিন্তু ইসলাম এসে নারীকে তার যথাযথ মর্যাদা দিয়েছে। তাকে ভোগের সামগ্রী হওয়া থেকে রক্ষা করে নারীর যোগ্য সম্মানে ভূষিত করেছে। সে যুগে তাদের পর্দা বলতে কিছুই ছিল না। ইসলাম পর্দা প্রথা প্রবর্তন করে নারীত্বের মর্যাদাকে আরো বৃদ্ধি করেছে। আর এটা বিধিবদ্ধ করে দিয়েছে যে, মুমিন মহিলারা গৃহের (পর্দার) মধ্যে থাকবে। তারা তাদের শরীরের সৌন্দর্যকে পরপুরুষের সামনে প্রদর্শন করবে না। যেভাবে অজ্ঞতার যুগে নারীরা তাদের সৌন্দর্য ও দেহ সৌষ্ঠবকে প্রদর্শন করত। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى–

'তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান কর এবং অজ্ঞতার যুগের ন্যায় সৌন্দর্য প্রদর্শন কর না' *(আহযাব ৩৩)*।

আলোচ্য আয়াতে দু'টি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে। এক- নারীদের বাড়ী থেকে বের না হওয়া। দুই- প্রয়োজনের তাকীদে যদি বের হ'তেই হয় তবে যেন সৌন্দর্য ও দেহ সৌষ্ঠব প্রদর্শন করে বের না হয়।

পর্দার আরবী পরিভাষা হ'ল 'হিজাব'। পর্দা এমন বিধান, যা পাশবিক বিশৃংখলা হ'তে হেফাযত করে এবং মানবিক মর্যাদার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করে। পর্দার বিধান কারো মনগড়া আইন বা সামাজিক প্রথা নয়; বরং এটি আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক মুমিন নারীদের জন্য উপহার। ছিয়াম ও ছালাত যেমন ফরয, পর্দাও তেমনি ফরয। একমাত্র পর্দাই নারীকে লাঞ্ছনার গ্লানি হ'তে মুক্ত রাখতে পারে। পর্দা নারীকে গৃহবন্দী করে না; বরং নারীর নারীত্বের সার্বিক নিরাপত্তা দান করে। পর্দার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ أٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِىْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِىْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِيْنَ غَيْرِ أُوْلِى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِالطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَايُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَتُوْبُوْآ إِلَى اللهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ–

'আপনি মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে এবং যা প্রকাশমান তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্যকে প্রকাশ না করে। আর তারা যেন তাদের মাথার ওড়নাকে তাদের বক্ষদেশে ফেলে রাখে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা-রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারো নিকট তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে এবং তারা যেন তাদের গোপন আবরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' *(নূর ৩১)*।

'খিমার' হ'ল এমন কাপড়, যা নারী মাথায় ব্যবহার করে এবং তার দ্বারা গলা ও বক্ষ আবৃত হয়ে যায়।[১]

মুমিন মহিলারা তাদের কাপড়ের কিয়দাংশ তাদের নিজেদের উপর টেনে দিবে যাতে তাদের চেনা যায়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

يَأَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيْبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُّعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا–

'হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণ, কন্যাগণ ও মুমিন স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দাংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদের চেনা সহজ হবে। ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু' *(আহযাব ৫৯)*।

** ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, অনুবাদঃ মাওলানা মহিউদ্দীন খান, পৃঃ ৯৪০।*

Contents

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, মহিলারা মাথার উপর দিয়ে চাদর টেনে মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলবে। যাতে দাসীদের হ'তে তাদের পৃথক করা যায়। আর দুষ্টুদের কবল হ'তে নিরাপদ থাকা যায়।[২] তাছাড়া আয়াতে নবী পত্নীগণের উল্লেখ থাকলেও এ বিধান সমগ্র নারীর ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। মূলতঃ পর্দার বিধান পুরুষ ও নারীর অন্তরকে মানসিক কুমন্ত্রণা হ'তে পবিত্র রাখার উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত হয়েছে। পর্দা অন্তরের পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতা অর্জনে অধিক সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ 'এটা (পর্দার বিধান) তোমাদের অন্তর এবং তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ' *(আহযাব ৫৩)*।

বর্তমান সমাজে পর্দার বড়ই অভাব। এই পর্দাহীনতার ফলেই নারীরা আজ ধর্ষণ, অপহরণ সহ বিভিন্ন যুলুম ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। পাশ্চাত্যের নারীদের জীবন ও পরিণতি খুবই করুণ। যৌবনের সজীবতা যতদিন অক্ষুণ্ন থাকে ততদিন ভ্রমর পুরুষরা তাদেরকে ভোগের সামগ্রীর মত ব্যবহার করে। অতঃপর তাদেরকে নিক্ষেপ করে আস্তাকুঁড়ে।

বর্তমানে দেশে-বিদেশে নারীর অধিকার ও নিরাপত্তা রক্ষার ধ্বনি শুনা যাচ্ছে। কিন্তু নারীর অধিকার ও নিরাপত্তা রক্ষার আবরণে সুকৌশলে নারীকে অশ্লীল কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। নারীকে বিজ্ঞাপনের মডেল হিসাবে প্রকাশ ও প্রচার করা হচ্ছে। যা ভদ্রতা ও শালীনতার পরিপন্থী এবং নারীকে বিবস্ত্র করার নামান্তর।

আবার নারীর অধিকার ও সম্ভ্রম রক্ষা এবং নারীমুক্তির নামে নারী কল্যাণ সমিতি গঠিত হয়েছে। তারা মহৎ উদ্দেশ্যে কাজ করতে গিয়ে এমন কিছু অশুভ সংস্কৃতির চর্চা করেন, যা ইসলামী সংস্কৃতিতে অমার্জিত ও অবৈধ। তাদের দ্বারা নারীমুক্তির কথা ভাবা মানে, হাতে তাল গাছ গজানোর মত।

সুতরাং তথাকথিত প্রগতির প্রবক্তা নেত্রীদের বলব, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় চেতনা ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়, এমন কিছু চালু করা মানে নিজেদের পায়ে কুঠারাঘাত করা। এখনই চিন্তাশীল, শিক্ষিত ও আত্মমর্যাদাশীল নারীদের সচেতন হ'তে হবে। মিথ্যা সখের নেশায় বিভোর হয়ে পাশ্চাত্যের অনুসরণ করে নিজেকে ধ্বংস না করে এগিয়ে আসতে হবে ইসলামী সংস্কৃতি তথা পর্দার বিধান পালনে। তবেই নারীর প্রকৃত অধিকার ও নিরাপত্তা রক্ষা সম্ভব হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!!

২. ঐ, পৃঃ ১০৯৬।

আত্মশুদ্ধির অনন্য সোপান তাক্বওয়া

*শরীফা বিনতু আব্দুল মতীন**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তাক্বওয়ার কতিপয় দৃষ্টান্তঃ

তাক্বওয়া এমন এক অদৃশ্য শক্তি, যার স্পর্শে মানুষ নিজের প্রতিটি সময়, যাবতীয় শ্রম, সকল পদক্ষেপ, সমস্ত পরিকল্পনা, সর্বপ্রকার কষ্ট এমনকি অবশেষে সুন্দর পৃথিবীর সুখী জীবনের উপর সমাধি রচনা করে পরকালমুখী হ'তে কুণ্ঠিত হয় না। তাক্বওয়া এমন এক শক্তি, যার ফলে মডার্ণ মূর্খতার যুগেও গুটিকতেক বনু আদমের বক্ষপিঞ্জরে প্রশান্তির মৃদু সমীরণ প্রবাহিত হয়। ইসলামের জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত যে সমস্ত মনীষীর জীবন-কাহিনী ইতিহাসের তরণিকে কুলকুল বেগে বয়ে নিয়ে চলেছে, তাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন আল্লাহভীতির এক একটি মাইলফলক। এসব ঘটনাবলী মুসলিম উম্মাহকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেছে। যুগিয়েছে আল্লাহ্র পথে কাজ করে যাওয়ার অদম্য মনোবল। আর ইতিহাসকে করেছে সুশোভিত ও চিত্তাকর্ষক। পাঠকদের উদ্দেশ্যে এখানে তাক্বওয়ার কতিপয় দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হ'ল-

(১) ইসলামের ইতিহাসের প্রসিদ্ধ ছাহাবী আম্মার ইবনু ইয়াসির (রাঃ), যাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় জবান দ্বারা শয়তান থেকে নিরাপত্তা দান করেছেন।[২৫] ঈমান গ্রহণের কারণে তার গোটা পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়। মক্কার কোরাইশরা তাঁর পিতা-মাতা ও ভাইকে নির্মমভাবে শহীদ করে। ইসলাম গ্রহণের প্রাক্কালে একদিন আম্মার (রাঃ), তাঁর মাতা সুমাইয়া ও পিতা ইয়াসির (রাঃ)-কে মক্কার উত্তপ্ত মরুভূমিতে ফেলে শাস্তি দেওয়া হচ্ছিল। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের পার্শ্ব অতিক্রম করেন এবং তাদেরকে সান্ত্বনাসুলভ অভয় বাণী শুনান যে,

صَبْرًا يَاآلَ يَاسِرٍ، فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الجَنَّةُ

'ধৈর্যধারণ কর হে ইয়াসির পরিবার! নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিশ্রুত স্থান হচ্ছে জান্নাত'।[২৬]

অতঃপর একদিন সুমাইয়া, ইয়াসির ও তদীয় পুত্র আম্মার (রাঃ) কাফির কর্তৃক শাস্তি ভোগ করছেন এহেন মুহূর্তে আবূ জাহল তাদের পার্শ্ব অতিক্রম করে। সে তার বর্শা দ্বারা সুমাইয়া (রাঃ)-এর লজ্জাস্থানে সজোরে আঘাত করলে সুমাইয়্যা (রাঃ) শাহাদত বরণ করেন।[২৭] ইসলামের ইতিহাসে রক্তবর্ণে তাঁরই নাম সর্বাগ্রে লেখা, যিনি সর্বপ্রথম আল্লাহ্র পথে শহীদ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন।

(২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশে গোয়েন্দা কাজে বের হয়ে খুবাইব (রাঃ) কাফেরদের হাতে বন্দী হন। তিনি বদর যুদ্ধে হারিছ ইবনু আমিরকে হত্যা করেছিলেন বিধায় তার পুত্ররা বদলা নেয়ার জন্য তাঁকে ক্রয় করে নেয়। একদিন তারা খুবাইবকে হত্যা করার জন্য হারামের সীমানার বাইরে নিয়ে যায়। তখন খুবাইব (রাঃ) বলেন, আমাকে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করার সুযোগ দাও। তারা সুযোগ দিলে তিনি দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে বলেন,

واللّٰهِ لَوْلاَ أَنْ تَحْسَبُوْا أَنَّ مَا بِىْ جَزَعٌ لَزِدْتُ

'আল্লাহ্র কসম! আমি মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছি, তোমরা এ কথা না ভাবলে আমি ছালাত আরো দীর্ঘায়িত করতাম'।

অতঃপর দো'আ করেন,

اَللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا وَلاَتَبْقِ أَحَدًا

'হে আল্লাহ! তাদেরকে এক এক করে গুণে রাখ, তাদেরকে বিক্ষিপ্তভাবে হত্যা করো এবং তাদের একজনকেও বাকী রেখ না'। তারপর তিনি আবৃত্তি করেন,

فَلَسْتُ أُبَالِىْ حِيْنَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا ٭ عَلَى أَىِّ جَنْبٍ كَانَ لِلّٰهِ مَصْرَعِىْ

وَذَالِكَ فِىْ ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ ٭ يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ–

'আমাকে যখন একজন মুসলিম হিসাবে হত্যা করা হয় তখন আমি কোন কিছুকেই পরোওয়া করি না। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে যে কোন অবস্থাতেই আমার মৃত্যু হৌক তা যেহেতু আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য, তিনি ইচ্ছা করলে আমার কর্তিত অঙ্গে বরকত প্রদান করবেন'। এরপর হারিছের পুত্র সারুআ উকবা তাঁর দিকে দাঁড়াল এবং তাঁকে শহীদ করে দিল।[২৮]

---

* *কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।*

২৫. *ছহীহুল বুখারী, ৩য় খণ্ড (ঢাকাঃ তাওহীদ পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০০৪), পৃঃ ৫৭২।*

২৬. *ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিইয়্যাহ, যাদুল মা'আদ ফী হাদয়ি খাইরিল ইবাদ (বৈরুতঃ মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২৭ তম সংস্করণ, ১৯৯৪ খৃঃ), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২২।*

২৭. *পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৩।*

২৮. *ছহীহুল বুখারী, কিতাবুল মাগাযী (ঢাকাঃ তাওহীদ পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশঃ অক্টোবর ২০০৫), ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২১।*

কতই না দুর্ভেদ্য ও সুগভীর তাদের আল্লাভীরুতা! স্থির হয়ে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করলেন, তাদের সামনে তাদেরই বিরুদ্ধে দো'আ করলেন এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিতে পেরে সৌভাগ্যবান মনে করে প্রবোধ লাভ করলেন। সাক্ষাৎ মৃত্যুর কথা ভেবে এতটুকুও ঘর্মাক্ত হননি তিনি!

(৩) ঈমান আনয়নের কারণে সিংহচেতা ছাহাবী বিলাল (রাঃ) অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন উমাইয়া ইবনু খাল্‌ফের ক্রীতদাস। বিলাল (রাঃ) -এর ইসলাম গ্রহণ উমাইয়ার তপ্তলহু বরদাশত করতে পারেনি। সে বিলাল (রাঃ)-কে ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। বিলাল (রাঃ) ইসলামের উপর অবিচল থাকলে বেছে নেয় নির্যাতনের পথ। চাবুক মেরে রক্তাক্ত করে ফেলে বিলালকে। কিন্তু বিলাল (রাঃ) তেজোদীপ্ত কণ্ঠে বলতেন, (أَحَد، أَحَد) 'আহাদ' 'আহাদ'

ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন যে, বিলাল (রাঃ)-কে মক্কার উপত্যকায় ফেলে তার পিঠে চাবুক মারা হ'ত এবং তারা বলতে থাকত তোমার প্রভু হচ্ছে লাত, উয্‌যা। কিন্তু বেলাল (রাঃ) জবাব দিতেন 'আহাদ, আহাদ'। আমার প্রভু আল্লাহ- এক, অদ্বিতীয়।[২৯]

বিলাল (রাঃ) স্বীয় অবস্থানে অনড় থাকলে উমাইয়া নিপীড়নের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। সে বিলাল (রাঃ)-কে প্রচণ্ড রৌদ্রে লৌহবর্ম পরিধান করিয়ে মরুভূমির উত্তপ্ত উপত্যকায় ফেলে রাখত। উপর থেকে সূর্যতাপ, নিচে মরুভূমির অগ্নিদৃশ্য বালির তাপ এবং পরিহিত বর্মের তাপ এই ত্রিমুখী তাপের সেকে বিলালের জীবন ওষ্ঠাগত হ'ত। এরপরেও ঈমানী চেতনায় উদ্দীপ্ত বিলাল আর্তকণ্ঠে বলে ওঠতেন 'আহাদ, আহাদ'।[৩০]

বিলালের ঈমানের চমকিত আভায় উমাইয়া অন্তর্দহনে পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছিল। সে নিপীড়নের মাত্রা আরো বাড়িয়ে মর্তের রাক্ষসে পরিণত হয়। সে বিলাল (রাঃ)-কে চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় গলায় রশি বেঁধে উচ্ছৃংখল যুবকদের হাতে তুলে দিয়ে মক্কার অলিতে গলিতে তাঁকে টেনে-হেঁচড়ে শাস্তি দানের নির্দেশ দেয়। উচ্ছৃংখল যুবকেরা বিলালকে নিয়ে দিনব্যাপী পৈশাচিক নৃত্য করত। জান্নাতের অনন্ত আহ্বানে অবনত মস্তকে সাড়া দিয়ে দৃপ্তকণ্ঠে বিলাল বলতেন, 'আহাদ, আহাদ'।[৩১]

শাস্তির ধরণ ও মাত্রা বেড়ে চললেও বিলালের ঈমানের নিকট যখন উমাইয়ার শাস্তি অরণ্যে রোদনে পরিণত হয় তখন সে নতুন শাস্তির পথ বেছে নেয়। সে ভর দুপুরে মরুভূমির স্ফুলিঙ্গ সদৃশ বালিকণার উপরে বিলালকে চিৎ করে শুইয়ে দিত এবং প্রকাণ্ড পাথর তার বুকের উপর চাপা দিয়ে হায়েনাপ্রাণ উমাইয়া বলত,

لاَتَـزَالُ هَكَـذَا حَتـىَّ تَمُـوْتَ أَوْتَكْفُـرَ مُحَمَّـدًا وَتَعْبُـدَ اللَّـاتَ وَالْعُزَّى–

'মৃত্যুঅবধি তুই এভাবেই থাক, নতুবা মুহাম্মাদকে অস্বীকার কর এবং লাত, উয্‌যার ইবাদত কর'।

ঈমানের উপর ক্রীতদাস বিলালের এই সুস্পষ্ট ও দৃঢ় অবস্থান যেন তৎকালীন কুরাইশ নেতৃবৃন্দের অহংকারের পালের হাওয়াকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। তাইতো উমাইয়া অবশেষে বিলালকে বিক্রয় করে দিতে বাধ্য হয়েছিল।

(৪) মর্সিয়া বা শোকগাঁথার শ্রেষ্ঠ কবি খানসা (রাঃ) স্বগোত্রীয় যুদ্ধে আপন ভাই মু'আবিয়া ও সৎ ভাই ছাখরকে হারিয়ে কাঁদতে কাঁদতে অন্ধপ্রায় হয়ে গিয়েছিলেন। তাদের শোকেই কাব্যাঙ্গনে তার মর্সিয়া কবিরূপে আত্মপ্রকাশ ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন। অথচ সেই খানসা (রাঃ)-ই ৬৩৮ খৃঃ কাদেসিয়ার যুদ্ধে তদীয় চার পুত্রকে অংশগ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করেন এবং অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে উপদেশ দেন। যুদ্ধে তার চার পুত্রই শাহাদত বরণ করেন। তাঁর নিকট যখন এই সুসংবাদ পৌঁছে তখন তিনি কোন রোদন বা আহাজারি না করে বরং সন্তুষ্টচিত্তে বলে ওঠেন-

الحمد لِلَّهِ شَرَّفَنِى بِقَتْلِهِمْ، وَأَرْجُوْ مِنْ رَّبِّى أَنْ يَجْمَعَنِىْ بِهِمْ فِىْ مُسْتَقَرِّ الرَّحْمَةِ–

'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি তাদেরকে শহীদ করার মাধ্যমে আমাকে সম্মানিতা করেছেন। আমি আমার রবের নিকট এ আশা ব্যক্ত করি যে, তিনি তাঁর রহমতের স্থিতিশীলতার স্থানে আমাকে যেন তাদের সাথে একত্রিত করেন'।[৩২]

---

২৯. *আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান ইবনুল জাওযী, আল মুন্তাযাম ফী তারীখিল মুলুক ওয়াল উমাম (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, তাবি), ৪ খণ্ড, পৃঃ ২৯৭।*
৩০. *প্রাগুক্ত, ৪/২৯৮।*
৩১. *প্রাগুক্ত, ৪/২৯৭।*
৩২. *হান্না আল-ফাখূরী, তারীখুল আদাব আল-আরাবী, (আল-মাতবা'আতুল বুলিসিয়া, তাবি), পৃঃ ১৯০।*

(৫) হযরত বুরায়দা (রাঃ) বলেন, একদা মায়েয ইবনে মালেক (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে পবিত্র করুন। তিনি বললেন, আফসোস তোমার জন্য, চলে যাও, আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তওবা কর। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি চলে গেলেন এবং সামান্য দূরে গিয়েই পুনরায় ফিরে আসলেন এবং আবারও বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে পবিত্র করুন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবারও তাকে পূর্বের ন্যায় বললেন। এভাবে তিনি যখন চতুর্থবার এসে বললেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমাকে কোন জিনিস থেকে পবিত্র করব? তিনি বললেন, যিনা হ'তে। তার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, লোকটি কি পাগল? তারা বললেন, জী না, পাগল নয়। তিনি আবার বললেন, সে কি মদ্য পান করেছে? তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে তার মুখ শুঁকে দেখেন; কিন্তু মুখ থেকে কোন মদের গন্ধ পাওয়া গেল না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি কি সত্যিই যিনা করেছ? তিনি বললেন, জী হ্যাঁ। এরপর তাকে রজমের (প্রস্তরাঘাতে হত্যা) নির্দেশ দিলেন। তখন তাকে রজম করা হ'ল। এ ঘটনার দু-তিন দিন পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এসে বললেন, তোমরা মায়েয ইবনে মালেকের জন্য ইস্তেগফার কর। কেননা সে এমন তওবা করেছে, যদি উহা সমস্ত উম্মতের মধ্যে বিতরণ করা হয়, তবে উহা সকলের জন্য যথেষ্ট হবে।

অতঃপর আযদ বংশের গামেদী গোত্রীয় জনৈকা মহিলা এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে পবিত্র করুন। তিনি বললেন, তোমার প্রতি আক্ষেপ! তুমি চলে যাও, আল্লাহর কাছে ইস্তেগফার কর এবং তওবা কর। তখন মহিলাটি বলল, আপনি মায়েয ইবনে মালেককে যেভাবে ফিরিয়ে দিয়েছেন আমাকেও কি সেভাবে ফিরিয়ে দিতে চান? দেখুন, আমার এই গর্ভ যিনার। তিনি বললেন, তুমি সত্যিই গর্ভবতী? মহিলাটি বলল, জী হ্যাঁ। অতঃপর তিনি বললেন, যাও, বাচ্চা প্রসব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। বর্ণনাকারী বলেন, তখন এক আনছারী লোক মহিলাটিকে নিজ তত্ত্বাবধানে নিয়ে যান। সন্তান প্রসব হওয়ার পর মহিলাটি এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! গামেদিয়া মহিলাটি প্রসব করেছে।

অপর রেওয়াতে আছে, সন্তান প্রসবের পর যখন মহিলাটি আসল তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আবার চলে যাও এবং তাকে দুধ পান করাও। দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত অপেক্ষা কর। বাচ্চাটির যখন দুধ পান বন্ধ হয় তখন মহিলাটি বাচ্চার হাতে একখণ্ড রুটি দিয়ে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হ'ল। এবার মহিলা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই দেখুন তার দুধ ছাড়ানো হয়েছে, এমনকি সে নিজের হাতে খাবারও খেতে পারছে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাচ্চাটিকে একজন মুসলমানের হাতে তুলে দিলেন। মহিলাটির জন্য গর্ত খোঁড়ার নির্দেশ দেয়া হ'ল। অতএব তার জন্য কবর পর্যন্ত গর্ত খোঁড়া হ'ল। অতঃপর লোকদেরকে নির্দেশ দিলেন, তারা মহিলাটিকে রজম করল। খালিদ ইবনু ওয়ালীদ (রাঃ) সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তার মাথায় একখণ্ড পাথর নিক্ষেপ করতেই রক্ত ছিটে এসে তার মুখে পড়ল। এতে তিনি রাগান্বিত হয়ে মহিলাটিকে তিরস্কার করে গাল-মন্দ করতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এতদশ্রবণে বললেন, থাম খালিদ! সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয়ই মহিলাটি এমন তওবা করেছে যদি কোন বড় যালেমও এধরনের তওবা করে তারও মাগফেরাত হয়ে যাবে। অতঃপর তিনি জানাযা পড়ার নির্দেশ দিলেন। তার জানাযা পড়া হ'ল এবং দাফনও করা হ'ল।[৩৩]

অপর এক রেওয়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জানাযার ছালাত পড়ালেন। ওমর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! এ মহিলা তো যিনা করেছে, তবুও আপনি তার জানাযার ছালাত পড়ছেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, সে এমন তওবা করেছে, যা ৭০ জন মদীনাবাসীর মধ্যে ভাগ করে দিলেও যথেষ্ট হয়ে যেত। যে মহিলা তার প্রাণকে আল্লাহ্‌র জন্য স্বেচ্ছায় উৎসর্গ করে দেয় তার এরূপ তওবার চেয়ে ভালো আর কোন কাজ তোমার কাছে আছে কি?[৩৪]

(৬) ইয়ারমূকের যুদ্ধ সংঘটিত হয় মুসলমান ও রোমান বাহিনীর মধ্যে। ৬৩৬ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ২৪ হাযার আর রোমানদের সৈন্য সংখ্যা ১ লাখ ২০ হাযার। মুসলমানদের প্রধান সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালীদ। তাঁর নেতৃত্বে আবূ সুফিয়ান যুদ্ধের প্রাক্কালে এক জ্বালাময়ী বক্তব্য প্রদান করেন। বক্তব্যে তিনি মহিলাদের উদ্দেশ্য করে বলেন,

مَنْ رَأَيْتُنَّهُ فَارًّا فَاضْرِبْنَهُ بِهَذَا الْأَحْجَارِ وَالْعَصَى حَتَّى يَرْجِعَ

৩৩. *মুসলিম, মিশকাত, কিতাবুল হুদূদ, হা/৪৩০৬।*

৩৪. *মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন, ১ম খণ্ড, হা/২২, পৃঃ ৪৪ 'তওবা' অনুচ্ছেদ।*

Contents

'মুসলমানদের কোন সৈন্যকে পালিয়ে যেতে দেখলে তোমরা তাদেরকে এই লাঠি ও পাথর দ্বারা প্রতিহত করবে যতক্ষণ না সে ফিরে আসে'।[৩৫] যুদ্ধের বিভীষিকায় কিছু মুসলিম সেনা পলায়ন করার চেষ্টা করলে অপেক্ষমান মহিলাগণ তাদেরকে পাথর নিক্ষেপ করে এবং কাঠ দিয়ে প্রহার শুরু করে। এ সময় খাওলা বিনতু ছা'লাবাহ কবিতা আবৃত্তি করেন-

يَا هَارِبًا عَنْ نِسْوَةٍ تَعِيَّاتٍ + فَعَنْ قَلِيْلٍ مَاتَرَى سَبِيَّاتٍ

وَلاَ حَصِيَّاتٍ وَلاَ رَضِيَّاتٍ

'হে পলাতক ব্যক্তি! তুমি পরহেযগার মহিলাদেরকে ফেলে রেখে পালাচ্ছ। জেনে রেখো, অবিলম্বে তুমি তাদেরকে খৃষ্টানদের হাতে বন্দী দেখতে পাবে। বুদ্ধিমতি ও পসন্দের মহিলাদেরকে তোমরা আর দেখতে পাবে না'। অতঃপর সকলেই স্ব-স্ব স্থানে ফিরে আসে।[৩৬]

যুদ্ধ প্রলম্বিত হয়। যুদ্ধের তীব্রতা বাড়তে থাকে। আবারো কতিপয় সেনা পলায়ন করতে উদ্যত হ'লে মহিলাগণ তাদেরকে প্রহার করে বলতে থাকেন-

اَيْنَ تَذْهَبُوْنَ وَتَدَعُوْنَنَا لِلْعُلُوْجِ

'আমাদেরকে নাস্তিকদের হাতে ছেড়ে তোমরা কোথায় যাচ্ছ?[৩৭] মহিলাদের ধমক শুনে কোন সৈন্যই সেদিন পলায়ন করতে পারেনি। আল্লাহ্র ইচ্ছায় রোমানদের বিপরীতে মুসলমানদের বিজয় সুনিশ্চিত হয়।

(৭) ওমর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে একদিন খাব্বাব (রাঃ) তাঁর নিকটে গেলেন। তিনি কুরাইশদের হাতে খাব্বাব যে নির্যাতন ভোগ করেছিলেন তা জানতে চাইলেন। খাব্বাব প্রথমত তা জানাতে সংকোচবোধ করলেন। খলীফার বারবার পীড়াপীড়িতে তিনি চাদর সরিয়ে নিজের পিঠ আলগা করে দিলেন। ওমর (রাঃ) তাঁর পিঠের বীভৎস রূপ দেখে আঁতকে ওঠে জিজ্ঞেস করেন, এ কেমন করে হ'ল? খাব্বাব বললেন, পৌত্তলিকরা আগুন জ্বালিয়ে তা অঙ্গারে পরিণত হ'লে তারা আমার শরীরের কাপড় খুলে উক্ত জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর আমাকে চীৎ করে শুইয়ে দেয়। এতে আমার পিঠের হাড় থেকে গোশত খসে পড়ে। এমনকি আমার পিঠের গলিত চর্বিই সেই আগুন নিভিয়ে দেয়।[৩৮]

দৃষ্টান্তগুলো উল্লেখ করে এক অজানা অনুভূতি যেন প্রশ্নবাণ ছুঁড়ে বলছে- ওরে! এগুলো কি রূপকথা? তোমার এই দূরবস্থা কেন? আল্লাহভীতির মায়াবী ইশারা তোমার ঘাড় ফিরাতে পারেনি? চোখ বন্ধ করে এক পলক ভেবে দেখ- কত ফারাক তোমার ও তাদের মাঝে? এজন্যই যুবক আফগানিস্তান বুশের এক ইশারায় বৃদ্ধে পরিণত হ'ল। বৃদ্ধ আফগান দীর্ঘদিন ধুঁকে ধুঁকে এক পর্যায়ে মৃত্যুবরণ করে। বিশ্বে ১৩০ কোটিরও বেশী মুসলমান। অথচ মুসলিম বিশ্ব নীরব! ইরাক তো আজ ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে। আর ক'দিন বাদে ইরাকও করুণ আর্তনাদ করতে করতে জীবনী শক্তি হারিয়ে ফেলবে। বর্তমান বিশ্বে প্রায় ৪৫০ কোটি বনু আদম রয়েছে। এ তুলনায় মুসলমানের সংখ্যাও খুব কম নয়। বদরের যুদ্ধে ৩১৩ জন মুসলিম সেনার বিপরীতে কাফিরদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ১,০০০। অথচ তাদের নিকট থেকে এই স্বল্প সংখ্যক মুসলমান বিজয়মাল্য ছিনিয়ে এনেছিলেন। বদরী ছাহাবীগণের আল্লাহভীতি আজকের মুসলমানদের মাঝে থাকলে ইরাক ও আফগানিস্তান বদর প্রান্তে পরিণত হওয়া কোনই ব্যাপার ছিল না। দুর্ভাগ্য মুসলমানদের! মুসলমানরা আজ অপর মুসলিম ভাইয়ের রুদ্ধশ্বাস জীবন যাপন, বুলেটের খোরাক হওয়ার চিত্র নির্বিকার চিত্তে চেয়ে চেয়ে দেখছে। তারা যেন নিজেদের চেতনা হারিয়ে মুসলিম ঐতিহ্য ভুলতে বসেছে। তাদের অনৈক্যের চিড় যতই প্রশস্ত হচ্ছে তারা ততই গভীর থেকে গভীরতর বঞ্চনার খাদে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। আফগানিস্তান, ইরাক, ফিলিস্তীন ও লেবাননকে হুলাকু, চেঙ্গিসের যোগ্য উত্তরসূরী বুশ তীলে তীলে শেষ করে দিচ্ছে। অথচ পৃথিবীর তাবৎ মুসলিম মুখে কুলুপ এটে বসে আছে।

মুসলিম বোনদের দৃষ্টি আকর্ষণঃ

মুসলিম বোন! আমরা নারী। মানুষ গড়ার কারিগর। আরব্য কবি হাফিয ইবরাহীম বলেছেন,

اَلْأُمُّ مَدْرَسَةٌ إِذَا أَعْدَدْتَهَا أَعْدَدْتَ شَعْبًا طِيْبَ الْأَعْرَاقِ

'মা হ'ল একটি মাদরাসাতুল্য। যদি তাকে সযত্নে গড়ে তোল, তাহ'লে তুমি এক মহা পবিত্র জাতিকে গড়ে তুললে'।

---

৩৫. *হাফিয ইবনু কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি) ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১০।*
৩৬. *প্রাগুক্ত ৪/১১ পৃঃ।*
৩৭. *প্রাগুক্ত, ৪/১৩ পৃঃ।*
৩৮. *মুহাম্মাদ আবদুল মা'বুদ, আসহাবে রাসূলের জীবন কথা (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, এপ্রিল ২০০২), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৫-৮৬; গৃহীতঃ হায়াতুছ ছাহাবাহ ১/২৯২; মুসতাদরাক, সিরাতু ইবনু হিশাম, টীকা- ১/৩৪৩।*

Contents

সত্যিই তো আমরা নারী হিসাবে অন্ততঃ এ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি যে, পরিবারে মায়েদের প্রভাবটা সবচেয়ে বেশী। প্রতিটি সন্তান তার মায়ের বৈশিষ্ট্য আগলে রাখে। আজকের প্রেক্ষাপটে একজন আল্লাহভীরু ব্যক্তির বড়ই প্রয়োজন। দেশ যখন স্বার্থসিদ্ধির মিছে খেলায় ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে তখন আল্লাহভীরু জাতিই পারে দুর্নীতিতে পরপর পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কলঙ্কিত অধ্যায় মুছে দিয়ে দেশের মানুষকে সুখকর স্বপ্ন দেখাতে। একটি তাক্বওয়াশীল জাতিই পারে দেশকে সত্যিকার সোনার বাংলায় পরিণত করতে।

মুসলিম বোন! সে জাতি গড়ার দায়িত্ব আমাদের। মুসলিম স্বার্থ রক্ষার জন্য সর্বাগ্রে সচেতন হ'তে হবে আমাদেরকে। পূর্বে উল্লিখিত মহিলা কবি খানসা (রাঃ)-এর কথা চিন্তা করুন! তিনি কি এত নিষ্ঠুরপ্রাণ রমণী ছিলেন যে, চার চারটি তরুণ পুত্রকে হারিয়ে সামান্যতম শোক করার অনুভূতিও তার ছিল না? নিশ্চয়ই নয়। ব্যাপারটি অন্যরকম। ইসলামের কষ্টিপাথর তাক্বওয়ার মাধ্যমে তিনি নিজেকে এতটা পরিশুদ্ধ করেছিলেন যে, জান্নাতের অনন্ত প্রতিদানের সামনে তার নিকট পার্থিব মুছীবত তুচ্ছ মনে হয়েছে। খানসা (রাঃ)-এর জান্নাত লিপ্সা যদি আমরা ধারণ করি তবে আমাদের সন্তান হবে দেশ ও জাতির অকুতোভয় বীর সেনানী।

দৃষ্টিপাত করুন ইয়ারমূক প্রান্তরের নারীদের প্রতি! রণপ্রান্তরে তাদের পুরুষদের হীনমন্যতার বিরুদ্ধে কি অনুসরণীয় ভূমিকাই না পালন করেছিলেন তারা। মুসলমানদের এই বিপর্যয় মুহূর্তে যদি আমরা তাদের অবস্থান গ্রহণ করি তবে দুর্নীতিবাজ দুর্নীতি ত্যাগ করতে বাধ্য হবে। কারণ নারীর প্ররোচনায় পুরুষ দুর্নীতি করতে উদ্যত হয়। তারা যদি অল্পেতুষ্ট থাকে তবে কোন পুরুষ কি সূদ-ঘুষের দিকে হাত বাড়াতে পারে? অস্ত্র তাক করে পরের ধন ছিনিয়ে নিতে পারে? আমরা যদি দৃঢ় হই তবে আমাদের পরিবার হবে সোনালী যুগের পরিবারের ন্যায় অনন্য। আধুনিকতা যেখানে ফুলে ফেঁপে বিশাল তরঙ্গ হয়ে ধরণী উপকূলে আছড়ে পড়ছে সেখানে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যয় করব, হালাল রুযী থেকে সাধ্যানুযায়ী ছাদাক্বা করব, নিকটাত্মীয়দের জন্য ব্যয় করব এবং সকলের অধিকার পূরণে সচেষ্ট হব, যেমন করতেন উম্মাহাতুল মুমিনীন। ইদানিংকালে নিত্যনতুন অত্যাধুনিক শপিং কমপ্লেক্স গড়ে উঠছে। এগুলোতে নাকি নারী পণ্যের ঢল। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আমরা গতানুগতিকতায় ভেসে যেতে চাইনা। আমরা হ'তে চাই সমাজের আর দশটা নারীর চেয়ে ভিন্ন। মুসলিম বোনদের স্মরণ রাখতে হবে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ঘেরা এই পৃথিবীর নিটোল যৌবনে একদিন ধস নামবে, ধ্বংস হয়ে যাবে ভোগবাদীদের সুখের বাসর। কিন্তু নির্যাতিত আশাআরায়ে মোবাশশারাহ, দারিদ্রক্লিষ্ট আছহাবে ছুফফা, গৃহ হ'তে বিতাড়িত অগণিত সাহাবায়ে কেরাম হাযার বছর পূর্বে অতীত হয়ে গেলেও আজও তারা ইতিহাসের পাতায় প্রদীপ্ত, উজ্জ্বল, অমর ও অম্লান হয়ে আছেন। এরপরও কি আমরা পার্থিব চাকচিক্য ও জৌলুসকেই শ্রেয় মনে করব? তাদেরকে যদি জীবন চলার আদর্শরূপে গ্রহণ করি তবে আমরা আল্লাহ্র নৈকট্যশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারব। হ'তে পারব আল্লাহ্র কৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' এরূপ নারীরই প্রত্যাশা করে।

সমাপনীঃ

তাক্বওয়া ইসলামের মূল্যবান অলঙ্কার। তাক্বওয়ার মাধ্যমে অবগত হওয়া যায় ইসলামে একজন ব্যক্তির অবস্থান কতটা দৃঢ়। তাক্বওয়ার অভাবে আজ মুসলিম বিশ্ব অর্ধ মৃত। এরই অভাবে আজ সোনার বাংলা অস্ত্রের বাংলায় রূপ নিতে চলেছে। জাতি যদি আল্লাহভীরু হ'ত তবে আমাদের দেশের কোর্ট হ'ত আবুবকর (রাঃ)-এর খেলাফতকালের কোর্টের মত। যেখানে চীফ জাষ্টিস ওমর (রাঃ) এক বছর কোর্টে যাতায়াত করেছেন কিন্তু কোন মামলা কেউ দায়ের করেনি। আর দেরী নয়, আসুন! আমরা আল্লাহভীরুতা হাছিল করি এবং সে মোতাবেক পরিবার পরিচালনা করি। আমাদের নীরব বিপ্লবে দেশ একদিন মুখরিত হবে ইনশাআল্লাহ। নিজেকে আল্লাহ্র নিকট সপে দিয়ে একান্ত বিনয়ভরে তাঁকে বলি-

اَللَّهُمَّ إِنِّى أَسْئَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى–

'হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট হেদায়াত, আল্লাহভীরুতা, পবিত্রতা ও স্বচ্ছলতা চাই'।[৩৯]

আল্লাহ আমাদের মুত্তাক্বী হিসাবে কবুল করুন এবং যাবতীয় কাজে সহায় হৌন- আমীন!

---

৩৯. *মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৩৭০, ২/১৬৩।*

সকল বিধান বাতিল কর
অহি-র বিধান কায়েম কর

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

(১) বর্তমান ভারতের হায়দরাবাদ রাজ্যের হোসিয়ারপুরে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক কবিতা সম্মেলনে মহাকবি আল্লামা ইকবাল (মৃঃ ১৯৩৮) একবার অংশগ্রহণ করেন। সেখানে ভারতবর্ষের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। যাঁদের মধ্যে জনৈক পীর ছাহেব হাযির ছিলেন। তাঁকে দেখে জনৈক মুরীদ এসে ৫/= নযরানা পেশ করে তার জন্য দো'আর আবেদন করেন। যাতে তার ৫০/= ঋণ থেকে আল্লাহ সত্বর মুক্ত করেন। সেই যামানায় এই টাকার যথেষ্ট মূল্য ছিল। যাই হোক পীর ছাহেবের আবেদনক্রমে তাঁর সাথে উপস্থিত সকলে হাত উঠিয়ে দো'আয় শরীক হ'লেন। কিন্তু আল্লামা ইকবাল শরীক হ'লেন না। দো'আ শেষে পীর ছাহেবের প্রশ্নের জওয়াবে ইকবাল বললেন, 'দো'আ চাওয়ার পূর্বে লোকটি ৫০/= টাকা ঋণী ছিল। এখন আপনার কাছে দো'আ চাইতে গিয়ে সে ৫৫/= টাকা ঋণগ্রস্ত হ'ল। তাই আমি আবার দো'আ করে তার ঋণের পরিমাণ বাড়াতে চাইনি'। এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, শুধু দো'আ নয়, বরং সবাই মিলে অর্থ সাহায্য করে লোকটিকে ঋণমুক্ত করাই ছিল ইসলামী নীতি। তাছাড়া নযরানার নামে ৫/= ঘুষ নিয়ে দো'আ করলে ঐ দো'আ নিঃস্বার্থ হয় না এবং তা আল্লাহ কবুল করেন না।

(২) একবার আল্লামা ইকবাল জনৈক ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেন। লোকটি যাবার সময় তাঁকে দো'আ করল এই মর্মে যে, 'মৃত্যুর পরে আপনার আত্মা যেন মহান পরমাত্মার দয়ার সাগরে মিশে যায়'। ইকবাল তাকে ডেকে বললেন, 'বরং তুমি এই দো'আ কর যে, ইকবালের আত্মা যেন বৃষ্টি বিন্দুর ন্যায় মহাসাগরে বিলীন না হয়ে তার উপরে মুক্তার ন্যায় ভেসে থাকে'।

এর দ্বারা মহাকবি আল্লামা ইকবাল (রহঃ) মা'রেফতী ছূফীদের প্রচারিত ভ্রান্ত অদ্বৈতবাদী আক্বীদার প্রতিবাদ করেছেন। যারা বলেন যে, 'সকল সৃষ্টিই সৃষ্টিকর্তার অংশ। আহাদ ও আহমাদের মধ্যে মীমের একটি পর্দা ব্যতীত কোন পার্থক্য নেই। যত কল্লা তত আল্লা। তিনি নিরাকার। তিনি সবার মধ্যে সর্বত্র বিরাজমান'। অথচ প্রকৃত আক্বীদা হ'ল এই যে, সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তা সম্পূর্ণ পৃথক সত্তা। আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস, আনুগত্য ও কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্র রঙে রঞ্জিত হ'তে পারে। কিন্তু সে আল্লাহ্র সত্তায় বিলীন হয়ে যায় না। আল্লাহ নিজ সত্তা নিয়ে আসমানের উপরে আরশে সমাসীন। তাঁর ইল্ম ও কুদরত সর্বত্র বিরাজমান *(স.স.)*।

[সৌজন্যেঃ মাসিক ছিরাতে মুস্তাকীন, বার্মিংহাম, ইংল্যাণ্ড]

দুনিয়া সুন্দরী

গ্রাম বাংলার রাস্তা। রাস্তাটি পাকা। দুই ধারে গাছ-গাছালি। আবার কোথাও কোথাও ফাঁকা। রাস্তাটিতে ভ্যান ও রিক্সা চলে। একদিন এক রিক্সাওয়ালা পরিশ্রান্ত হয়ে রিক্সাটি রাস্তার এক পার্শ্বে রেখে বিশ্রাম করছিল। ঠিক এমন সময়ে এক অপূর্ব সুন্দরী মহিলা তার সম্মুখ দিয়ে বেশ কয়েকবার এদিক-সেদিক যাতায়াত করল। মহিলাটির সৌন্দর্য তাকে আকৃষ্ট করল। সে মহিলাটিকে নিকটে ডাকল। জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম কি? মহিলা বলল, আমার নাম 'দুনিয়া সুন্দরী'। রিক্সাওয়ালা বলল, তোমার কি বিবাহ হয়েছে? মহিলা উত্তরে বলল, না। রিক্সাওয়ালা বলল, বিবাহ-শাদী করে ঘর-সংসার করাই কি ভাল নয়? মহিলা বলল, আমাকে কে বিবাহ করবে? রিক্সাওয়ালা বলল, আমি করব। মহিলা বলল, ঠিক আছে কাযী অফিসে চল। কাযী অফিস ছিল একটু দূরে। কিছু দূর যাওয়ার পর এক মোড়লের সাথে তাদের দেখা হ'ল। সে মহিলাকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করল, ঘটনা কি? মহিলা সব বলার পর মোড়ল বলল, বর হিসাবে আমি ওর চেয়ে বেশী উপযুক্ত? অতএব তুমি আমার সঙ্গে বিবাহে রাযী হও। মহিলা রাযী হয়ে গেল এবং কাযী অফিসের দিকে আবার যাত্রা শুরু করল। রিক্সাওয়ালাও পিছু নিল। কিছু দূর যাওয়ার পর এক ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বারের সঙ্গে তাদের দেখা হ'ল। মহিলার রূপ তাকেও আকৃষ্ট করল। সে সব শুনে বলল, বর হিসাবে আমি মোড়লের চেয়ে অনেক বেশী উপযুক্ত। অতএব তুমি আমার সঙ্গে বিবাহে রাযী হও। মহিলা রাযী হ'ল এবং আবারো কাযী অফিসের দিকে যাত্রা শুরু করল। কিছু দূর যাওয়ার পর ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা। তিনিও মহিলার রূপে মুগ্ধ হয়ে বললেন, বর হিসাবে আমি মেম্বারের চেয়ে অনেক বেশী উপযুক্ত। আমার টাকা-পয়সা, বাড়ী-গাড়ী কোন কিছুরই অভাব নেই। অতএব তুমি আমার সঙ্গে বিবাহে রাযী হও। মহিলা রাযী হ'ল এবং সবাই শেষ পর্যন্ত কাযী অফিসে গিয়ে পৌঁছল। কাযী ছাহেব সমস্ত ঘটনা শুনে বললেন, এক মেয়েকে চারজনের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া সম্ভব নয়। মহিলাকে বললেন, তুমি ঠিক করে নাও কার সঙ্গে বিবাহ হবে। মহিলা বলল, ঠিক আছে। আমি বিশ হাত দূর থেকে দৌড় শুরু করব। চারজনের মধ্যে যে আমাকে প্রথমে ধরতে পারবে তার সঙ্গেই আমার বিবাহ হবে। মহিলার কথামত দৌড় শুরু হ'ল। কিছু দূর যাওয়ার পর সামনে নদী পড়ল। দুনিয়া সুন্দরী নির্দ্বিধায় নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুবে গেল। পিছনের চারজনও নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুবে মারা গেল।

মন্তব্যঃ মহিলাটি আসলে ছিল দুনিয়া। সে সুন্দরী মহিলার রূপ ধারণ করে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে এসেছিল।

শিক্ষাঃ আখেরাতের চেয়ে কেউ দুনিয়াকে বেশী গুরুত্ব দিলে তার পরিণতি এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক।

** আনিস বিন নাছির*
অবসরপ্রাপ্ত বেসরকারী শিক্ষক
আন্দারিয়া পাড়া, নওগাঁ।

Contents

চিকিৎসা জগত

ঘরের ধুলো থেকে এলার্জি

বছরব্যাপী মানুষ নাক থেকে পানি ঝরা, চোখে চুলকানি ও চোখ থেকে পানি ঝরা ইত্যাদিতে ভোগেন। এর মূল কারণ ঘরের ধুলোর জীবাণু। ধুলোর কারণে এ্যাজমা রোগীদের শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায়, নিঃশ্বাসের সাথে সাথে কাশি হয়।

ঘরের ধুলো থেকে এলার্জি হয় কেন? ঘরের ধুলো প্রকৃতপক্ষে অনেকগুলো জিনিসের মিশ্রণ। এর উপাদানগুলি কম-বেশী হ'তে পারে এ ঘর থেকে আরেক ঘরের ফার্নিচারের প্রকারভেদে, ঘর তৈরির উপাদানের কারণে, পোষা প্রাণীর উপস্থিতির কারণে, আর্দ্রতার কারণে। ধুলোর মধ্যে থাকতে পারে সুতোর আঁশ, মানব দেহের ত্বকের মৃত কোষ, প্রাণীর লোম, আণুবীক্ষণিক জীবাণু, তেলাপোকার প্রত্যঙ্গ, ছত্রাকের জীবাণু, খাদ্যকণা এবং আরও অনেক পরিত্যক্ত ক্ষুদ্র জিনিস। এগুলোর মধ্যে প্রাণীর লোম, তেলাপোকা এবং ধুলোর জীবাণু হচ্ছে প্রধান তিন বিপজ্জনক বস্তু। কোন ব্যক্তি এগুলোর যে কোনটির কারণে মারাত্মকভাবে ভুগতে পারেন এবং তিনি যখন ধুলোর সংস্পর্শে আসেন, তখন এলার্জিক প্রতিক্রিয়া ঘটে।

ধুলোর এলার্জি হ'লে কি বলা চলে যে এটি একটি নোংরা বাড়িঃ না। নোংরা বাড়ির কারণে এলার্জি সমস্যা বেড়ে যেতে পারে যদিও। স্বাভাবিক ঘর পরিষ্কারের প্রক্রিয়া ধুলোর এলার্জি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ ধুলোর সকল উপাদান এভাবে দূর করা সম্ভব নয়। যেমন আপনি ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে যত চেষ্টাই করুন না কেন কার্পেট, মাদুর এবং বালিশ থেকে ধুলোর জীবাণু দূর করতে পারবেন না। বরং এতে পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়ে পড়তে পারে।

ধুলোর জীবাণুগুলি কি কি? অতি ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক এই প্রাণীগুলি আটপায়ের এরাকনাইড পরিবারের অন্তর্গত। আঁটুলি পোকা এবং চিগার একই পরিবারভুক্ত। এগুলি শক্ত দেহের অধিকারী। এরা ৭০ ফারেনহাইট বা তার উচ্চ তাপমাত্রায় ভালোভাবে বাঁচতে পারে। ৭৫-৮০ শতাংশ আর্দ্রতাই এদের পসন্দ। আর্দ্রতা ৪০-৫০ শতাংশের কম হ'লে এদের বংশবৃদ্ধি হয় না। শুষ্ক আবহাওয়ায় এদের দেখা যায় না। দেখা গেছে শতকরা ১০ ভাগ মানুষ এদের কারণে আক্রান্ত হয়। এ্যাজমা রোগীদের মধ্যে শতকরা ৯০ জনই এদের সংস্পর্শে এলে এলার্জি প্রতিক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়।

এই জীবাণুদের দেহ ও মুখমণ্ডলের সংস্পর্শে এলে মানুষের এলার্জি হয়। এদের সবচেয়ে বেশী দেখা যায় বালিশে, মাদুরে, কার্পেটের ভাঁজে এবং আসবাবপত্রের তলায়। ঝাড়ু দিলে বা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার প্রয়োগ করলে এরা বাতাসে ভাসতে থাকে অথবা হেঁটে হেঁটে অন্য প্রান্তে সরে যায়।

এলার্জি রোগীদের শ্বাসের সঙ্গে শরীরে প্রবেশ করে এবং উপসর্গ বাড়িয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি দিনে ৮ ঘন্টা ঘুমান তার নাক জীবনের এক-তৃতীয়াংশ সময় বালিশে বাসা বেঁধে থাকা জীবাণুগুলোর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে থাকে। এক প্রান্তের ধুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ ১৯,০০০ পর্যন্ত জীবাণু থাকতে পারে। গড়ে এই সংখ্যা প্রতি গ্রামে ১০,০০০। প্রত্যেক জীবাণু দিনে ১০টি নতুন জীবাণু সৃষ্টি করে। এদের বেঁচে থাকার মেয়াদ ৩০ দিন।

এদের খাদ্য মূলতঃ পশুর লোম এবং ত্বকের মৃত কোষ। সুতরাং যেখানে মানুষের বাস, সেখানেই এদের বসবাস। এরা কামড়ায় না, অন্য কোন রোগ ছড়ায় না এবং মানুষের শরীরে বাসা বাঁধে না। এরা শুধুমাত্র সেই মানুষগুলির প্রতিই ক্ষতিকর যাদের এই জীবাণুদের প্রতি এলার্জি রয়েছে। সাধারণত বাড়িতে যেসব জীবাণুরোধক ব্যবহার করা হয়, সেগুলি দিয়ে এদের অপসারণ করা যায় না। ফলে ঘরে ধুলোর জীবাণুর পরিমাণ কমানো সম্ভব হয় না।

ঘরের ধুলোতে ছত্রাক থাকে কেন? ছত্রাক থাকে সাধারণত বাইরের বাতাসে। তবে যে কোন বাড়িতেই ছত্রাকের কলোনি তৈরী হওয়া সম্ভব। ঘরের ধুলোতে তেলাপোকা থাকে। তেলাপোকার বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ ঘরের ধুলোতে মিশে থাকে।

ঘরের ধুলোর এলার্জি কি মৌসুমী? দেখা গেছে আমেরিকাতে ধুলোর জীবাণুর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী হয় জুলাই-আগষ্ট মাসে। ডিসেম্বর পর্যন্ত এই উচ্চ সংখ্যা বজায় থাকে।

কিভাবে বুঝবেন যে আপনার ধুলোজনিত এলার্জি রয়েছেঃ এক্ষেত্রে আপনাকে এলার্জি বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিতে হবে। তিনি আপনার উপসর্গগুলি লক্ষ্য করবেন, আপনার গৃহ ও কর্মস্থলের পরিবেশ সম্পর্কে জানতে চাইবেন। প্রশ্ন করবেন আপনার অভ্যাস, পারিবারিক রোগের ইতিহাস, উপসর্গ কম-বেশী হওয়ার প্রবণতা ও পোষা প্রাণীর ধরন সম্পর্কে। তারপরে তিনি আপনার শরীরে একটি পরীক্ষা করবেন যার নাম স্কিন-প্রিক টেস্ট। সেই সাথে রক্ত পরীক্ষারও প্রয়োজন হ'তে পারে।

এই ধরনের এলার্জির উপসর্গ কমাতে কি করবেনঃ তিনটি মৌলিক চিকিৎসার ধাপ রয়েছে- ধুলোর জীবাণু থেকে দূরে থাকা, চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ গ্রহণ ও ইমিউনোথেরাপি।

কিভাবে ধুলোর জীবাণু থেকে দূরে থাকবেনঃ পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের আগে আপনাকে নিশ্চিত হ'তে হবে যে ঠিক কোন ধরনের ধুলো উপাদান থেকে আপনি এলার্জিতে আক্রান্ত হচ্ছেন।

শোবার ঘরের দিকে বিশেষ নযর দিনঃ গড়পড়তা হিসাবে মানুষ তার জীবনের এক-তৃতীয়াংশ সময় কাটায় বেডরুমে। সমীক্ষায় দেখা গেছে ধুলোর জীবাণুর পরিমাণ বেশী থাকে শোবার ঘরে। এ জন্য ধুলো অ্যালার্জিতে আক্রান্ত ব্যক্তিকে শোবার ঘরের দিকে বেশী মনযোগ দিতে হবে।

মেঝের ধুলো কমানোঃ নিয়মিত বিরতিতে ঘর পরিষ্কার করুন। মেঝে মোছার সময় স্যাঁতস্যাঁতে ও তৈলাক্ত কাপড় ব্যবহার করবেন না। ঘর পরিষ্কারের সময় মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন। শোবার ঘরে কার্পেট ব্যবহার না করাই উত্তম। ব্যবহার করলেও এমন ধরনের কার্পেট নেবেন যেগুলোর আঁশ সুবিন্যস্ত। যেসব জিনিস ও আসবাবপত্র নিয়মিত পরিষ্কার করা সম্ভব নয়, সেগুলো বেডরুমে না রেখে অন্যত্র সরিয়ে ফেলুন। এভাবে ধুলো থেকে সাবধান থাকা সম্ভব হ'লে অনেক ক্ষেত্রেই এলার্জিজনিত সমস্যা থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখা সম্ভব।

॥ সংকলিত ॥

Contents

ক্ষেত-খামার

ভাল ফলনের জন্য কৃষি জমির প্রস্তুত প্রণালী

এক সময়ে চাষাবাদ শুধুমাত্র স্থানীয় জাতের বীজ ব্যবহার করেই চলত। একই জমিতে বারবার চাষ করারও প্রয়োজন হ'ত না। তখন কোন প্রকার রাসায়নিক সারের ব্যবহার হ'ত না। কারণ স্থানীয় জাতের ফসলের খাদ্য উপাদানের চাহিদা মিটে যেত মাটিতে মজুদ খাদ্য ভাণ্ডার থেকেই। পরবর্তী সময়ে যখন জমি বিশ্রামে থাকত তখন জমি প্রকৃতিগতভাবে পরবর্তী ফসলের জন্য চাষ উপযোগী হয়ে যেত। জৈব পদার্থের পচনক্রিয়া এবং খাদ্যভাণ্ডার হয়ে উঠত পরিপূর্ণ।

দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এসে গেছে উন্নত কৃষি প্রযুক্তি। উদ্ভাবিত হয়েছে উন্নত শঙ্করজাতের বীজ। দেখা গেছে, অধিক ফলনদায়ী গাছের খাদ্যের চাহিদাও অধিক, যা মাটির মজুদ খাদ্য ভাণ্ডারের দ্বারা সংকুলান করা সম্ভব নয়। তাই শুরু হয়েছে রাসায়নিক সারের ব্যবহার এবং দেশের সমস্ত জমিকেই আনা হয়েছে লাগাতার চাষাবাদের আওতায়।

রাসায়নিক সার ব্যবহারের গবেষণালব্ধ ফল থেকে জানা গেছে, সঠিক পরিমাণে ও সুষম উদ্ভিদ খাদ্য উপাদানের প্রয়োগ কৃষি উপাদানের ধারাবাহিকতা এবং জমির উর্বরতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। প্রয়োজনীয় কোন একটি উদ্ভিদখাদ্য উপাদানের অভাব ফসলের মান ও উৎপাদনের অভাব ফসলের মান ও উৎপাদনকে ব্যাহত করে। জমিতে সার প্রয়োগের ক্ষেত্রে এ ধরনের অসামঞ্জস্য চলতে থাকলে কৃষকরা ভবিষ্যতে তাদের ফসলের প্রার্থিত ফলন ও উপযুক্ত আর্থিক লাভ হ'তে বঞ্চিত হবেন।

উৎপাদিত ফসল মাটি থেকে বিপুল পরিমাণ উদ্ভিদখাদ্য উপাদান তুলে নেয়। রাসায়নিক সারসহ অন্যান্য উৎস থেকে আমরা যে পরিমাণ উদ্ভিত পুষ্টি উপাদান জমির মাটিতে সরবরাহ করে থাকি, এ অপসারণের পরিমাণ তার থেকে অনেক বেশী। তাই আমাদের দেশের মাটিতে সঞ্চিত উদ্ভিদখাদ্য ভাণ্ডার ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে চলেছে। অদূর ভবিষ্যতে এ কৃষি উৎপাদনের হারও হ্রাস পেতে পারে। আবার দেখা গেছে, উপর্যুপরি জমিতে কয়েক বছর জৈব বা জীবাণুসার বা সবুজ সার ইত্যাদির ব্যবহার না করে কেবলমাত্র রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে গেলে জমির মাটি তার স্বাভাবিক পানিধারণ ক্ষমতা এবং আয়ন বিনিময়ের নিয়ন্ত্রণ হারায়। মাটির জৈব পদার্থ থেকে উৎপাদিত হিউমাসের পরিমাণ ক্রমে কমতে থাকে যার ফলে উপকারী জীবাণু সংখ্যাও দ্রুত নির্মূল হয়ে শেষে জমি অনুর্বর ও পাথুরে জমিতে পরিণত হয়। তাই এ অবস্থার মোকাবিলার জন্য প্রতিটি চাষে রাসায়নিক সারের সঙ্গে পরিমিত পরিমাণে জৈব জীবাণুসার প্রয়োগ করে গেলে জমির ভৌত অবস্থার অবনতি ঘটার সম্ভাবনা থাকে না, মাটির স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

মাটির সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে যেসব বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার সেগুলো হচ্ছে- উন্নত মাটির গঠন, মাটিতে বায়ু চলাচলের পরিমাণ বৃদ্ধি, পানিধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, সঠিক তাপমাত্রা বজায় রাখা, মাটিতে হিউমাসের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং যথেষ্ট পরিমাণ উপকারী জীবাণুর উপস্থিতি। মাটিতে উপকারী জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধিতে একদিকে যেমন উদ্ভিত খাদ্যের জোগান হবে, অন্যদিকে অজৈব সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং মাটিতে উপস্থিত উদ্ভিতখাদ্যও গাছের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় আসবে। তাই যে মাটিতে অধিক পরিমাণ উপকারী জীবাণু থাকে সে মাটিই উর্বর মাটি বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। জৈব কার্বনের উপস্থিতি সহ উন্নত ভৌত অবস্থা সম্বলিত মাটিতেই অধিক পরিমাণে উপকারী জীবাণুর অবস্থান হয়ে থাকে। ফলে মাটির জৈব কার্বনের পরিমাণ বৃদ্ধিতে জৈবসার ব্যবহার এবং মাটিতে উপকারী জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধিই হচ্ছে মাটির সুস্বাস্থ রক্ষার মূল চাবিকাঠি।

সুসংহত উদ্ভিত খাদ্যোপাদানের ব্যবস্থাপনার মূল অর্থই হচ্ছে উদ্ভিত খাদ্য উপাদান সরবরাহ বিভিন্ন উৎসের ব্যবহার। যার লক্ষ্যমাত্রাই হচ্ছে মাটির সুস্বাস্থ বজায় রেখে অধিক ফসল ঘরে তোলা। কৃষকরা এ তত্ত্বে একমত পোষণ করছেন এবং তাদের নিজেদের জমিতেও এ ব্যবস্থা অবলম্বনে উপকৃত হচ্ছেন বলে জানিয়েছেন।

এখন জানা দরকার মাটিতে সার প্রয়োগের উৎসগুলো কি কি? সেগুলো হচ্ছে রাসায়নিক সার, গোবর সার, আর্বজনা সার, খৈল, প্রাণীজ সার এবং জীবাণুসার। এসব নিয়ে বিস্ত ারিত আলোচনার প্রয়োজন।

রাসায়নিক সারঃ উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও ফলন পর্যন্ত প্রয়োজন হয় ২০টি বিভিন্ন মৌলের। তার মধ্যে বিশেষ কার্যকরী মৌলগুলো হচ্ছে- কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সালসার, লোহা, তামা, দস্তা, বোরন, মলিবডেনাম ইত্যাদি। যখন এ মৌলগুলো সরবরাহের জন্য সরল অজৈব পদার্থ প্রয়োগ করা হয় তখন তাকে আমরা বলি রাসায়নিক সার। এ সার অতি সহজেই বাজারে পাওয়া যায় এবং এদের প্রয়োগে খুব কম সময়েই তার ফল পাওয়া সম্ভব হয়। রাসায়নিক সার মাটিতে প্রয়োগের পর এদের বিবর্তনের প্রয়োজন হয়, যা মাটিতে উপস্থিত জীবাণুর দ্বারাই সম্পন্ন হয়ে থাকে। নতুবা তা গাছের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় আসতে পারে না।

Contents

গোবর সারঃ বেশী ব্যবহৃত জৈব সার হ'ল গোবর সার। বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট থেকে যা অবশেষে পাওয়া যায়, সেটি খুব ভাল জৈবসার। তাছাড়া গর্ত করে তাদের গোবর পচিয়ে জৈব সার প্রস্তুত করাও বহুল প্রচলিত। বর্তমানে পাওয়ার টিলারের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় বহু কৃষক গবাদি পশুপালন করা ছেড়ে দিয়েছেন। ফলে গোবরের অভাব সর্বত্র এবং দামেও বেশী। গোবর সারের প্রয়োগ মাটির ভৌত অবস্থার উন্নতি ও উপকারী জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটিয়ে মাটিকে উর্বর করে তুলতে পারে এবং গাছকে অল্প পরিমাণে প্রায় সব পুষ্টি উপাদানই সরবরাহ করতে পারে।

সবুজ সারঃ এটি দু'ভাবে করা যেতে পারে। একটি হ'ল অ্যাজেলা, ধঞ্চে, শন ইত্যাদির চাষ করে কচি অবস্থায় ফুল আসার সময় লাঙ্গল দিয়ে জমিতে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যেতে পারে। অন্য উপায়টি হ'ল, সুবাবুল, ধঞ্চে, বক, গ্লাইরিসিডিয়া, ক্যাসিয়া প্রভৃতি গাছের পাতা নরম ডাল সহ সংগ্রহ করে কিংবা চৌবাচ্চায় অ্যাজেলা চাষ করে অ্যাজেলা মাটিতে মেশাতে হবে এবং পচে যাওয়ার পর চাষের কাজ শুরু করা। খালি জমির অভাব এবং প্রয়োজনের তুলনায় কম পাওয়া যায় বলে এ সার ব্যবহারের প্রচলন ততটা হয় না।

আবর্জনা সারঃ এ সার অল্প চেষ্টায়ই তৈরী করা যায়। এর জন্য দরকার একটি গর্ত খোঁড়া ও উপরে একটি ছাউনির ব্যবস্থা করা। বাড়ির আশপাশে যত ধরনের আবর্জনা পাওয়া যায় যেমন সবজির খোসা, মাছের আশ ও কাদা থেকে শুরু করে উঠোন ঝাঁটানো গাছের পাতা পর্যন্ত সবই এ গর্তে ফেলতে হবে। এ জমানো আবর্জনার পচনক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে কিছু ইউরিয়া ছিটিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এ সার প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম পাওয়া যায় বলে এর প্রচলনও কম।

খইলঃ বিভিন্ন তৈলবীজ হ'তে তৈল নিষ্কাশন করার পর যা থাকে তা হ'ল খইল। জৈবসার হিসাবে খইলের ব্যবহার খুব ভাল। নিম, করঞ্জ ও মুহুয়ার খইলও বিশেষ উপকারী। এর দ্বারা পোকার উপদ্রবও কমানো যায়। খইলের দাম বেশী হওয়ার দরুন এর ব্যবহার খুব একটা হয় না।

প্রাণীজ সারঃ হাড় গুঁড়া বা বোন মিল, ব্লাও মিল, ফিসমিল ইত্যাদি ভাল জৈব সার। এ সারও প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম পাওয়া যায়, তাই এর ব্যবহারের প্রচলন কম।

জীবানুসারঃ জীবানুসার হচ্ছে গাছের ব্যবহার উপযোগী নানা জাতীয় জীবাণুর জীবন্ত কোষ সমৃদ্ধ বস্তু যা গাছের প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদানগুলোকে নানা রকম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সহজলভ্য অবস্থায় গাছকে জোগান দেয় ও গাছের পুষ্টি সাধনে সাহায্য করে। জীবাণু সার চাষীদের সবচেয়ে কমদামী উপকরণ।

জীবাণুসার ব্যবহারের উপকারিতাঃ এ সার ব্যবহারের ফলে নাইট্রোজেন সারের ব্যবহার কমানো যাবে, মাটির ফসফেট সহজলভ্য হবে, মাটিতে গাছের পুষ্টি বজায় থাকবে, মাটির জীবাণু বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন উদ্ভিত খাদ্যের আয়ন বিনিময় প্রক্রিয়া বাড়বে, মাটির জৈব পদার্থের পরিমাণ বাড়বে, গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে, মাটির পানিধারণ ক্ষমতা ও অন্যান্য ভৌত অবস্থার উন্নতি ঘটবে। ভিটামিন ও হরমোন নিঃসরণ করে গাছের বৃদ্ধি ঘটাতে সাহায্য করবে, একর প্রতি গাছকে ১০-১২ কেজি নাইট্রোজেন জোগান দেবে, ফসলের ফলন ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে এবং চাষের খরচ কম হবে।

উপরোক্ত জৈব সারগুলোর মধ্যে জীবাণুসারই একমাত্র স্বল্প দামে পাওয়া সম্ভব যার উপকারিতা ধীরে ধীরে প্রকাশ পেলেও দীর্ঘস্থায়ী এবং পরবর্তী চাষেও তার গুণাবলী লক্ষণীয়। তাছাড়া আছে কেঁচো সার যা সহজলভ্য। এর সরবরাহ কোথাও কোথাও শুরু হয়ে গেছে এবং ভবিষ্যতে এটি একটি জনপ্রিয় জৈব সার হিসাবে গণ্য হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

জৈব কৃষিতে দু'টি কথা বলা হয়েছে- জৈব পদার্থের ব্যবহার ও রাসায়নিক পদার্থের পরিহার। কারণ রাসায়নিক সারের দাম দিন দিন বাড়ছে এবং মাটি ও বায়ুমণ্ডলের পরিবেশ দূষণকারী হিসাবে কাজ করছে। কাজেই উদ্ভিদ খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে জৈবসার প্রয়োগ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হয়ে দাঁড়াবে।

॥ সংকলিত ॥

রাজশাহী শহরে কোন কোন জায়গায় পত্রিকা পাওয়া যায়

১। সালাফিয়া লাইব্রেরী, সোনাদীঘির মোড় (সমবায় মার্কেটের দক্ষিণ পার্শ্বে), রাজশাহী।
২। রোকেয়া বই ঘর, ষ্টেশন বাজার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
৩। রেলওয়ে বুক ষ্টল, রেলষ্টেশন, রাজশাহী।
৪। বই বীথি, জামান সুপার মার্কেট, রাজশাহী
৫। ফরিদের পত্রিকার দোকান, গণকপাড়া (রূপালী ব্যাংকের নীচে), রাজশাহী।
৬। কুরআন মঞ্জিল লাইব্রেরী, গোরহাঙ্গা (নিউমার্কেটের উত্তরে)।
৭। ন্যাশনাল লাইব্রেরী (সমবায় মার্কেটের পূর্ব দিকে)।
৮। ইসলামিয়া লাইব্রেরী (সমবায় মার্কেটের পূর্ব দিকে)।
৯। সাঝের মায়া, লক্ষ্মীপুর মোড়, রাজশাহী।
১০। আযাদের পত্রিকার দোকান, গণকপাড়া, রাজশাহী।
১১। পত্রিকা বিতান, বাটার মোড়, রাজশাহী।

কবিতা

ফাল্গুন

-আতাউর রহমান
মুংলী, চারঘাট, রাজশাহী।

ফাল্গুন ফাল্গুন এলো ফাল্গুন
শিমুলের ডালে ডালে রঙের আগুন।
আমগাছে-জামগাছে মুকুলের মেলা
মৌমাছি গান গায় নাচে সারা বেলা।
দখিনা বাতাস ভাসে হালকা ডানায়
রাখালিয়া সুর বাজে বেণুর বীনায়।
আপন খেয়ালে গায় কখনও কোয়েল
রাগ রাগিণীতে মাতে কখনও দোয়েল।
দামাল ছেলেরা গায় সামাল সামাল
বাংলা ভাষার গাঙে দে উড়িয়ে পাল।
দুনিয়ার ঘাটে ঘাটে ভিড়ুক এ তরী
বাঙালী ভাইয়েরা আয় আয়োজন করি।
ফাগুন ডাকিয়া বলে জাগুন জাগুন
ভাষা ঋদ্ধির কাজে লাগুন লাগুন।
আসলো এগিয়ে যারা তারা আজ কৈ?
তাদেরকে নিয়ে আজ মেকি হৈ চৈ।
রক্ত ঝরার মাস ফাল্গুন মাস
বাংলা প্রতিষ্ঠার বাঙালী প্রয়াস
এই মাস বাঙালীর শ্বাস-প্রশ্বাস।
***

গদীর লোভ

- আবু মূসা আব্দুল্লাহ
আনন্দনগর, নওগাঁ।

গদীর লোভে মিছিল মিটিং
গদীর লোভে আন্দোলন,
গদীর লোভে শ্লোগান দাও
ক্ষমতার উৎস জনগণ।
স্রষ্টাকে ভুলে যাও
শুধুই গদীর লোভে,
সৃষ্টিকে তুলে নাও
গদী হারানোর ক্ষোভে।
গদীর লোভে চেষ্টা তদবীর
অর্থ কর ব্যয়
গদীর লোভে শত্রুও
হয়ে যায় ভাই ভাই।
ধর্মের খোলস পর তুমি
গদী পাওয়ার আশে,
মিষ্টি কথায় ভোট ভিক্ষা চাও
জনগণের কাছে।
গদীর লোভে বোমা ফাটাও
খুন-জখম নিত্য,
গদীর লোভে দেশটাকে আজ
করেছ অশান্ত।
***

একুশ তুমি

-আব্দুস সোবাহান
পাংশা, রাজবাড়ী।

একুশ তুমি,
কান্না-হাসি, রক্ত বিকাশ,
প্রতিবাদের প্রথম ধ্বনি
বাংলাতে মোর ভালবাসার
আত্মপ্রকাশ!
একুশ তুমি,
বহ্নিশিখা, বিষাদ বাঁশি,
বিভীষিকা ভয় করনি
শোষকের সিঙ্গা ধ্বনি
মৃত্যুফাঁসি!
একুশ তুমি,
সবুজ মাঝে রক্তে রঙিন,
চিত্তভোলা বৃত্তখানি
স্বাধীনতার প্রথম বাণী
নিত্য স্বাধীন!
***

বায়ান্ন সাল

- এফ,এম, নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

রক্তে ঝরা ৯ই ফাল্গুন
একুশে ফেব্রুয়ারী,
বাংলার তরুণের তাজা রক্তে সেদিন
রাজপথ হয়েছিল ভারী।
সালাম, রফীক-শফীক সহ
তরতাজা কত প্রাণ
হাসতে হাসতে দিয়েছে জীবন
রাখতে ভাষার মান।
আমাদের মাঝ থেকে হারিয়ে যাওয়া সেই
ইতিহাসের বায়ান্ন সাল,
অমর হয়ে থাকবে অন্তরে গাঁথা
সারা বিশ্বে অনন্তকাল।
পুলিশের গুলিতে রাজপথের কালো পিচ
সেদিন রক্তে হয়েছিল লাল?
মায়ের ভাষা ও আমাদের রক্তে অর্জিত
স্মৃতিমাখা বায়ান্ন সাল।
***
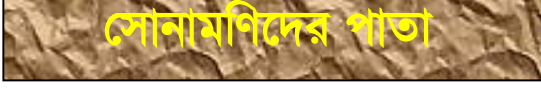
গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (সমাজ পরিচিতি)-এর সঠিক উত্তর

১। কয়েকটি যেলা নিয়ে একটি বিভাগ হয়।
২। কয়েকটি বিভাগ নিয়ে একটি দেশ হয়।
৩। কয়েকটি দেশ নিয়ে একটি উপমহাদেশ হয়।
৪। কয়েকটি উপমহাদেশ নিয়ে একটি মহাদেশ হয়।
৫। কয়েকটি মহাদেশ নিয়ে একটি পৃথিবী হয়।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (বিজ্ঞান)-এর সঠিক উত্তর

১। ৮ মিঃ ২০ সেকেন্ড।
২। বুধ ও শুক্র গ্রহের।
৩। চাঁদে।
৪। ৭.৭ কোটি কি.মি.।
৫। ইউরেনাসকে।
৬। মঙ্গল গ্রহকে।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (মহাকাশ বিষয়ক)

১। কে, কবে রকেট আবিষ্কার করেন?
২। মহাকাশ গমনকারী প্রথম জীবন্ত প্রাণীর নাম কি?
৩। পৃথিবী থেকে সর্বপ্রথম ধূমকেতুটি কবে দেখা গিয়েছিল?
৪। চাঁদে প্রথম অবতরণকারী মানুষদের নাম কি?
৫। কবে মানুষ মহাশূন্যে হেঁটে বেড়াতে সক্ষম হয়?

** সংগ্রহেঃ আবু রায়হান*
মোলামগাড়ীহাট, কালাই, জয়পুরহাট।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (মানব দেহ)

১। হৃদপিণ্ড কোন পার্শ্বে থাকে?
২। ফুসফুস কোন অংশে থাকে?
৩। মানব দেহের মূল কোথায় অবস্থিত?
৪। মানব দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা কত?
৫। মানুষের শরীরে মাংসপেশীর সংখ্যা কত?

** সংগ্রহেঃ ইমামুদ্দীন*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণঃ

বিরস্তইল, পবা, রাজশাহী ২৪ নভেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ ফজর বিরস্তইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' রাজশাহী মহানগরীর পরিচালক মুহাম্মাদ আতীকুল ইসলাম, প্রশিক্ষণে কুরআন তিলাওয়াত করে সোনামণি মুসাম্মাৎ সুলতানা খাতুন এবং জাগরণী পরিবেশন করে মুযযাম্মেল হক্ব।

গোদাগাড়ী, রাজশাহী ১৮ ডিসেম্বর সোমবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় আই হাই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ইমামুদ্দীন। স্বাগত ভাষণ পেশ করেন গোদাগাড়ী থানার প্রধান উপদেষ্টা ডাঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মতীন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন বাগমারা কলেজের শিক্ষক মুহাম্মাদ তোফায্যল হোসাইন। কুরআন তেলাওয়াত করে ছোট্ট সোনামণি আখতারুল ইসলাম।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২০ ডিসেম্বর বুধবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব সোনামণি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মারকায মূল শাখা এবং উপশাখার দায়িত্বশীলদের নিয়ে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। প্রশিক্ষণে কুরআন তেলাওয়াত করে মুহাম্মাদ মোকাম্মেল এবং জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ রবীউল আউয়াল। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দীন।

কৃষ্ণপুর, মোহনপুর, রাজশাহী ২৫ ডিসেম্বর সোমবারঃ অদ্য সকাল ৭-টায় কৃষ্ণপুর ইবতেদায়ী মাদরাসায় সোনামণি কৃষ্ণপুর শাখার উদ্যোগে এক বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদারাসার প্রধান শিক্ষক মাওলানা ইমদাদুল হক্বের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করে নওদাপাড়া মারকায শাখার দায়িত্বশীল আব্দুর রহমান, রবীউল আওয়াল ও কৃষ্ণপুর মাদরাসার সহকারী শিক্ষক মুহাম্মাদ নূ'মান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আনীসুর রহমান এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে সোনামণি শায়লা খাতুন।

শায়খ ছফিউর রহমান মুবারকপুরী আর নেই

বিশ্ববরেণ্য আহলেহাদীছ প্রতিভা 'মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ'-এর সাবেক আমীর, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাড়াজাগানো জীবনী গ্রন্থ **'আর-রাহীকুল মাখতূম'** প্রণেতা শায়খ ছফিউর রহমান মুবারকপুরী (৬৫) গত ১লা ডিসেম্বর ২০০৬ শুক্রবার দুনিয়া থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন। ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন- আমীন!! -সম্পাদক]।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

দেশে যরূরী ক্ষমতা অধ্যাদেশ জারী

তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে রাজনৈতিক দল ও ট্রেড ইউনিয়নসহ সব সংগঠনের কর্মকাণ্ড স্থগিত করা এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে যেকোন স্থানে প্রবেশ বা সন্দেহভাজন যে কাউকে গ্রেফতারের ক্ষমতা দিয়ে প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ডঃ ইয়াজউদ্দীন আহমাদ গত ১২ জানুয়ারী 'যরূরী ক্ষমতা অধ্যাদেশ ২০০৭' জারী করেছেন। ১৩ জানুয়ারী এ অধ্যাদেশ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে এবং ২৬ জানুয়ারী যরূরী ক্ষমতা বিধিমালা জারী করা হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার মাধ্যমে দেশ ও দেশের জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে এ অধ্যাদেশ জারী করা হয়েছে। এছাড়া নিত্যপ্রয়োজনীয় সরবরাহ ও সেবামূলক সব কর্মকাণ্ড নিশ্চিত করাও এ অধ্যাদেশ জারির অন্যতম লক্ষ্য।

গত ১১ জানুয়ারী প্রেসিডেন্টের জারী করা যরূরী অবস্থা যতদিন বহাল থাকবে, এ অধ্যাদেশও ততদিন বলবৎ থাকবে। সংবিধানের ১৪১ ক (১) আর্টিকেলের ক্ষমতাবলে প্রেসিডেন্ট দেশে যরূরী অবস্থা ঘোষণা করেন। অধ্যাদেশের আওতায় রাষ্ট্রবিরোধী কিংবা জনজীবনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে এমন সব কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত করে, দেশের যেকোন অংশে শান্তি বিঘ্ন করে তথা সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্বেষ বা শত্রুতা সৃষ্টি করে, এমন সব নেতিবাচক কর্মকাণ্ড এ অধ্যাদেশে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এ অধ্যাদেশের আওতায় অন্তর্বর্তী সরকার সব রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন, সংগঠন ও সংস্থার কর্মকাণ্ড স্থগিত ঘোষণা করার পাশাপাশি যেকোন ধর্মঘট কিংবা অবরোধের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করতে পারবে। একই সঙ্গে সভা-সমাবেশ, মেলা, মিছিল, শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রণ এবং এ সংক্রান্ত খবর প্রকাশ ও প্রচারে বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারবে। সরকার এ অধ্যাদেশের আওতাভুক্ত বিধিনিষেধ লঙ্ঘনকারী বা লঙ্ঘনের চেষ্টাকারীকে গ্রেফতার ও বিচার করতে পারবে এবং মৃত্যুদণ্ড কিংবা যাবজ্জীবন বা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করতে পারবে।

এ অধ্যাদেশের আওতায় জনগণের নিরাপত্তা এবং অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর সরবরাহ ও সেবাকার্য ক্ষুণ্নকারী খবর কিংবা বিষয় সংবলিত সংবাদপত্র, বই-পুস্তক, দলীল বা কাগজপত্র নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট প্রেস কিংবা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া থেকে এ কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বাজেয়াপ্ত করা যাবে। বাংলাদেশের সঙ্গে যেকোন বিদেশী রাষ্ট্রের সম্পর্ক কিংবা জনস্বার্থ ক্ষুণ্নকারী যেকোন কার্যক্রম প্রতিহত করতে এ অধ্যাদেশের ক্ষমতাবলে সরকার যেকোন ব্যক্তির দেশের বাইরে যাওয়া বা দেশে প্রবেশ, চলাফেরা, অবস্থান ও গতিবিধির উপর বিধিনিষেধ আরোপের পাশাপাশি তাকে গ্রেফতার কিংবা আটক করতে পারবে।

এ অধ্যাদেশ অনুযায়ী ডাক, রেডিও, টেলিগ্রাম, টেলেক্স, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট এবং টেলিফোনের মাধ্যমে যেকোন বার্তা কিংবা খবর পাঠানোর ক্ষেত্রেও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যাবে। যরূরী ক্ষমতা বলবৎ থাকাকালে জনগণের অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর সরবরাহ ও সেবাকার্য অব্যাহত রাখার প্রয়োজনে সরকার শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়াও বিদ্যুৎ উৎপাদন, সরবরাহ এবং ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। এছাড়া নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মজুদদারী, কালোবাজারি বা অন্য কোন অসাধু কার্যকলাপ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় কঠোর ব্যবস্থা নেয়া যাবে।

এ অধ্যাদেশের বিধি অনুযায়ী সরল বিশ্বাসে করা কোন কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট কারো বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত ব্যবস্থা নেয়া যাবে না। অধ্যাদেশের কোন বিধান না বুঝে নেয়া কোন পদক্ষেপের কারণে কোন ক্ষয়ক্ষতির জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কিংবা সরকারের বিরুদ্ধে আদালতে কোন মামলা কিংবা আইনগত ব্যবস্থা নেয়া যাবে না।

উল্লেখ্য, সুদীর্ঘ ১৬ বছরের মাথায় দেশে জারী হ'ল যরূরী অবস্থা। ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সংঘাতময় রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে গত ১১ জানুয়ারী সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট দেশে যরূরী অবস্থা জারী করেন। এর আগে সর্বশেষ ১৯৯০ সালের নভেম্বর মাসে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মাদ এরশাদ যরূরী অবস্থা জারী করেছিলেন।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নতুন প্রধান উপদেষ্টা ডঃ ফখরুদ্দীন আহমদ

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নতুন প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে শপথ নিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্ণর ও 'পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউণ্ডেশনে'র প্রধান নির্বাহী ডঃ ফখরুদ্দীন আহমদ। গত ১২ জানুয়ারী সন্ধ্যা ৭-টায় বঙ্গভবনের দরবার হলে তাকে শপথ পড়ান প্রেসিডেন্ট ডঃ ইয়াজউদ্দীন আহমদ। এর আগে ঐদিন বিকাল ৪-টায় রাজধানীসহ সারাদেশের মহানগর ও জেলাসদরগুলিতে জারী করা সান্ধ্য আইন প্রত্যাহার করা হয়। নির্বাচন কমিশন ২২ জানুয়ারী অনুষ্ঠেয় ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সব কার্যক্রম স্থগিত করে। উল্লেখ্য, গত ১১ জানুয়ারী দেশে যরূরী অবস্থা জারির পর রাতে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে প্রেসিডেন্ট ইয়াজউদ্দীন আহমদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের পদ থেকে ইস্তফা প্রদানের ঘোষণা দেন। সেই সাথে ৯ উপদেষ্টাও পদত্যাগ করেন। ভারপ্রাপ্ত প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব দেয়া হয় বিচারপতি ফযলুল হককে। নতুন প্রধান উপদেষ্টা দায়িত্ব নেয়ার পর তিনিও পদত্যাগ করেন।

অন্যান্য নতুন উপদেষ্টা ও তাঁদের দফতরঃ গত ১৩ জানুয়ারী রাতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নতুন ৫ উপদেষ্টা শপথ গ্রহণ করেছেন। প্রেসিডেন্ট ডঃ ইয়াজউদ্দীন আহমাদ ঐদিন রাত ৮-টায় বঙ্গভবনে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে তাঁদের শপথ পাঠ করান। ডঃ ফখরুদ্দীন আহমাদ নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগ পাবার একদিন পরেই এই পাঁচ উপদেষ্টাকে নিয়োগ করা হয়। এরপর ১৪ জানুয়ারী তাদের দফতর বণ্টন করা হয়। তারপর ১৬ জানুয়ারী বাকী পাঁচজন উপদেষ্টা নিয়োগ দেয়া হয় এবং তাঁদের মধ্যে তিনজনকে ঐদিন এবং সর্বশেষ ১৮ জানুয়ারী বাকী দু'জন উপদেষ্টাকে শপথ পাঠ করান প্রেসিডেন্ট ইয়াজউদ্দীন আহমদ। ডঃ ফখরুদ্দীন

Contents

আহমাদের দায়িত্বে রয়েছে মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ, সংস্থাপন ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয়। অন্যান্য উপদেষ্টা ও তাঁদের দফতরগুলি হচ্ছে- (১) দৈনিক 'ইত্তেফাক'-এর সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি ব্যারিষ্টার মঈনুল হোসেনঃ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত এবং ভূমি ও তথ্য মন্ত্রণালয় (২) সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জের সাবেক চেয়ারম্যান ডঃ এবি মির্জা আযীযুল ইসলামঃ অর্থ, পরিকল্পনা, বাণিজ্য এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় (৩) দুর্নীতি দমন ব্যুরোর সাবেক মহাপরিচালক মেজর জেনারেল (অবঃ) এম.এ মতীনঃ যোগাযোগ, নৌ-পরিবহন, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন এবং মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয় (৪) স্কয়ার ফার্মাসিউটিকেলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর তপন চৌধুরীঃ বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় (৫) বিজ্ঞাপন উদ্যোক্তা গীতিআরা সাফিয়া চৌধুরীঃ শিল্প, বস্ত্র ও পাট, সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (৬) এইডস বিশেষজ্ঞ মেজর জেনারেল (অবঃ) মতিউর রহমানঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, পানি সম্পদ ও ধর্ম মন্ত্রণালয় (৭) সাবেক সচিব আইয়ুব কাদরীঃ শিক্ষা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা এবং সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় (৮) পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক ও র‍্যাবের সাবেক প্রধান আনোয়ারুল ইসলামঃ এলজিআরডি এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (৯) জাতিসংঘ বাংলাদেশের বিশেষ প্রতিনিধি ডঃ ইফতেখার আহমাদ চৌধুরীঃ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও (১০) ডঃ চৌধুরী সাজ্জাদুল করীমঃ কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়। উল্লেখ্য, তথ্য প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ ফয়েয খানকে প্রথমতঃ উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগ দেয়া হ'লেও পরে তার নিয়োগ বাতিল করা হয়।

দারিদ্র্যকে মিউজিয়ামে রাখতে হ'লে গ্রামীণ ব্যাংক বা ব্র্যাককেও মিউজিয়ামে রাখতে হবে

-ডঃ ওয়াহিদউদ্দীন মাহমূদ

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা প্রফেসর ডঃ ওয়াহিদউদ্দীন মাহমূদ বলেছেন, বাংলাদেশের দারিদ্র্যকে ইতিহাসে পরিণত করে মিউজিয়ামে রাখতে হ'লে গ্রামীণ ব্যাংক বা ব্র্যাককেও মিউজিয়ামে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। বর্তমান ধারার ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে শুধু ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে এদেশের দারিদ্র্য নিরসন কোনদিনই সম্ভব হবে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, দারিদ্র্য দূর করতে হ'লে দেশে ব্যাপক শিল্প ও ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা গড়ে তুলতে হবে। যারা নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও মজুরী বাড়াতে সক্ষম হবে। শুধু আত্মকর্মসংস্থান দিয়েও দারিদ্র্য পুরোপুরি দূর করা সম্ভব নয় মন্তব্য করে তিনি আরো বলেন, পৃথিবীতে কোন দেশই এ পর্যন্ত আত্মকর্মসংস্থান কিংবা ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে দারিদ্র্যমুক্ত হ'তে পারেনি। তবে ক্ষুদ্র ঋণ দারিদ্র্য নিরসনের একটি উপকরণ হ'তে পারে মাত্র। এর সাথে নতুন উদ্যোক্তা গড়ে তুলতে না পারলে শুধু ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে বেশী দূর এগুনো যাবে না। তিনি বলেন, কোন দেশে যখন কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়ে মজুরীও বাড়তে শুরু করে তখনই ঐ দেশে দারিদ্র্য নিরসন ঘটছে বলে বুঝতে হবে। গত ২৮ ডিসেম্বর 'ইনষ্টিটিউট অব মাইক্রোফিন্যান্স' আয়োজিত আগারগাঁওয়ের পিকেএসএফ মিলনায়তনে 'দারিদ্র্য, ক্ষুদ্র ঋণ ও উন্নয়ন' শীর্ষক এক সাংবাদিক প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ কথা বলেন।

২০২১ সালে বাংলাদেশে সংবাদপত্র ছাপা হবে না!

২০২১ সালে বাংলাদেশের বয়স যখন ৫০ পূর্ণ হবে, তখন এদেশে কোন ছাপানো সংবাদপত্র পাওয়া যাবে না। তবে সেদিন প্রতিটি ঘরেই সংবাদপত্র পৌঁছে যাবে এবং প্রায় বিনামূল্যেই প্রতিটি মানুষ প্রতিদিন একাধিক সংবাদপত্র পড়তে পারবেন। আর এর ফলে মানুষের শিক্ষা ও সচেতনতা এবং তথ্যপ্রবাহ যেভাবে বৃদ্ধি পাবে তাতে এদেশে কোন মানুষ আর ইচ্ছে করেও দরিদ্র থাকতে পারবে না। রাজনীতিবিদরাও পারবে না কাউকে বিভ্রান্ত করতে। আমূল পরিবর্তন হয়ে যাবে রাজনীতির। শুধু তথ্যপ্রযুক্তি অর্থাৎ ইন্টারনেট ও কম্পিউটার বাংলাদেশকে নিয়ে যাবে এই অবস্থানে। তথ্যপ্রযুক্তির এই বিস্তৃতি ও ব্যবহার বাংলাদেশকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুর্নীতিমুক্তও করে ফেলবে। '২০২১ সালে কেমন বাংলাদেশ চাই' শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা একথা বলেন। ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবে 'হাঙ্গার ফ্রী ওয়ার্ল্ড' এবং 'প্রত্যাশা ২০২১ ফোরাম' যৌথভাবে এই গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে।

২০০৬ সালে রাজনৈতিক সহিংসতায় ৩৭৪ জনের মৃত্যু

২০০৬ সালে দেশে রাজনৈতিক সহিংসতায় ৩৭৪ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৩৫৫ জন ব্যক্তি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে নিহত হয়েছে। ১লা জানুয়ারী থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০০৬ পর্যন্ত সারাদেশে রাজনৈতিক সহিংসতায় ২১ হাযার ২৬৫ জন আহত, ২ হাযার ৩৫৮ জন গ্রেফতার এবং ৪৮ জন অপহৃত হয়েছেন। এছাড়া গণগ্রেফতারের শিকার হয়েছেন ২৮ হাযার ৬৫১ জন। অন্যদিকে ২০০৫ সালে রাজনৈতিক সহিংসতায় ৩১০ জন ব্যক্তির নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটে। নিহত হওয়ার ঘটনা ২০০৫ সালের তুলনায় ২০০৬ সালে যথাক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে ২১%। তবে অপহরণ হ্রাস পেয়েছে ৪৮%। দেশের ১৪টি শীর্ষস্থানীয় জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত রিপোর্টের ভিত্তিতে

এবং মানবাধিকার সংস্থা 'অধিকার'-এর নিজস্ব তথ্যানুসন্ধানের ভিত্তিতে প্রণীত সারা দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি সংক্রান্ত এক রিপোর্টে এ তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

শ্রুতিহীনদের জন্য চালু হ'ল ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্ট

শ্রুতিহীনদের জীবনে নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তি ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্ট সরকারী পর্যায়ে প্রথমবারের মত চালু হয়েছে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতালে। এর ফলে শ্রুতিহীন ব্যক্তিরা অপারেশনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারবেন। গত ২৬ ডিসেম্বর মিটফোর্ড হাসপাতালের নাক, কান, গলা ও হেড-নক সার্জারী বিভাগের প্রধান প্রফেসর মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ প্রায় আড়াই ঘণ্টার 'ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্ট' নামের এ জটিল অপারেশন পরিচালনা করেন। অপারেশনে সহযোগিতায় ছিলেন ব্রিটেনের ব্রাডফোর্ড হাসপাতালের সার্জন ডঃ ইকবাল খান, পাকিস্তানের অডিওলজিষ্ট কনসালটেন্ট ডাঃ নাদীম মোক্তার এবং প্রফেসর জিল্লুর রহমান। দু'বছর ধরে সম্পূর্ণ শ্রুতিহীন ৬৩ বছর বয়সী এ.এম.এম. বদরুদ্দোজার কানে প্রায় ১০ লাখ টাকা দামের একটি মেডিকেল ইলেকট্রনিক্স অপারেশনের মাধ্যমে ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়। প্রফেসর আব্দুল্লাহ বলেন, সফল অপারেশনের মাধ্যমে শ্রুতিপ্রতিবন্ধীরাও শতভাগ স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে ও জীবন যাপন করতে পারবেন। জন্মগত বধিররাও অপারেশনের ফলে শুনতে পাবেন।

২০০৬ সালে দ্রব্যমূল্য ১৫ শতাংশ বেড়েছিল

২০০৬ সালে জীবনযাত্রার ব্যয় আগের বছরের তুলনায় বেড়েছিল সাড়ে ১৩ দশমিক ৫২ ভাগ এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল ১৫ দশমিক ২২ ভাগ। গত ২০০৫ সালে জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছিল ৯ দশমিক ৭৭ ভাগ এবং দ্রব্যমূল্য বেড়েছিল ৬ দশমিক ৩২ ভাগ। 'কনজুমার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ' (ক্যাব) সংগৃহীত বছরব্যাপী বাজার দর পর্যালোচনায় এ তথ্য পাওয়া গেছে।

বাজার দর পর্যালোচনায় দেখা গেছে, ২০০৬ সালে মূল্য বেড়েছে চালে ৬ দশমিক ৬৫ ভাগ, আটা-ময়দা-সুজি ৮ দশমিক ১০ ভাগ, ভোজ্য তেল ১২ দশমিক ৪৫ ভাগ, মশলাপাতি ১৮ দশমিক ৫৬ ভাগ, ডিম ১৮ দশমিক ৯১ ভাগ, ডাল ৩৬ দশমিক ৮০ ভাগ, শাকসবজি ২৭ দশমিক ২৪ ভাগ, গোশত ২৩ দশমিক ৩৪ ভাগ, মাছ ১২ দশমিক ২২ ভাগ, দুধ ১৩ দশমিক ৪০ ভাগ, সাবান ৩ দশমিক ৯৩ ভাগ, লবণ ৪ দশমিক ২৩ ভাগ, চা ৩ দশমিক ৩৫ ভাগ, পান-সুপারি ১২ দশমিক ৮৭ ভাগ, চিনি ও গুড়ে বেড়েছে ২০ দশমিক ১৮ ভাগ, শুধু চিনির দাম বেড়েছে ৩০ দশমিক ০৮ ভাগ, ফলমূলে ১৫ দশমিক ১২ ভাগ, কাপড়-চোপড়ে বেড়েছে গড়ে ১৪ দশমিক ৭৩ ভাগ, বাড়ীভাড়া ১৪ দশমিক ১৪ ভাগ, জ্বালানি ৪ দশমিক ৭৬ ভাগ, বিদ্যুৎ ও পানি ৫ দশমিক ০৭ ভাগ এবং সোনা-রূপায় বেড়েছে সবচেয়ে বেশী ৬২ দশমিক ৩০ ভাগ। বিগত বছরে টাকার মূল্যমান কমেছে ৬ দশমিক ৭৫ ভাগ, জ্বালানি তেলের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৫৯ ভাগ।

একদিনের হরতালে ক্ষতি ৫০০ কোটি টাকা

হরতাল অবরোধের মতো রাজনৈতিক কর্মসূচীর কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতি বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। এক দিনের হরতালে গড়ে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৫০০ কোটি টাকা। অবরোধে এ ক্ষতির পরিমাণ আরো বেশী। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তাদের সংগঠন 'ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাষ্ট্রিজে'র (ডিসিসিআই) নবনির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় (মিট দ্য প্রেস) অনুষ্ঠানে একথা বলেন। অনুষ্ঠানে 'ডিসিসিআই'য়ের নবনির্বাচিত সভাপতি হোসেন খালেদ বলেন, 'প্রতিদিনের হরতাল অবরোধে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষতি হচ্ছে জিডিপির ০.১২ শতাংশ। তিনি আরো বলেন, অবরোধের কারণে শুধু পোষাক শিল্প খাতেই প্রতিদিন ক্ষতি হচ্ছে ৩৬০ কোটি টাকা। চট্টগ্রাম বন্দর একদিন বন্ধ থাকলে সরকারের রাজস্ব বাবদ ক্ষতি হয় প্রায় তিন কোটি টাকা।

বিচার বিভাগ পৃথক হচ্ছে

অবশেষে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক হচ্ছে। গত ১৬ জানুয়ারী রাতে প্রেসিডেন্ট ডঃ ইয়াজউদ্দীন আহমাদ পৃথকীকরণ সংক্রান্ত ৪ বিধি গেজেট নোটিফিকেশনের অনুমোদন দিয়েছেন। ঘোষণার ৮ বছর পর বাস্তবায়ন হ'ল সর্বোচ্চ আদালতের রায়। যুগান্তকারী এ ঘটনাটি ঘটল নবগঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাত দিয়েই। সুপ্রীম কোর্টের রায়ের পর বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ নিয়ে বিগত আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নেতৃত্বাধীন দুই সরকার গত ৭ বছরে ২৬ বার সময় পেছানো, আদালত অবমাননা মামলায় অভিযুক্ত হওয়া সহ বহু ঘটনার জন্ম দেয়। সাব জজ মাজদার হোসেন সহ ২শ' বিচারক এক রীট দায়ের করলে ১৯৯৯ সালের ২ ডিসেম্বর সুপ্রীম কোর্ট আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের আদেশ দেন। সেই সঙ্গে ১২টি নির্দেশনার মাধ্যমে পৃথকীকরণ প্রক্রিয়াও বাতলে দেয়া হয়। কিন্তু কোন সরকার এটি বাস্তবায়ন করেনি।

সর্বশেষ খবরে জানা গেছে, গত ২১ জানুয়ারী বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ সংশ্লিষ্ট ৪ বিধির গেজেট নোটিফিকেশন এফিডেভিটের মাধ্যমে আদালত দাখিল করেছে সরকার। সেই সঙ্গে ১ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে ফৌজদারী কার্যবিধি সংশোধনী অধ্যাদেশ (সিআরপিসি) দাখিল করতে সরকারকে সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে সুপ্রীমকোর্ট। বর্তমানে চলছে 'ফৌজদারী কার্যবিধি (সংশোধন) অধ্যাদেশ' জারী প্রক্রিয়া।

পশ্চিমবঙ্গে তৈরী হচ্ছে ৭৭টি মাদরাসা কমপ্লেক্স

মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার ৫০৬টি মাদরাসাকে নিয়ে ৭৭টি মাদরাসা কমপ্লেক্স তৈরী করছে। প্রতিটি কমপ্লেক্সের একটি মাদরাসাকে 'লিড' মাদরাসা হিসাবে গড়ে তোলা হবে। কাজ শুরু হবে জানুয়ারী মাস থেকেই। 'পশ্চিমবঙ্গ মাদরাসা শিক্ষা পরিষদে'র সভাপতি সোহরাব হোসেনের উদ্ধৃতি দিয়ে কলকাতার একটি পত্রিকা সম্প্রতি এ তথ্য জানায়।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন যেলায় ৫০৬টি মাদরাসা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। সোহরাব হোসেন জানান, কাছাকাছির মধ্যে অবস্থিত এমন ৮ থেকে ১০টি মাদরাসাকে প্রথমে বাছাই করা হবে। তার মধ্য থেকে যে মাদরাসাটি তুলনামূলকভাবে পরিকাঠামোগত দিক দিয়ে উন্নত, সেটিকে লিড মাদরাসা করা হবে। এরপর লিড মাদরাসার অধীনে ঐ ৮ বা ১০টি মাদরাসাকে নিয়ে একটি কমপ্লেক্স তৈরী করা হবে। এই লিড মাদরাসায় ঐ কমপ্লেক্সের প্রধান শিক্ষকরা মিলিত হবেন। মাদরাসা সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা, পড়াশোনার মান কিভাবে আরো বাড়ানো যায় ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করবেন বলেও জানান সোহরাব হোসেন। নির্দিষ্ট কমপ্লেক্সের মাদরাসার মধ্যে ইতিহাস, ভূগোল, অংক বা অন্যান্য বিষয়ে যে শিক্ষক ভাল পড়ান তিনি প্রয়োজনে ঐ কমপ্লেক্সের অন্যান্য মাদরাসায় গিয়েও পড়াবেন। এর ফলে পড়াশোনা বা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সমমান তৈরী হবে বলে মনে করেন পর্ষদ সভাপতি।

মাদরাসা কমপ্লেক্স তৈরীর কারণ হিসাবে সভাপতি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা সারা দেশের মধ্যে পথিকৃৎ। মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা এ রাজ্যে স্কুল শিক্ষার পরিপূরক। কিন্তু রাজ্যে বেশ কিছু মাদরাসা আছে, যেখানে শিক্ষার মান উন্নত নয়। সেক্ষেত্রে যৌথভাবে কাজ করলে একটি মাদরাসাকে দেখে পার্শ্ববর্তী মাদরাসাগুলি উৎসাহিত হবে, শিক্ষার মান বাড়বে।

দৃষ্টিহীনদের জন্য বাংলায় প্রথম সফটওয়্যার

দৃষ্টিহীনদের জন্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে বাংলায় যাবতীয় পড়াশোনা চালানোর জন্য প্রথম পশ্চিমবঙ্গের 'ওয়েবেল মিডিয়াট্রনি লিমিটেড' 'আইলিপ' নামে এক নতুন সফটওয়্যার তৈরী করেছে। ওয়েবেলের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার গৌতম বর্মণ জানান, বাংলা ছাড়া ইংরেজীসহ ভারতের আরো ১১টি ভাষা হিন্দী, অসমিয়া, উড়িয়া, তেলেগু, তামিল, কন্নড়, মালয়ালাম, মারাঠি, গুজরাটি, পাঞ্জাবী, নেপালীতেও এ সফটওয়ার তৈরী হয়েছে। ব্রেইল এমপ্রোসার নামে বিশেষ এক ধরনের প্রিন্টারের মাধ্যমে ব্রেইল পদ্ধতিতে এবং সাধারণভাবে প্রিন্টও নেয়া সম্ভব হবে।

গৌতম বর্মণ জানান, মাধ্যমিক পর্ষদ, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর সব বাংলা বইকে এ সফটওয়্যারের মাধ্যমে দৃষ্টিহীনদের পড়ার উপযোগী করে তোলা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ১৩টি ভাষার প্রায় ৫০০টি বইয়ের ই-লাইব্রেরী তৈরীর কাজও শেষ হয়েছে।

বায়ু দূষণ প্রতি বছর ৫ লাখ ৩০ হাযার এশীয়'র জীবন কেড়ে নেয়

বায়ু দূষণের কারণে এশিয়ার শহরগুলিতে প্রতি বছর পাঁচ লাখ ত্রিশ হাযার লোকের অকাল মৃত্যু হয়। একই কারণে গোটা বিশ্বে প্রতি বছর সাত লাখ মানুষ অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। 'এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক' (এডিবি)'র অর্থায়নে ও 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' (ডব্লিউএইচও)'র উদ্যোগে পরিচালিত সমীক্ষার রিপোর্টে একথা বলা হয়। এশিয়ার ২০টি দেশের অংশগ্রহণে গত ১৬ ডিসেম্বর ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় অনুষ্ঠিত নগরায়ন এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে রিপোর্টটি প্রকাশ করা হয়। এশিয়ার মেগা সিটিগুলি এবং প্রধান প্রধান শহরের কয়েক লাখ স্থায়ী বাশিন্দার উপর পৃথক জরিপ চালিয়ে রিপোর্টটি তৈরী করা হয়।

অন্যান্য মহাদেশের তুলনায় এশিয়ার বায়ু অনেক বেশী দূষিত। পৃথিবীতে সবচেয়ে দ্রুত বায়ু দূষিত হচ্ছে এই উপমহাদেশে। বৃহত্তম মহাদেশটিতে দ্রুত নগরায়ন এবং যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বায়ু দূষণ আশংকাজনক হারে বেড়ে চলেছে। এশিয়ায় নগরায়ন এবং যানবাহন বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে বায়ু দূষণের হার আরো দ্রুত বাড়তে থাকবে বলে এতে সতর্ক করে দেয়া হয়। তাছাড়া বাতিল হয়ে যাওয়া গাড়ী চলাচলের অনুমতি দান, শহরে অপরিকল্পিতভাবে রাস্তা-ঘাট ও ভবন নির্মাণ, নগরাভ্যন্তরে কলকারখানা নির্মাণ, যত্রতত্র ধুলাবালি ও ময়লা-আবর্জনা এবং গাড়ীর ব্যবহৃত তেল ফেলে দেয়া ইত্যাদি নগরবাসীদের মধ্যে অকাল মৃত্যুর হার বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

বাতিল হয়ে যাওয়া ও ত্রুটিপূর্ণ ইঞ্জিনযুক্ত গাড়ী থেকে নির্গত কার্বণডাই অক্সাইড এবং কার্বণ মনোক্সাইড এবং শহরের বাতাসে ভেসে বেড়ানো ক্ষতিকর সূক্ষ্ম ধুলিকণা নগরবাসীদের হৃদয় ও ফুসফুসে গিয়ে আটকে থাকে। তাছাড়া কল-কারখানার ধোঁয়া এবং রাস্তা-ঘাটের ধুলা ও ময়লা-আবর্জনা থেকে নির্গত বিষাক্ত গ্যাস সংশ্লিষ্ট শহরগুলির মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে তাদের ফুসফুসের ভিতরে প্রবেশ করে দীর্ঘ দিন ধরে সেখানে থেকে গিয়ে যে ক্ষতিসাধন করে, তার ফলে মারাত্মক রোগের সৃষ্টি হয়। এসব কারণে এশিয়ার প্রধান প্রধান শহরগুলির উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাসিন্দা হৃদরোগ এবং শ্বাসকষ্টে ভোগে। তাছাড়া কিডনী অকার্যকর হয়ে মৃত্যুবরণ, গ্যাষ্ট্রিক-আলসার এবং কলিজা ও পেটের পীড়াসহ আরো অনেক রোগের মূল কারণ হচ্ছে এই বায়ু দূষণ।

ডঃ আশা রোজি মিগিরো জাতিসংঘের উপ-মহাসচিব

তাঞ্জানিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ আশা রোজি মিগিরোকে জাতিসংঘের উপ-মহাসচিব হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে। ৫ জানুয়ারী মহাসচিব বান কি মুনের এই নিয়োগ দানের ফলে বিশ্ব সংস্থাটির দ্বিতীয় শীর্ষ পদে একজন মহিলা নিযুক্তি পেলেন। তাকে উপ-মহাসচিব হিসাবে নিযুক্তি দান উপলক্ষে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বান কি মুন বলেন, উন্নয়ন এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক ইস্যুতে ডঃ আশার ভূমিকা অপরিসীম। তার এই আন্তরিক উদ্যোগকে জাতিসংঘের মাধ্যমে সমগ্র মানবতার কল্যাণে কাজে লাগানো উচিত বলে আমি মনে করছি।

বিশ্বে সবচেয়ে বেশী কারাবাসী যুক্তরাষ্ট্রে

যুক্তরাষ্ট্রে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী মানুষ কারাগারে আছেন। দেশটির সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে এ তথ্য উল্লেখ করে বলা হয়, একদিকে কঠোর আইন প্রয়োগ এবং অন্যদিকে অপরাধপ্রবণতার উচ্চহারের কারণে যুক্তরাষ্ট্রে এখন সবচেয়ে বেশী মানুষ কারাভোগ করছেন। গত নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে মার্কিন বিচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যে জানা যায়, গত বছরের শেষ দিকের হিসাবে দেখা যায়, প্রায় ৭০ লাখ আমেরিকান হয় কারাগারে বা অপরাধ সংশ্লিষ্টতার জন্য 'পেরোলে' ছিলেন। অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক প্রতি ৩২ জন আমেরিকানের একজন গত বছর কারাগারে না হয় পেরোলে ছিলেন। লন্ডনভিত্তিক 'ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর প্রিজন স্টাডিজে'র তথ্য মতে, গত বছর যুক্তরাষ্ট্রে কারাবাসীর সংখ্যা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ছিল। এ সময়ে আমেরিকার ২২ লাখ লোক কারাবাসে ছিলেন।

পশ্চিমা শিল্পোন্নত দেশে প্রতি লাখ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ১০০ জনের কারাবাসকে স্বাভাবিকই ধরে নেওয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্রের বেলায় এ সংখ্যার হার প্রতি লাখে ৭৩৭ জন। অন্যদিকে পৃথিবীর মোট কারাবাসীর ২৫ শতাংশই যুক্তরাষ্ট্রের।

কংগ্রেসে প্রথম কুরআন হাতে শপথ গ্রহণ করলেন এলিসন

৪৩৫ সদস্য বিশিষ্ট মার্কিন কংগ্রেসের প্রতিনিধি পরিষদে নবনির্বাচিত একমাত্র মুসলিম সদস্য কিথ এলিসন পবিত্র কুরআন হাতে শপথ নিলেন গত ৪ জানুয়ারী। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে কুরআন শরীফ ছুঁয়ে কংগ্রেস সদস্য হিসাবে শপথ নেয়ার ঘটনা এটাই প্রথম। এজন্য তিনি বেছে নিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় প্রেসিডেন্ট টমাস জেফারসন কর্তৃক ১৭৬৪ সালে সংগৃহীত একখানা কুরআন শরীফ। এলিসন বলেন, ধর্মীয় মতপার্থক্যে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। টমাস জেফারসনের মত ব্যক্তির পবিত্র কুরআন সংগ্রহ করা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, যুক্তরাষ্ট্র সৃষ্টির সূচনা থেকে দেশটিতে এমন সব লোক ছিলেন যারা খুবই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি। তারা ধর্মীয় ব্যাপারে সহনশীল ছিলেন। তিনি বলেন, জেফারসনের মত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ধর্মের ব্যাপারে ভয় পেতেন না। এথেকে প্রমাণ হয়, ধর্মীয় সহনশীলতা হচ্ছে আমাদের দেশের ভিত্তিভূমি। উল্লেখ্য, ঐদিন অন্যান্য কংগ্রেস সদস্যরা বাইবেল ছুঁয়ে হাউজের ফ্লোরে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ নেন।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম মহিলা স্পীকার পেলোসি

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এই প্রথম ন্যান্সি পেলোসি নামের এক মহিলা প্রতিনিধি পরিষদের (হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ) স্পীকার নির্বাচিত হয়েছেন। ডেমোক্র্যাটরা গত ৭ নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকানদের ধরাশায়ী করে দীর্ঘ ১২ বছর পর কংগ্রেসের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে এবং গত ৪ জানুয়ারী তারা প্রতিনিধি পরিষদে পেলোসিকে স্পীকার হিসাবে নির্বাচিত করেন, যা যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম ঘটনা। ন্যান্সি পেলোসির হাউজের স্পীকার নির্বাচিত হবার দিনটিকে তারা যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে একটি মাইল ফলক বলে উল্লেখ করেন। হাউজের নেতা হিসাবে পেলোসি (৬৬) তার প্রথম ভাষণে বলেন, 'এটা আমাদের জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন। যে গন্তব্যস্থলকে লক্ষ্য করে আমরা সামনের দিকে এগুচ্ছি, সেই অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে যে পথ ও নীতি অনুসরণ করা হয়েছিল আজ থেকে তা পরিবর্তন করা শুরু হ'ল'।

শপথ গ্রহণের পর তিনি পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ে বুশের ইরাক যুদ্ধের নীতি এবং কৌশল সম্পূর্ণ পরীক্ষা, পর্যালোচনা ও পুনর্বিবেচনাসহ প্রয়োজনে তা আমূল পরিবর্তনে যুদ্ধবাজ মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশকে চাপ প্রয়োগের অঙ্গীকার করেন। ইরাক যুদ্ধ বন্ধের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে তিনি বলেন, 'যে যুদ্ধের কোন শেষ নেই তা অব্যাহত রাখার কোন যুক্তি নেই। যুক্তরাষ্ট্রও তার নাগরিকদের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে এটা চালিয়ে যাবার কোন অর্থ খুঁজে পাই না। আমাদের দেশের স্বার্থে এই অযৌক্তিক যুদ্ধ বন্ধে উপায় খুঁজে বের করতেই হবে'। শপথ গ্রহণের একদিন পর গত ৫ জানুয়ারী বুশের উদ্দেশ্যে লেখা এক খোলা চিঠিতে তিনি বলেন, 'ইরাকে প্রতিদিন অঝোরে রক্ত ঝরছে, যা বন্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করা সংশ্লিষ্ট সকলের নৈতিক দায়িত্ব'।

বিশ্বের বৃহত্তম চালকবিহীন বিমান তৈরী করেছে ইসরাঈল

বিশ্বের বৃহত্তম চালকবিহীন বিমান তৈরী করেছে ইসরাঈল। এই বিমানটি দূর পাল্লার অভিযান ও ব্যালিষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংসের জন্য ব্যবহৃত হবে। ইসরাঈলী বিমান প্রতিষ্ঠানগুলি 'ইটান' নামের এ বিমানটি তৈরী করেছে। বিমানটির বোয়িং-৭৩৭ যাত্রীবাহী বিমানের মতো ৩৫ মিটার (১১০ ফিট) প্রশস্ত পাখা থাকবে। দৈনিক 'ইয়েডিয়ট আহারোনট' জানায়, কিছুদিনের মধ্যেই বিমানটি প্রথমবারের মত উড্ডয়ন করবে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ইসরাঈল ক্ষেপণাস্ত্র হামলার হুমকির মোকাবিলার জন্য প্রযুক্তিগত উন্নয়নের উপর জোর দিচ্ছে। বিশেষ করে ইরানের ইসরাঈলে আঘাত হানার ক্ষমতাসম্পন্ন দূর পাল্লার ব্যালিষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের হুমকির প্রেক্ষিতে তারা এ ধরনের পদক্ষেপ নেয়।

মুসলিম জাহান

সাদ্দাম হোসেনের মৃত্যুদণ্ড

সকল জল্পনা-কল্পনা ও দুনিয়ার তাবৎ বিবেকবান নেতৃবৃন্দের আবেদন উপেক্ষা করে অবশেষে ইরাকের সাবেক প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে (৬৯) ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়েছে। গত ৩০ ডিসেম্বর স্থানীয় সময় ভোর ৬-টায় (বাংলাদেশ সময় সকাল ৯-টা) মধ্যপ্রাচ্যে পবিত্র ঈদুল আযহার দিনে রাজধানী বাগদাদের উত্তর উপকণ্ঠের খাদিমিয়ায় অবস্থিত কঠোর নিরাপত্তাধীন একটি গোপন আস্তানায় তার ফাঁসি কার্যকর করেছে ইরাকের তাবেদার সরকার। বাগদাদ থেকে ৮০ মাইল উত্তরে সাদ্দাম হোসেনের জন্মস্থান তিকরিতের আওজায় জানাযা শেষে তাঁকে দাফন করা হয়। ৩০ ডিসেম্বর সাদ্দাম হোসেন বন্দীদের জন্য নির্ধারিত পোষাক না পরে তার স্বাভাবিক কালো কোর্ট-প্যান্ট, সাদা শার্ট পরিহিত অবস্থাতেই পবিত্র কুরআন মাজীদ হাতে নিয়ে ফাঁসিকাষ্ঠে উপস্থিত হন। ফাঁসির রজ্জু গলায় পরানোর পূর্বমুহূর্তে এমনকি তিনি যমটুপি মাথায় পরতেও অস্বীকৃতি জানান। এছাড়াও চামড়ার জ্যাকেট পরা মুখোশাবৃত জল্লাদদের ফাঁসির যাবতীয় আয়োজন সম্পন্ন করার সময় সাদ্দাম হোসেন তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিমায় নির্বিকার, দৃঢ়চিত্ত এবং নির্ভীক অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকেন। এ সময় তিনি নির্ভীক কণ্ঠে বলেন, 'মৃত্যুর সময় আমি আমার মুখ আড়াল করতে চাই না। কারণ আমার কোন ভয় নেই, আমি সর্বত্র পরিষ্কার'। বরং ফাঁসির দড়ি মাথায় পরার আগে তিনি সেখানে উপস্থিত তাবেদার প্রশাসনের লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'তোমরা ভয় পেয়ো না'। রীতিমত ফাঁসির রজ্জু গলায় পরানোর সময় তিনি বারবার কালেমা শাহাদত পাঠ করছিলেন। এরপর গলায় কালো কাপড় জড়িয়ে ফাঁসির রজ্জু পরানোর সময় সাদ্দাম ইরাকে চলমান প্রতিরোধ যুদ্ধে নিয়োজিত মুজাহিদদের কাজের প্রশংসা ও একই সাথে যুক্তরাষ্ট্রসহ পাশ্চাত্যের কঠোর নিন্দা এবং তাঁর দেশ ও দেশবাসীর কল্যাণ কামনা করেন। 'আল্লাহু আকবার' ছিল তার জীবনের শেষ উচ্চারণ।

উল্লেখ্য, ১৯৮২ সালে উত্তর ইরাকের শী'আ প্রধান দুজাইল শহরে ১৪৮ জন শী'আকে হত্যার নির্দেশ দেয়ার দায়ে অভিযুক্ত করে দখলদার সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের নেপথ্য প্ররোচনায় গত ৫ নভেম্বর সেদেশের একটি বিশেষ আদালত সাদ্দাম হোসেনকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার রায় দেয়। এরপর গত ২১ ডিসেম্বর এই রায়ের বিরুদ্ধে দায়ের করা আপিল আবেদন সরাসরি খারিজ করে দিয়ে মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখা হয় এবং ৩০ ডিসেম্বর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। ৫ নভেম্বর কারাগারে বসে তিনি দেশের জনগণের উদ্দেশ্যে লেখা শেষ চিঠিতে বলেন, 'এই মৃত্যু আমাকে সত্যিকারের শহীদে পরিণত করবে'। তিনি আরো লিখেছিলেন, 'এইখানে আমি আমার আত্মাকে স্থাপন করছি একটি কুরবানী হিসাবে। আল্লাহ তা'আলার যদি মর্জি হয় তাহ'লে আমার এই আত্মাকে শহীদের সাথে তিনি বেহেশতে পাঠাবেন'। চিঠির শেষে সাদ্দাম হোসেন শ্লোগান দিয়েছেন, 'ইরাক দীর্ঘজীবী হোক', 'ফিলিস্তীন দীর্ঘজীবী হোক', 'জিহাদ দীর্ঘজীবী হোক', 'মুজাহিদরা দীর্ঘজীবী হোক'।

এদিকে সাদ্দাম হোসেনকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করার সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ আয়েশী নিদ্রায় নিমগ্ন ছিলেন।

বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়াঃ

পবিত্র ঈদুল আযহার দিন সাদ্দাম হোসেনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করায় মুসলিম বিশ্বসহ তাবৎ দুনিয়া ক্ষোভে ফেটে পড়ে। সাদ্দাম হোসেনের মৃত্যুর সংবাদে বছরা সহ ইরাকের দক্ষিণাঞ্চলে শী'আরা উল্লাস প্রকাশ করে ও রাস্তায় আনন্দ মিছিল বের করে। কিন্তু দক্ষিণাঞ্চল ছাড়া গোটা ইরাকে ঈদের আনন্দ মাটি হয়ে যায়। শোকের সাগরে মুহ্যমান হয়ে পড়ে সকলে। বৃদ্ধি পায় সহিংসতা। জর্ডান, ইয়েমেন, তিউনিসিয়া, ভারত, পাকিস্তান, কাতার প্রভৃতি দেশে মিছিল-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশ, জাতি, প্রতিষ্ঠান এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলি এর তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে বিবৃতি দেয়। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা 'হিউম্যান রাইটস ওয়াচ' বলেছে, 'ইতিহাস তার বিচার ও ফাঁসির বিষয়টি কঠোরভাবে বিচার করবে'। 'ইউরোপীয় ইউনিয়ান' (ইইউ) সাদ্দাম হোসেনের ফাঁসিকে বর্বরোচিত বলে উল্লেখ করে এর কড়া সমালোচনা করে। মিসরের প্রেসিডেন্ট হোসনী মোবারক বলেছেন, 'ফাঁসি সাদ্দাম হোসেনকে শহীদের মর্যাদা দিয়েছে'। জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফ্রাঁ ওয়াল্টার স্টেইনমেয়ার বলেছেন, 'এই মৃত্যুদণ্ড সাদ্দাম হোসেনকে একজন নন্দিত শহীদের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করবে'।

জীবন ও কর্মঃ

ইরাকের রাজধানী বাগদাদের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় সালাদিন প্রদেশের তিকরিতে ১৯৩৭ সালের ২৮ এপ্রিল এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন সাদ্দাম হোসেন। ১৯৫৯ সালে সাবেক ইরাকী প্রধানমন্ত্রী আব্দুল করীম কাসিম নিহত হওয়ার সময় সাদ্দাম হোসেন প্রকাশ্য রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। সে সময় তিনি প্রথমে সিরিয়ায় পালিয়ে যান এবং পরে সেখান থেকে মিসরে যান। ১৯৬২ সালে কায়রোতে তিনি বাথ পার্টির শাখা নেতা হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৬২-৬৩ সালে তিনি কায়রোতে কলেজ অব ল'তে লেখাপড়া করেন। ১৯৬৩ সালের ফেব্রুয়ারীতে রমযান বিপ্লবের পর তিনি ইরাকে ফিরে আসেন। ঐ বছরের শেষ দিকে সাদ্দাম বাথ পার্টির চতুর্থ আঞ্চলিক কংগ্রেস ও ষষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য হন। ১৯৬৩ সালের শেষে বাথ বার্টির শাসন চলে যাওয়ার পর তিনি ইরাকে দলের আঞ্চলিক নেতা নির্বাচিত হন। ১৯৬৪ সালে আব্দুস সালাম আরেফের সরকারকে উৎখাতের ষড়যন্ত্রের জন্য তিনি

গ্রেফতার হন। ১৯৬৭ সালে কারাগার থেকে পালানোর পর সাদ্দাম ১৯৬৮ সালের ১৭ জুলাইয়ের বিপ্লবে সহায়তা করেন। এই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে জেনারেল আহমাদ হাসান বকরের অধীনে শেষ পর্যন্ত বাথ পার্টি ক্ষমতায় আসে। ১৯৬৯ সালের নভেম্বরে সাদ্দাম বিপ্লবী কমান্ড কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৭৯ সালের জুলাই মাসে সাদ্দাম ইরাকে বাথ পার্টির আঞ্চলিক নেতৃত্বের সেক্রেটারী জেনারেল, বিপ্লবী কমাণ্ড কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান, ইরাক প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট এবং সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত হন। ১৯৮০ সালের সেপ্টেম্বরে সাদ্দাম ইরানের সঙ্গে ১৯৭৫ সালে আলজিয়ার্সে স্বাক্ষরিত চুক্তি বাতিল ঘোষণা করেন এবং ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। এই যুদ্ধ আট বছর ধরে চলে এবং এতে দু'দেশের প্রায় দশ লাখ লোক মারা যায় এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৯০ হাযার কোটি মার্কিন ডলার। ১৯৯০ সালের আগস্টে সাদ্দাম হোসেন কুয়েত আক্রমণের নির্দেশ দিয়ে তাকে ইরাকের ১৯তম প্রদেশ হিসাবে ঘোষণা করেন। কুয়েত থেকে পশ্চাদপসরণে তার অস্বীকৃতি ১৯৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধের সূচনা করে। মার্কিন নেতৃত্বাধীন যৌথ বাহিনী ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারীতে ইরাকী বাহিনীর বিরুদ্ধে অপারেশন 'ডেজার্ট স্ট্রম' নামের অভিযান চালায়। উপসাগরীয় যুদ্ধে পরাজয় সত্ত্বেও সাদ্দাম হোসেন ক্ষমতায় ছিলেন। ১৯৯৫ সালের প্রেসিডেন্ট পদের জন্য গণভোটে আবার সাত বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বচিত হন। ২০০২ সালের অক্টোবরে দেশব্যাপী গণভোটে ১০০ শতাংশ ভোট পেয়ে আবার সাত বছরের জন্য নির্বাচিত হন। ২০০৩ সালের এপ্রিলে মার্কিন নেতৃত্বাধীন বহু জাতিক বাহিনী সাদ্দাম হোসেনকে ক্ষমতাচ্যুত করে।

সাদ্দামের দুই সহযোগীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকরঃ

জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুনের সর্বশেষ আহ্বানও উপেক্ষা করে সাদ্দাম হোসেনের দুই সহযোগী, তার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও সাবেক গোয়েন্দা প্রধান বারজান ইবরাহীম আত-তিকরীতী এবং প্রধান বিচারপতি আওয়াদ হামেদ আল-বান্দারের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় গত ১৫ জানুয়ারী। ফাঁসি দেয়ার সময় সাদ্দামের ভাই বারজানের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। গত ৪ জানুয়ারী তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার কথা থাকলেও আন্তর্জাতিক চাপের মুখে তা কার্যকর হয়নি। উল্লেখ্য, সাদ্দামের ন্যায় তাদের বিরুদ্ধেও ১৯৮০ সালে দুজাইল গ্রামে ১৪৮ জন শী'আকে হত্যার অপরাধে ৫ জানুয়ারী মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।

ইরাকী বাথ পার্টির নতুন নেতা ইযযত ইবরাহীমঃ

সাদ্দাম হোসেনের ফাঁসি কার্যকর হওয়ার পর সাদ্দাম হোসেনের সহযোগী ইযযত ইবরাহীমকে বাথ পার্টির নতুন নেতা হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। সাদ্দাম হোসেনের শাসনামলের বেশীর ভাগ সময় তিনি ডেপুটি প্রেসিডেন্ট হিসাবে কাজ করেন। গত কয়েক বছরে তাকে বেশ কয়েকবার মৃত ঘোষণা করা হয়। এটা এখনো পরিস্কার নয় তিনি এখনো জীবিত আছেন কি-না।

সঊদী আরব ৭২টি টাইফুন যুদ্ধবিমান কিনবে

সঊদী আরব ব্রিটেনের কাছ থেকে ৭২টি 'টাইফুন' যুদ্ধবিমান কিনবে বলে যুবরাজ সুলতান বিন আব্দুল আযীয পূর্বাঞ্চলীয় দাম্মাম নগরীতে গত ৮ জানুয়ারী ঘোষণা দেন। ২০০৫ সালে ব্রিটেনের সঙ্গে সঊদী আরব একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। চুক্তি অনুযায়ী যুদ্ধবিমানগুলি শিগগির হস্তান্তর করা হবে বলে যুবরাজ সুলতান জানান। তিনি বলেন, 'সঊদী আরব বিবিধ চ্যানেল থেকে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় অব্যাহত রাখবে'। যুক্তরাজ্যের সঙ্গে এ চুক্তির আর্থিক মূল্যমান প্রায় দু'হাযার কোটি মার্কিন ডলার।

প্রতি মাসে ঘর ছাড়ছে ৫০ হাযার ইরাকীঃ দেশ ছেড়েছে ১৭ লাখ

সহিংসতায় বিপর্যস্ত ইরাকের ঘরবাড়ী ছেড়ে আসা শরণার্থীদের জন্য যরূরী ভিত্তিতে ছয় কোটি ডলারের সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশন (ইউএনএইচসিআর)। সংস্থা জানায়, প্রতি আট ইরাকীর মধ্যে একজন এবং প্রতি মাসে ৫০ হাযার ইরাকী ঘরবাড়ী ছেড়ে পালাচ্ছে। ১৯৪৮ সালে ইসরাঈল রাষ্ট্র সৃষ্টির পর ফিলিস্তীনীদের বাস্তুচ্যুত হওয়ার মাত্রাকে ছাড়িয়ে গেছে ইরাক যুদ্ধের কারণে উদ্বাস্তুর সংখ্যা।

'ইউএনএইচসিআরে'র তথ্য মতে, সহিংসতার কারণে দেশের অভ্যন্তরে ঘরবাড়ী ছেড়েছে ১৭ লাখ ইরাকী। এছাড়া দেশ ছেড়ে পালিয়েছে প্রায় ২০ লাখ। এর মধ্যে সিরিয়ায় ১০ লাখ, জর্ডানে সাত লাখ, মিসরে ২০ থেকে ৮০ হাযার এবং লেবাননে আশ্রয় নিয়েছে ৪০ হাযারের মতো ইরাকী। সংস্থাটির মতে, ২০০৩ সালে ইরাক আগ্রাসনের পর সহিংসতার কারণে প্রায় ১২ শতাংশ ইরাকী পাশের দেশগুলিতে আশ্রয় নিয়েছে। উল্লেখ্য, গত বছর ইরাকে নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে কমপক্ষে ৩৪ হাযার।

ইন্দোনেশিয়া পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট নির্মাণ করবে

ইন্দোনেশিয়া সে দেশের জ্বালানি চাহিদা পূরণে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসাবে পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট নির্মাণ করতে যাচ্ছে। সেদেশের সরকার সেন্ট্রাল জাভায় ১৬শ' মিটার উঁচু সুপ্ত আগ্নেয়গিরির পাদদেশে চারটি পারমাণবিক প্ল্যান্ট নির্মাণের প্রস্তাব করেছে। পর্যায়ক্রমে ১০ বছরে এসব প্ল্যান্ট নির্মাণ করা হবে। খামার এলাকা বালং-এর কাছে প্রায় ৬শ'টি ফুটবল মাঠের পরিধি নিয়ে চারটি পারমাণবিক চুল্লী নির্মাণ করা হচ্ছে। সরকার ২০১৫ সালের মধ্যে তাদের প্রথম প্ল্যান্ট চালু করার ব্যাপারে আশাবাদী।

আল-আকছা মসজিদের ছবি মদের বোতলে!

'বোলনিয়া ফর ইমপোর্ট এণ্ড এক্সপোর্ট কোম্পানী ২০০০ এমডি' নামের একটি ইসরাঈলী কোম্পানী আল-আকছা মসজিদের গম্বুজের ছবি মুদ্রিত ভদকা মদের বোতল বাজারে ছেড়েছে। কোম্পানীটি ইসরাঈলী নগরী আশদদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইসরাঈলের বিভিন্ন শহর ও নগরীতে ঐ ধরনের ছবি মুদ্রিত মদ বিক্রি হচ্ছে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

জলপাই তেল ক্যান্সার ঝুঁকি কমাতে পারে

নিত্যদিনের খাদ্য তালিকায় জলপাই তেল যোগ করে দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সার বহুলাংশে প্রতিরোধ করা সম্ভব। দীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের পর একদল ডেনিশ বিজ্ঞানী জানিয়েছেন, মানবদেহে ক্যান্সার কোষ সৃষ্টির জন্য দায়ী ক্ষতিকর উপাদানের মাত্রা দারুণভাবে কমিয়ে দিতে পারে জলপাই তেল। এই বিজ্ঞানীরা ইউরোপের দুই অংশের ১৮২ জন স্বাস্থ্যবান লোকের উপর গবেষণা চালাতে গিয়ে তাদেরকে প্রতিদিন ২৫ মিলিলিটার করে জলপাই তেল খেতে দেয়। এদের বয়স ২০ বছর থেকে ৬০ বছর। দুই সপ্তাহের পর্যবেক্ষণ শেষে দেখা যায়, নিত্যদিনের খাদ্য তালিকায় জলপাই তেল রাখার কারণে তাদের দেহে জীবকোষের জন্য ক্ষতিকর ক্যান্সার উপাদানের মাত্রা অনেক কমে গেছে। মানবদেহে এই ক্ষতিকর উপাদান ব্যাপকহারে এমন সব ফ্রী রেডিক্যাল পুঞ্জিভূত করে, যা ক্যান্সার কোষ সৃষ্টির জন্য দায়ী।

বিজ্ঞানীরা জলপাই তেলের এই ক্যান্সার প্রতিরোধী গুণের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, মানব দেহের জন্য বিশেষ করে ক্যান্সার রোধে জলপাই তেল হচ্ছে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এন্টি অক্সিডেন্ট। জলপাই তেলে ফেনাল নামক কয়েক ধরনের উপাদান রয়েছে যা এন্টি অক্সিডেন্ট গুণসম্পন্ন হিসাবে পরীক্ষিত।

আড়াই বছরের শিশুর ওযন ৪০ কেজি!

পশ্চিমবঙ্গের ফিরোযপুরের মেয়ে অঞ্জলির বয়স মাত্র আড়াই বছর অথচ ওযন ৪০ কেজি। এখনই তার রোজ পেট ভরাতে লাগে অন্তত এক ডজন কলা, এক লিটার দুধ, আধা কেজি চালের ভাত, ৫টা চাপাতি! এছাড়াও লাগে কেজিখানেক মিষ্টি ও অন্যান্য নোনতা খাবার। মেয়ের এই বিপুল পরিমাণ খাদ্য যোগাতে গিয়ে গরীব বাবা-মা ঋণে ডুবছেন। অঞ্জলির চিকিৎসক ডাঃ বলদেব সিং জানান, হরমোনের গণ্ডগোলেই এ বিপত্তি।

এইডস নিরাময়ের কাছাকাছি বিজ্ঞানীরা

মানুষ ও স্তন্যপায়ী প্রাণী দেহে এইচআইভি ভাইরাসের বিস্তার রোধে প্রোটিন কিভাবে কাজ করে বিজ্ঞানীরা সেটা বোঝার প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন। দক্ষিণ কোরিয়ার বিজ্ঞানীরা গত ২৯ ডিসেম্বর এ তথ্য জানিয়েছেন। সিউলের পোহাং ইউনিভার্সিটির সায়েন্স এ্যান্ড টেকনোলজি বিভাগের প্রফেসর ওহ বেয়ং-হা-এর নেতৃত্বাধীন বিজ্ঞানীরা বলেছেন, তাদের গবেষণার ফলাফল এইডসের প্রতিষেধক তৈরীতে সহায়তা করবে। এ গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উউ জায়ে-সাং বলেন, আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিনের গঠন-প্রকৃতি চিহ্নিত করেছি। এর মাধ্যমে এইচআইভি বা অন্যান্য ভাইরাসের জন্য বিভিন্ন রোগ সৃষ্টির কারণ খুঁজে বের করা বিজ্ঞানীদের জন্য সহজ হবে।

কৃত্রিম বাঘ!

চীনা প্রাণী তত্ত্ববিদরা দাবী করেছেন, তারা খুব শীঘ্রই সাইবেরিয়ান বাঘ জন্ম দেয়ার জন্য কাজ শুরু করবে। সূত্রে প্রকাশ, বিশ্ববিখ্যাত সাইবেরিয়ান টাইগার রাশিয়া ও চীন ভূখণ্ডে মাত্র ৪শ'টি আছে। প্রাণীবিদদের ধারণা, এই প্রজন্মের বাঘ তাড়াতাড়ি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাই চীনের প্রাণীবিদরা হেইলংজিয়াং প্রদেশে কৃত্রিম উপায়ে সাইবেরিয়ান বাঘ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। চীনা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তারা ইতিমধ্যে পান্ডাসহ অন্যান্য বিভিন্ন বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীর কৃত্রিম প্রজনন সাফল্যের সঙ্গে করতে পেরেছেন। তাই তারা সাইবেরিয়ান বাঘকেও কৃত্রিম প্রজননের আওতায় আনতে পারবে সহজে।

জৈব জ্বালানি খামার

চীন তার বিকল্প জ্বালানি অনুসন্ধানের অংশ হিসাবে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ৯৮ হাযার ৮৪০ একরের একটি খামার করতে যাচ্ছে। এতে এমন সব গাছ লাগানো হবে যার নির্যাস ডিজেল জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হবে। বন প্রশাসন বিভাগের মতে খামারটি পর্যায়ক্রমে বছরে ৬০ হাযার টন ডিজেল যোগান দেবে। এতে করে চীন ক্রমান্বয়ে কয়লা ও অন্যান্য জীবাশ্ম জ্বালানির উপর অতি মাত্রায় নির্ভরতা কাটিয়ে উঠতে পারবে বলে আশা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, চীন ২০০৫ সালে ২.২৩ বিলিয়ন মেট্রিক টনের সমপরিমাণ জ্বালানি ব্যবহার করে। এ সময় তাদের দেশীয় উৎপাদন ছিল ২.০৬ বিলিয়ন। চীনের ১১তম পঞ্চবার্ষিক (২০০৬-১০) পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, দেশটি এ সময় বায়ু, বিদ্যুৎ, সৌরবিদ্যুৎ ও জৈব জ্বালানি ইত্যাদি নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদনে উৎসাহ যোগাবে।

ক্যান্সার আক্রান্ত হৃদরোগ চিকিৎসায় এ্যাসপিরিন

যেসব ক্যান্সার রোগী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন, তাদের জন্য এ্যাসপিরিন একটি কার্যকর ঔষধ হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের এমডি এন্ডারসন ক্যান্সার কেন্দ্রে নতুন গবেষণায় এই তথ্য প্রমাণিত হয়েছে। গবেষকরা বলেছেন, ক্যান্সার আক্রান্ত হৃদরোগীদের এ্যাসপিরিন সেবন থেকে বিরত রাখলে তাদের অধিকাংশেরই মৃত্যু ঘটার আশংকা থাকবে। এতোদিন ক্যান্সার আক্রান্ত হৃদরোগীদের এ্যাসপিরিন দেয়া হ'ত না এই আশংকায় যে, এই ঔষুধের প্রতিক্রিয়ায় রোগীদের দেহের মধ্যে মারাত্মক রক্তক্ষরণ ঘটবে। এ্যাসপিরিনের কার্যকারিতার উপর পরিচালিত নতুন গবেষণায় চিকিৎসকদের পূর্ববর্তী এই ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

ইসলামী সম্মেলন

রংপুর ১৩ই ডিসেম্বর বুধবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রংপুর যেলার সঠিবাড়ী এলাকার উদ্যোগে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব আব্দুল হাদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর নায়েবে আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন ও কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর আহ্বায়ক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা আবু তাহের, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মুনীরুদ্দীন, রংপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আবদুস সাত্তার, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আবু তালহা, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুজাহিদুল ইসলাম, 'আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী'র প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম প্রমুখ।

রশিদপুর, সিরাজগঞ্জ ২রা জানুয়ারী বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রশিদপুর এলাকার উদ্যোগে রশিদপুর পূর্বপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় ময়দানে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ ছানাউল্লাহ শেখের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সংসদ সদস্য জনাব আব্দুল লতীফ মির্জা। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মুনিরুদ্দীন, সিরাজগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ আলতাফ হোসাইন, মাওলানা আলমগীর বাদশা, জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন' -এর প্রচার সম্পাদক ও 'আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী'র প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান, মাওলানা আমীরুল ইসলাম (পাবনা), মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ও মাওলানা মুয্যাম্মিল হক্ব প্রমুখ।

ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর ৫ জানুয়ারী শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দিনাজপুর পূর্ব সাংগঠনিক যেলার ঘোড়াঘাট এলাকার যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় জয়রামপুর মাঠে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর নায়েবে আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন ও কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাওলানা গোলাম আযম, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মুনীরুদ্দীন, জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক ও 'আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী'র প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, গাইবান্ধা যেলা 'যুবসংঘে'র সহ-সভাপতি মাওলানা আশরাফুল ইসলাম ও দিনাজপুর পূর্ব যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা আবু বকর প্রমুখ।

নিমগাছী, বগুড়া ৬ জানুয়ারী শনিবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বগুড়া যেলার ধনুট এলাকার উদ্যোগে নিমগাছী লিল্লাহী বালিকা হাফেযী মাদরাসা ময়দানে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সুধী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আলহাজ্জ ইকবাল হোসাইন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর নায়েবে আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ ও বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুর রঊফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মুনীরুদ্দীন, জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক ও 'আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী'র প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা নূরুল ইসলাম, সিরাজগঞ্জ যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম প্রমুখ।

Contents

খুলনা ১২ জানুয়ারী শুক্রবারঃ অদ্য বেলা ৩-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' খুলনা যেলার যৌথ উদ্যোগে মহানগরীর হাদীছ পার্কে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম ভারপ্রাপ্ত আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী বলেন, মানুষের জন্য আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ জীবন ব্যবস্থা আল-কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ ব্যতীত মানব জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি ও সার্বিক কল্যাণ অর্জন সম্ভব নয়। তিনি সর্বস্তরের মানুষকে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের পূর্ণাঙ্গ আন্দোলন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ, 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর সদস্য মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মুনীরুদ্দীন, সাতক্ষীরা যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা আলতাফ হোসাইন ও 'আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী'র প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম প্রমুখ।

ঈদ পরবর্তী প্রীতি সম্মেলন

বুড়িচং, কুমিল্লা ২রা জানুয়ারী মঙ্গলবারঃ অদ্য বিকাল সাড়ে তিনটায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুমিল্লা যেলার যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় আল-হেরা মডার্ণ একাডেমী ময়দানে ঈদ পরবর্তী এক প্রীতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও জগতপুর এ.ডি.এইচ সিনিয়র মাদরাসার উপাধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি জনাব আহমাদ শরীফ ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'যুবসংঘ' -এর সাবেক সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মাওলানা আমজাদ হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক জনাব আব্দুর রহমান মাষ্টার, বর্তমান প্রশিক্ষণ সম্পাদক জনাব জাফর ইকরাম, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক জনাব কাওছার আহমাদ ও ইখওয়ান আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার পরিচালক জনাব হারুন ইবনে রশীদ প্রমুখ।

যুবসংঘ

কর্মী সমাবেশ

বংশাল, ঢাকা ২১ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার উদ্যোগে বংশালস্থ যেলা কার্যালয়ে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ আল-মা'ছূমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার ইলিয়াস হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার, প্রচার সম্পাদক মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, গাযীপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা কফীলুদ্দীন, দৈনিক খবরপত্রের চীফ স্টাফ রিপোর্টার কামাল পাশা দোজা প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে **ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন** বলেন, ক্বিয়ামতের দিন প্রত্যেককে তার যৌবনকাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। যে যুবক তার যৌবনকাল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালিত করবে সেদিন সে আরশের ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করবে। পক্ষান্তরে যে যুবক তার যৌবনকাল অন্যায় ও পাপকাজে ব্যয় করবে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। অতএব প্রত্যেক কর্মীকে শিক্ষার্জনের পাশাপাশি নৈতিকতা শিক্ষা গ্রহণ ও নির্ভেজাল তাওহীদ প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। এ লক্ষ্যে উপস্থিত সকলকে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর পতাকা তলে সমবেত হয়ে তাদের যৌবনকালকে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার প্রতি তিনি উদাত্ত আহ্বান জানান।

ইসলামী সম্মেলন

পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা ৩ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাইবান্ধা পশ্চিম

Contents

সাংগঠনিক যেলাধীন কুমেদপুর এলাকার যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় কুমেদপুর বাজারে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আওনুল মা'বূদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আবু তাহের। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর আহ্বায়ক মাওলানা আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আবু হানীফ ও যেলার উপদেষ্টা মাওলানা আমজাদ হোসাইন। সম্মেলনে কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেয মুহাম্মাদ শামীম এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন 'আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী' প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম।

ঢাকা ২১ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার উদ্যোগে রাজধানীর নাযিরা বাজার মাজেদ সরদার সড়কে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ'-এর প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম আহ্বায়ক ও বাংলাদুয়ার জামে মসজিদের খতীব মাওলানা শামসুদ্দীন সিলেটীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর আহ্বায়ক মাওলানা আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ, সদস্য মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ, এটিএন বাংলার ভাষ্যকার মাওলানা তারিক মুনাওয়ার, গাযীপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা কফীলুদ্দীন বিন আমীন প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ আল-মা'ছূম ও সহ-সভাপতি হাফেয আব্দুল হামীদ।

ভৈষেরকুট, কুমিল্লা ১৩ জানুয়ারী শুক্রবার ঃ অদ্য বিকাল ৩-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুমিল্লা যেলার ভৈষেরকুট শাখার উদ্যোগে ভৈষেরকুট নযর মাহমূদের বাড়ি সংলগ্ন মসজিদ প্রাঙ্গণে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় শিক্ষক নবী নেওয়ায মাস্টারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর সদস্য মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ, কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা শরাফত আলী, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম, সিলেট যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুছ ছামাদ ও সাবেক সভাপতি আবদুল কাবীর এবং ভৈষেরকুট শাখা সভাপতি মুহাম্মাদ আনোয়ার হোসাইন প্রমুখ।

দায়িত্বশীল সমাবেশ

জগৎপুর, কুমিল্লা ১২ জানুয়ারী বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুমিল্লা যেলার উদ্যোগে জগৎপুর কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক দায়িত্বশীল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কুমিল্লা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ইসলামুদ্দীন, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক কাওছার আহমাদ, সাবেক দফতর সম্পাদক মাস্টার আবুল কালাম আযাদ, বুড়িচং এরশাদ ডিগ্রী কলেজ শাখা সভাপতি ইউসুফ আহমাদ, সাবেক দায়িত্বশীল তোফায়েল আহমাদ, দক্ষিণপূর্ব জগৎপুর শাখা সভাপতি মাহফূযুর রহমান ও মীযানুর রহমান শাওন প্রমুখ।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** -এর গ্রেফতার একটি জাতীয় কলঙ্ক ও ভয়ঙ্কর প্রতারণা। জঙ্গীমদদ দাতাদের আড়াল করতেই এই নাটকের অবতারণা। তিনি অবিলম্বে আমীরে জামা'আতের নিঃশর্ত মুক্তির জোর দাবী জানিয়ে বলেন, বিগত সরকারের সাজানো নাটকের রহস্য ফাঁস হয়ে গেছে। সুতরাং জাতিকে কলঙ্কমুক্ত করতে আমীরে জামা'আত সহ আহলেহাদীছ নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে এবং অবিলম্বে তাঁদেরকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে।

আহলেহাদীছ আন্দোলনের পাঁচটি মূলনীতি

(১) কিতাব ও সুন্নাতের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা (২) তাক্বলীদে শাখ্ছী বা অন্ধ ব্যক্তিপূজার অপনোদন (৩) ইজতিহাদ বা শরীয়ত গবেষণার দুয়ার উন্মুক্তকরণ (৪) সকল সমস্যায় ইসলামকেই একমাত্র সমাধান হিসাবে পরিগ্রহণ (৫) মুসলিম সংহতি দৃঢ়করণ।

Contents

পাঠকের মতামত

ভ্যালেন্টাইন'স ডে ইজ নট 'লাভ ডে'

১৪ ফেব্রুয়ারী পাশ্চাত্যের ভ্যালেন্টাইন দিবস। প্রায় দেড় হাযার বছর পরে এই দিবসের পরিচয় পেয়েছে বাংলাদেশের মানুষ। ১৯৯৩ সালের ফেব্রুয়ারীতে ভ্যালেন্টাইন'স দিবস উপলক্ষে সাপ্তাহিক 'যায়যায়দিন' প্রকাশ করে আজগুবি 'ভালোবাসা দিবস' সংখ্যা। এতে পরকীয়া ও অশ্লীল প্রেমের গল্প ছাপে। এ সংখ্যাটিতে জনাব শফিক রেহমান প্রথম ভালোবাসা দিবসের একটা রূপরেখা প্রণয়ন করেন। ভালোবাসা দিবসের নামে আমাদের দেশে পাশ্চাত্যের নোংরা ও কুসংস্কারকে অনুসরণ করে বিবেক বর্জিত একটি উৎসবের আবির্ভাব ঘটানো হয় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও পরিকল্পিতভাবে। যুবসমাজকে চরিত্রহীন করা আর অবৈধ যৌনাচার ও নির্লজ্জতাকে সামাজিকভাবে বৈধতা দানের কু-মতলবই এর মূল লক্ষ্য। প্রখ্যাত কলামিস্ট ও সাংবাদিক ছালেহুদ্দীন যহুরী লিখেছিলেন 'আমাদের দেশীয় প্রগতিবাদীদের মস্ত বড় একটা দোষ হচ্ছে, নিজেরা কিছু উদ্ভাবন করতে পারে না, ভাল কিছু করা বা উদ্ভাবনের শক্তিও তাদের নেই। শকুন যেমন ক্ষুধা পেলে আসমানে উঠে মরা গরু তালাশ করে, ওরাও দশ দিকে দৃষ্টি মেলে থাকে কোথাও কেউ জীবনকে ভোগ করার জন্য কিছু উদ্ভাবন করল কি-না। তাহ'লে আর রক্ষা নেই, শুরু হয়ে যায় অনুশীলন।'

এমনই একটি অনুশীলিত নোংরা উৎসবের নাম ভ্যালেন্টাইন'স দিবস। তরুণ প্রজন্মের একটি অংশকে এ দিবস নিয়ে বেশ উৎসাহিত দেখা যাচ্ছে। আপত্তিকরভাবে কেউ কেউ এদিন পালন করছে। এই অন্ধ তরুণ গোষ্ঠী এ দিবস উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে যে, ভ্যালেন্টাইন'স ডে পৃথিবীর কোথাও 'লাভ ডে' হিসাবে পালিত হয় না। ভ্যালেন্টাইন একজন মানুষের নাম আর একটি গুণের নাম ভালোবাসা। সুতরাং ভ্যালেন্টাইন দিবস কি করে ভালোবাসা দিবস হয়? আরো এক ধাপ এগিয়ে দিনটিকে বিশ্ব ভালোবাসা দিবস বলা হচ্ছে। অথচ এটি আন্তর্জাতিক ভাবে ঘোষিত দিবস নয়। ভ্যালেস্টাইন'স দিবসের প্রেক্ষাপট নিয়ে যতদূর জানা যায়- ২৭০ সালে রোম নগরীতে সেন্ট ভ্যালেন্টাইন নামক একজন পাদ্রী ও চিকিৎসক ছিলেন। ধর্ম প্রচারের অভিযোগে রাজা ২য় ক্লডিয়াস তাকে বন্দী করেন। কারণ রোমে তখন খৃষ্টান ধর্ম প্রচার নিষিদ্ধ ছিল। কারান্তরীণ অবস্থায় তিনি জনৈক কারারক্ষীর অন্ধ মেয়েকে চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ্য করে তোলেন। এতে ভ্যালেন্টাইনের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেলে রাজা ঈর্ষান্বিত হয়ে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন। দিনটি ছিল ১৪ ফেব্রুয়ারী। এরপর ৪৯৬ সালে তাঁর স্মরণে পোপ ১ম মুলিয়াস ১৪ ফেব্রুয়ারীকে ভ্যালেন্টাইন'স ডে ঘোষণা করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে দিবসটি খৃষ্টান ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে পালিত হ'লেও পরবর্তীতে তা অন্য একটি উৎসবের সাথে একাত্ম হয়ে দেহনির্ভর দিবসে পরিণত হয়। আগে থেকেই রোমানরা ফেব্রুয়ারী মাসে 'LUPERCALIA' (লিউপারক্যালিয়া) নামে একটি উৎসব পালন করত। এ উৎসবে দেবতা লিউপারকাস ও জুনো দেবীর প্রতি সম্মান জানানো হ'ত। দেবী জুনো সন্তান ও বিয়ের দেবী নামে পরিচিত ছিলেন। এ দিবসে তরুণরা একটি বাক্সে তরুণীদের নাম লেখা চিরকুট রেখে পরে সেখান থেকে একটি চিরকুট তুলতো। যার নাম উঠত, তার হাত ধরে তাকে নৃত্যের অংশীদার করে নেচে-গেয়ে জুনো উৎসব পালন করত। রোমানরা খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হবার পরেও এ উৎসব পালন করতে থাকে। পরবর্তীতে এই 'লিউপারক্যালিয়া' উৎসব ভ্যালেন্টাইন'স দিবসের রূপ পরিগ্রহ করে।

ভ্যালেন্টাইন দিবসের চেতনা বিনষ্ট হওয়ায় ১৭৭৬ সালে ফ্রান্স সরকার একে নিষিদ্ধ করে। এছাড়া অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী ও জার্মানীতে বিভিন্ন সময়ে এ দিবস প্রত্যাখ্যাত হয়।

এমতাবস্থায় তরুণ প্রজন্মকে ভাবতে হবে তারা কি মূর্খতার স্রোতে গা-ভাসিয়ে কুসংস্কারকে গ্রহণ করবে, নাকি চরিত্র বিধ্বংসী চোরাগলিতে হারিয়ে যাবার পূর্বেই ভিন্ন সংস্কৃতি চর্চার ভয়াবহ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসবে? সত্য ও সুন্দর তাদেরকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তাদেরকে সেদিকেই ফিরে আসতে হবে। ইসলামী সংস্কৃতির লালন ও তা সংরক্ষণের যথাযথ চেষ্টা করতে হবে।

-মুহাম্মাদ জাহিদুর রহমান
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/১৫১)ঃ আদম (আঃ)-কে তাঁর ভুল করার অপরাধে জান্নাত হ'তে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানা যায়। যদি তাই হয় তবে আদম (আঃ)-এর সন্তান হিসাবে আমরা সকলেই কি সেই অপরাধে অপরাধী? আল্লাহ তো আদম (আঃ)-কে সৃষ্টির পর জান্নাতে না রেখে সরাসরি পৃথিবীতে পাঠাতে পারতেন? উক্ত বিষয়ে দলীল ভিত্তিক জবাব দানে বাধিত করবেন।

- খোরশেদ আলম
মাষ্টারের মিল, মৌগাছী
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ ভুলের কারণে আদম (আঃ)-কে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে বলে সে অপরাধ তাঁর সন্তানদের উপর বর্তাবে না। আল্লাহ বলেন, 'কেউ অপরের পাপের বোঝা বহন করবে না' *(ফাতির ১৮)*। আদম (আঃ)-কে ভুলের অপরাধে জান্নাত হ'তে পৃথিবীতে পাঠানোর পিছনে কতিপয় মৌলিক কারণ থাকতে পারে। প্রথমতঃ হয়ত আদম (আঃ)-এর তাক্বদীরে অনুরূপ লেখা ছিল। যেমন- ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মূসা (আঃ) আল্লাহ্র নিকট আদম (আঃ)-এর সাক্ষাৎ কামনা করলে আল্লাহ তাঁর সাথে মূসা (আঃ)-এর সাক্ষাৎ ঘটান। তখন মূসা (আঃ) বলেন, আপনি কি আদম (আঃ)? আল্লাহ কি আপনার মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়েছিলেন? তিনি কি আপনাকে সবকিছুর নাম শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং ফেরেশতামণ্ডলী আপনাকে সিজদা করেছিলেন? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। মূসা (আঃ) বললেন, তবে আপনাকে এবং আমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করার ব্যাপারে আপনাকে কোন বস্তু উত্তেজিত করেছিল? আদম (আঃ) মূসা (আঃ)-কে বললেন, আপনি এত সম্মানিত হয়েও আমার সৃষ্টির পূর্বে তাক্বদীরে আল্লাহ যা লিপিবদ্ধ করেছেন তা নিয়ে আমাকে ভর্ৎসনা করছেন কেন? তখন মূসা (আঃ) চুপ হয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ইহাতে আদম (আঃ) মূসা (আঃ)-এর উপর জয়ী হয়ে গেলেন' *(ছহীহ আবুদাঊদ ৪/১৪৯ পৃঃ, হা/৪৭০২, সনদ হাসান; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১/১৯৬ পৃঃ, 'আদম (আঃ)-এর বর্ণনা' অনুচ্ছেদ)*।

দ্বিতীয়তঃ তাঁর জন্য এটি পরীক্ষা স্বরূপ হ'তে পারে *(তাফসীর ইবনে কাছীর ১/৮২, সূরা বাক্বারাহ ৩৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। তৃতীয়তঃ মহান আল্লাহ আদম (আঃ)-কে পৃথিবীতে খলীফা হিসাবে পাঠানোর জন্যই সৃষ্টি করেছেন। তাই তিনি ঐ ভুলের মাধ্যমে তাঁকে পৃথিবীতে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন এমনটিও হ'তে পারে। সর্বোপরি এ বিষয়ে মহান আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

প্রশ্নঃ (২/১৫২)ঃ পর্দার বিধান নিয়ে প্রায়শই সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয়। মুখমণ্ডল, চোখ, হাত ও পায়ের পাতার পর্দা সম্পর্কে শরী'আতের দৃষ্টিভঙ্গি কি? মাহরাম কারা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আরীফা বিনতু আব্দুল মতীন
কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ শারঈ বিধান হ'ল মহিলারা তাদের সমস্ত শরীর ঢেকে রাখাবে। তবে বিশেষ প্রয়োজনে হাত ও মুখমণ্ডল খুলে রাখতে পারে। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা একদা ইহরাম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। যখন আমাদের সামনে দিয়ে কোন কাফেলা অতিক্রম করত তখন আমরা কাপড় দ্বারা মুখমণ্ডল ঢেকে নিতাম এবং কাফেলা অতিবাহিত হয়ে গেলে আমরা মুখমণ্ডল হ'তে পর্দা সরিয়ে নিতাম *(আহমাদ, ইবনু মাজাহ, আবুদাঊদ, ফাতাওয়া আল-লাজনাহ আদ-দায়েমাহ ১৭ খণ্ড, পৃঃ ১৪৭)*। ইসলামী শরী'আতে যাদের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ তারাই মাহরাম (নিসা ২৩)।

প্রশ্নঃ (৩/১৫৩)ঃ কোন সময় থেকে ছালাতের প্রচলন হয়েছে এবং কোন নবীর প্রতি কত ওয়াক্ত ছালাত ফরয ছিল?

- মু'আয বিল্লাহ
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ সকল নবী-রাসূলের উপরই ছালাত ফরয ছিল। তবে কোন নবীর প্রতি কত ওয়াক্ত ছালাত ফরয ছিল সে সম্পর্কে স্পষ্টভাবে জানা যায় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তাদেরকে কেবল নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন একনিষ্ঠচিত্তে আল্লাহ্র ইবাদত করে' *(বাইয়েনাহ ৫; হজ্জ ৭৮)*। জিবরীল (আঃ) একদা ছালাতের দু'টি সময় উল্লেখ করার পর বলেন, হে মুহাম্মাদ (ছাঃ)! এ হচ্ছে আপনার পূর্বের নবীগণের ছালাতের সময়' (আবুদাঊদ, তিরমিযী, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৫৮৩)।

প্রশ্নঃ (৪/১৫৪)ঃ মহিলারা মাসিক অবস্থায় ভিক্ষুককে ভিক্ষা দান করা সহ অন্যান্য বৈধ কাজ করতে পারে কি?

- তাজীরা বেগম

Contents

দক্ষিণ নওদাপাড়া, তালপুকুর পাড়া
সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ মহিলারা মাসিক অবস্থায় স্বামীর সাথে মিলন ব্যতিরেকে যাবতীয় বৈধ ও পুণ্যের কাজ করতে পারে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ) মসজিদ হ'তে আমাকে মাদুর দিতে বললেন। আমি বললাম, আমি ঋতুবতী। তিনি বললেন, 'ঋতু তো তোমার হাতে লেগে নেই' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৯ 'ঋতু' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৫/১৫৫)ঃ নবনির্মিত গৃহে প্রবেশের প্রাক্কালে বরকতের আশায় ৩ দিনে ৩ খতম কুরআন পড়ানো, দো'আ করানো এবং শেষ দিনে দাওয়াত খাওয়ানো ও মীলাদ অনুষ্ঠান করায় কোন কল্যাণ আছে কি? অন্যথায় এক্ষেত্রে কী ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যেতে পারে?

- আব্দুল করীম
বাঁশদহ বাজার, বাঁশদহ, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ নবনির্মিত ঘরে প্রবেশের প্রাক্কালে বরকতের আশায় উপরোক্ত আনুষ্ঠানের আয়োজন করার শারঈ কোন ভিত্তি নেই। তবে নতুন হোক পুরাতন হোক যেকোন বাড়ী থেকে শয়তানকে বিতাড়িত করার জন্য ও বরকত লাভের আশায় নিজে বা কোন মুত্তাক্বী আলেম দ্বারা কুরআন পাঠ করানো যায়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের ঘর সমূহকে কবরস্থানে পরিণত কর না (অর্থাৎ কুরআন পড়, ছালাত আদায় কর)। কেননা শয়তান ঐ ঘর হ'তে পলায়ন করে যে ঘরে সূরা বাক্বারাহ পড়া হয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১১৯)*। আনাস (রাঃ) বলেন, একদা আমি ও আমাদের বাড়ীর একজন ইয়াতীম আমাদের বাড়ীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিছনে ছালাত আদায় করছিলাম এবং আমার মা উম্মু সুলায়ম আমাদের পিছনে ছিলেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১০৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উক্ত আগমন ও ছালাত আদায় ছিল বরকতমূলক ও প্রশিক্ষণমূলক *(মির'আতুল মাফাতীহ, 'মাওক্বেফ' অধ্যায়; মাসিক আত-তাহরীক, সংখ্যা অক্টোবর ২০০০, প্রশ্নোত্তর ২০/২০)*। উল্লেখ্য যে, নতুন বাড়ীতে উঠার জন্য প্রচলিত পন্থায় বর্তমানে যা কিছু করা হয় এর সবই বিদ'আত।

প্রশ্নঃ (৬/১৫৬)ঃ অনেকে বলে থাকে যে, রাতের অন্ধকারে ছালাত আদায় করা ঠিক নয়, বরং আলো জ্বালিয়ে ছালাত আদায় করতে হবে। এ বক্তব্য সঠিক কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মুহাম্মাদ মুহসিন আলম
ছোট বনগ্রাম, সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ অন্ধকারে ছালাত আদায় করা যায় না এমন কথা সঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্ধকারে ছালাত আদায় করেছেন *(বুখারী, হা/৩৮২; 'ছালাত' অধ্যায়, মিশকাত হা/৭৮৬)*। তবে আলো জ্বালিয়ে ছালাত আদায় করাই ভাল। যেমন মসজিদে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায়ের সময় অন্ধকার হ'লে কাতার সোজা না হওয়ার আশংকা থাকে এবং পরবর্তী মুছল্লীদের কাতারে শামিল হ'তে সমস্যা হয়।

প্রশ্নঃ (৭/১৫৭)ঃ 'আইয়ামে বীয' তথা প্রতি চান্দ্রমাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ যে নফল ছিয়াম পালন করা হয় উক্ত সময়ে যদি কোন মহিলা ঋতুবতী হয় সেক্ষেত্রে পরবর্তীতে উক্ত ছিয়াম ক্বাযা আদায় করা যাবে কি?

- মৌসুমী সুলতানা
খানপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ নিয়মিতভাবে আইয়ামে বীযের ছিয়াম পালনে অভ্যস্ত কোন মহিলা উক্ত সময়ে ঋতুবতী হ'লে পরবর্তীতে তার ক্বাযা আদায় করতে পারে। কারণ নফল ছিয়ামেরও ক্বাযা আদায় করা যায় *(নায়লুল আওত্বার, ২/২৫৯ পৃঃ, 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ)*। তবে এটা তার ইচ্ছাধীন বিষয়। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও কতিপয় ছাহাবীকে দাওয়াত দিলাম। খাওয়ার পূর্বমুহূর্তে জনৈক ছাহাবী (নফল) ছিয়ামরত থাকায় খাবারে অংশগ্রহণ করলেন না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ছিয়াম ভঙ্গ করে খাবার গ্রহণ করতে বললেন এবং ইচ্ছা করলে পরবর্তীতে ইহার ক্বাযা আদায় করার জন্য বললেন *(বায়হাক্বী ৪/৪৬২ পৃঃ, হা/৮৩৬২, 'নফল ছিয়াম ক্বাযা করা ঐচ্ছিক' অনুচ্ছেদ; সনদ হাসান, নায়লুল আওত্বার ২/২৫৯ পৃঃ, 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৮/১৫৮)ঃ 'বান্দা যখন আমার হয়, আমি তখন বান্দার হাত হই'। অর্থাৎ বান্দা এক হাত অগ্রসর হ'লে আমি দু'হাত অগ্রসর হই। উক্ত হাদীছ পেশ করে জনৈক পীর দাবি করেছে যে, সে আল্লাহকে দেখেছে এবং কথা বলেছে। তার দাবীর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- রাশীদা আখতার
চেংগার বন্দ, কালিয়াকৈর, গাযীপুর।

উত্তরঃ পীরের উক্ত বক্তব্যটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন । সে স্বার্থসিদ্ধির জন্য উক্ত ছহীহ হাদীছের ভুল ব্যাখ্যা করেছে। কারণ পবিত্র কুরআন এবং ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী মূসা (আঃ) এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) ব্যতীত অন্য কেউ আল্লাহ্‌র সাথে কথা বলেছেন মর্মে কোন প্রমাণ নেই। তাহ'লে কথিত পীরের পক্ষে কিভাবে তা সম্ভব? অতএব এ সমস্ত ভণ্ড পীর-ফক্বীর থেকে সর্বদা দূরে থাকা আবশ্যক।

প্রশ্নঃ (৯/১৫৯)ঃ কোন মুসলিম ব্যক্তিকে তার কৃত অপরাধের কারণে শারঈ বিধান মোতাবেক যদি দুনিয়াতে শাস্তি দেওয়া হয় তাহ'লে ঐ অপরাধের জন্য পরকালে তাকে আবার শাস্তি দেওয়া হবে কি? যেমন- চুরির অপরাধে হাত কাটা অথবা যেনার অপরাধে ৮০ বেত্রাঘাত করা প্রভৃতি।

- মুহাম্মাদ মাহবুবুল আলম
বাঁশদহ, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ অপরাধের কারণে কোন মুসলিম ব্যক্তির উপর শারঈ বিধান মোতাবেক শাস্তি দেওয়া হ'লে এবং সে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে পরকালে তাকে পুনরায় আর শাস্তি দেওয়া হবে না *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮)*। যেমন- মায়েয বিন মালেক রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে যেনার স্বীকারোক্তি দিয়ে তার জন্য শাস্তি প্রার্থনা করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে রজমের নির্দেশ দেন। অতঃপর তাকে রজম করা হয়। ঐ ঘটনার ২ কিংবা ৩ দিন পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তোমরা মায়েযের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, কেননা সে এমন তওবা করেছে, যদি তা সমস্ত উম্মতের মাঝে বিতরণ করা হয় তবে তা সবার জন্য যথেষ্ট হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫৬২, 'দণ্ডবিধি' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১০/১৬০)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক ওয়াইসকুরনী (রাঃ)-কে জামা দান করা সংক্রান্ত বর্ণনা কি সঠিক? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মহব্বতে ওয়াইসকুরনীর নিজের দাঁত ভাঙ্গার কারণে তার ছওয়াব হবে কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, শারী'আত আমার বাক্য, তরীক্বত আমার কাজ, হাক্বীক্বত আমার অবস্থা এবং মা'রেফাত আমার নিগূঢ় রহস্য। হাদীছটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম
ভাওয়াল, মির্জাপুর সদর, গাযীপুর।

উত্তরঃ উল্লিখিত বর্ণনাগুলির সবই ভিত্তিহীন। ইবনু হিব্বান বলেন, ওয়াইসকুরনী সম্পর্কিত বর্ণনাগুলির মধ্যে সামান্য কিছু ছাড়া সবই বাতিল *(তাযকিরাতুল মাওযূ'আত, পৃঃ ১০১)*। ছহীহ বর্ণনায় এতটুকু পাওয়া যায় যে, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ইয়ামন দেশ হ'তে এক ব্যক্তি তোমাদের নিকট আসবে, তাঁর নাম হবে 'ওয়াইস'। একজন মাতা ছাড়া ইয়ামন দেশে তাঁর আর কোন নিকটাত্মীয় থাকবে না। তাঁর দেহে থাকবে শ্বেত ব্যাধি। এর জন্য তিনি আল্লাহ্র কাছে দো'আ করবেন। ফলে এক দিরহাম কিংবা এক দীনার পরিমাণ জায়গা ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা তার সেই রোগটি দূর করে দিবেন। সুতরাং তোমাদের যে কেউ তাঁর সাক্ষাৎ পাবে, সে যেন নিজের মাগফিরাতের জন্য তার মাধ্যমে দো'আ করায়। অপর বর্ণনায় আছে, ওমর (রাঃ) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি হবেন তাবেঈদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি। তাঁর নাম 'ওয়াইস' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬২৬৬ 'মানাকিব' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১১/১৬১)ঃ কবরে যাওয়ার পর সবাই কি আছরের সময় দেখতে পাবে?।
- সৈয়দ ফয়েয
ধামতী মীরবাড়ী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ কবরে যাওয়ার পর সকল মানুষ আছরের সময় দেখতে পাবে এমনটি নয়। বরং কেবল মাত্র মুমিন ব্যক্তিগণ আছরের সময় উপলব্ধি করবেন *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৪৩৪৮; সনদ হাসান, মিশকাত হা/১৩৮, 'কবরের আযাব' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১২/১৬২)ঃ কোন ব্যক্তি কেবল সাহরী খেতে বসেছে কিন্তু খাওয়া শুরু করেনি, এমতাবস্থায় আযান শুরু হ'লে খাবার খেতে পারবে কি?
- শামীম আখতার
হরীহার পাড়া, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ এমতাবস্থায় সে তার খাওয়া সম্পন্ন করবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ খাবার পাত্র অথবা পানির পাত্র হাতে নেয় আর এমতাবস্থায় আযান শুনে তখন সে যেন উহা রেখে না দেয়; বরং যেন খাওয়া শেষ করে' *(আবুদাউদ, মিশকাত, হা/১৯৮৮ 'ছওম' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৩/১৬৩)ঃ সূরা বাক্বারার ১০২-১০৩ নং আয়াতের আলোকে বুঝা যায় যে, হারূত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয় মানুষকে যাদুবিদ্যা শিখিয়ে দিতেন। বিষয়টি স্পষ্টভাবে জানতে চাই।
- আযীযুল হক্ব
সিতাইকুণ্ড, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ হারূত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয় স্বেচ্ছায় মানুষকে যাদু শিখিয়ে দিতেন একথা ঠিক নয়। বরং তারা লোকদেরকে যাদু না শিখার ব্যাপারেই সতর্ক করতেন এবং বলতেন, তোমরা সাবধান হয়ে যাও! আমরা কিন্তু তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যই প্রেরিত হয়েছি। তোমরা নিজেদের পরকাল নষ্ট কর না। কিন্তু জনগণ তাদের নিকট হ'তে যাদু-মন্ত্র ও তা'বীয-তুমার শিক্ষা নেয়ার জন্য একেবারে পাগলপারা হয়ে যেতে। তাই অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। মূলকথা হ'ল মানুষকে পরীক্ষা করার জন্যই তারা প্রেরিত হয়েছিলেন। যেমন- আল্লাহ বলেন, 'তারা উভয়ই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা কিন্তু পরীক্ষা করার জন্যই। কাজেই তোমরা কাফের হয়ো না। এরপরও তাদের কাছ থেকে এমন যাদু শিখত যার দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটে থাকে' *(বাক্বারাহ ১০২)*।

প্রশ্নঃ (১৪/১৬৪)ঃ কোন মুসলমান সদা-সর্বদা সত্য কথা বললেই কি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত 'ছিদ্দীক্ব' হিসাবে পরিগণিত হবেন?
- শাহ মুহাম্মাদ আবু শাহীন
পাবনাপুর, পলাশবাড়ী, গাইবান্দা।

উত্তরঃ সদা-সর্বদা সত্য কথা বললেই পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ছিদ্দীক্ব হিসাবে পরিগণিত হওয়া সাধারণ মানুষের

পক্ষে সহজসাধ্য নয়। কারণ এ স্তরে পৌঁছা নবী-রাসূল ও অধিক মর্যাদাবান ছাহাবীগণ ব্যতীত সাধারণের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ। তবে সাধারণ মানুষদের মধ্যে কেউ তার সমধিক সৎ আমল ও সত্যতার ভিত্তিতে ছিদ্দীক্বদের পর্যায়ভুক্ত হ'তে পারেন। এ মর্মে আল্লাহ বলেন, 'যারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তারা তাদের পালনকর্তার কাছে ছিদ্দীক্ব' *(হাদীদ ১৯)*। উল্লেখ্য, আবুবকর (রাঃ) ব্যতীত কোন মানুষকে দুনিয়াতে 'ছিদ্দীক্ব' উপাধিতে আখ্যায়িত করা যাবে না।

প্রশ্নঃ (১৫/১৬৫)ঃ যে ব্যক্তি 'সুবহা-নাল্ল-হি ওয়া বিহামদিহী' পড়ে তার আমলনামায় নাকি এক লক্ষ চব্বিশ হাযার নেকী লেখা হয়। একথা কি সঠিক?

- আমানুল্লাহ; কুমিল্লা।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্যের কোন ভিত্তি নেই। বরং হাদীছে এর বিপরীত এসেছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় একশ'বার 'সুবহা-নাল্ল-হী ওয়াবিহামদিহী' বলবে ক্বিয়ামতের দিন এর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আমল নিয়ে কেউ উপস্থিত হ'তে পারবে না। তবে ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যে এই বাক্য উক্ত ব্যক্তির চেয়ে অধিকবার বলবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২২৯৭)*। অন্য এক বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি একশ'বার উক্ত বাক্য বলবে তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে, যদিও তার গোনাহ সমুদ্রের ফেনার ন্যায় বেশী হয়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২২৯৬)*।

প্রশ্নঃ (১৬/১৬৬)ঃ মাসিক আত-তাহরীক নভেম্বর'০৬ (২৯/৫৯ নং) প্রশ্নোত্তরে হাদীছের অনুবাদে বলা হয়েছে, 'রাসূল (ছাঃ) পেশাব-পায়খানায় যাওয়ার সময় এদিক সেদিক তাকাতেন না'। কিন্তু বুখারী শরীফের জনৈক অনুবাদক এর অনুবাদ করেছেন, 'তাকাতেন'। কোনটি সঠিক?

- আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দায়খাড়া, নওগাঁ।

উত্তরঃ মাসিক আত-তাহরীকের জবাটিই সঠিক। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বের হ'তেন তখন আমি তাঁর অনুসরণ করতাম। তার অভ্যাস ছিল যে, এ সময় তিনি এদিক সেদিক তাকাতেন না *(ছহীহ বুখারী ১ম খণ্ড, ২৭ পৃঃ; বাংলা বুখারী (তাওহীদ প্রেস), ১ম খণ্ড, হা/১৫৫ 'ওযু' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৭/১৬৭)ঃ সাধারণ বিস্কুট বা অন্য কোন মাল ক্রয়ের সময় যে সমস্ত জিনিস ফ্রি পাওয়া যায় খরিদ্দার হিসাবে তা গ্রহণ করা জায়েয কি?

- আখতার
মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ উল্লিখিত বিষয়টি যদি এরূপ হয় যে, কোন জিনিস কিনলে তার সাথে অন্য একটা জিনিস ফ্রি তাহ'লে খরিদ্দার হিসাবে তা গ্রহণ করা জায়েয। এটা তার জন্য হাদিয়া স্বরূপ হবে। আর যদি বিষয়টি লটারির মাধ্যমে হয় তাহ'লে তা জায়েয নয়। কারণ লটারি হচ্ছে ভাগ্যবাজী খেলার শামিল। যা ইসলামে পরিস্কারভাবে হারাম। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক মাধ্যম সমূহ শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ কিছুই নয়। অতএব এগুলি থেকে তোমরা বেঁচে থাক' *(মায়েদাহ ৯০)*।

প্রশ্নঃ (১৮/১৬৮)ঃ কোন্ কোন্ সূরা ও আয়াতের জবাবে কি বলতে হবে তা দলীল ভিত্তিক জানিয়ে বাধিত করবেন।

- ফেরদৌসী
মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ সূরা 'আলা'র জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতেন, سُبْحَانَ رَبِّىَ ا لْأَعْلَى ('সুবহা-না রাব্বিইয়াল 'আলা') *(আহমাদ, আবুদাউদ হাকেম, সনদ ছহীহ, মিশকাত, হা/৮৫৯)*। সূরা ক্বিয়ামার শেষ আয়াত পাঠ করে বলবে, سُبْحَانَكَ فَبَلَى (সুবহা-নাকা ফাবালা) *(আবুদাউদ, বায়হাক্বী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/৮৬০)*। সূরা আর-রহমানের فَبِأَيِّ اَلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان আয়াতের জবাবে বলবে لاَبِشَيْئٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ (লা বিশাইয়িম মিন নি'আমিকা রাব্বানা নুকাযযিবু ফালাকাল হামদু) *(তিরমিযী, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৮৬১)*। তবে সূরা গাশিয়ার শেষে 'আল্লাহুম্মা হাসিবনী হিসাবাই ইয়াসীরা' বলা শুধু গাশিয়ার সাথে খাছ নয়, বরং ছালাতের মাঝে যেখানেই আল্লাহ্‌র হিসাবের কথা উল্লেখ রয়েছে সেখানেই এই দো'আ পড়া যায় *(আহমাদ, মিশকাত হা/৫৫৬২)*। অপরদিকে সূরা ত্বীন ও মুরসালাত শেষে জবাব দান সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৮৬০; আলবানী, হাশিয়া মিশকাত টিকা নং ৬; ইবনু কাছীর ১/৭৪৬ পৃঃ টীকা নং ২)*।

প্রশ্নঃ (১৯/১৬৯)ঃ রামাযান মাসে ছিয়াম অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করলে স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই কি ৬০টি করে ১২০টি ছিয়াম রাখতে হবে? নাকি শুধু ৬০টি রাখতে হবে। এছাড়া ছিয়াম পালনে অক্ষম হ'লে ৬০ জন মিসকীনকে এক সঙ্গে খাওয়াতে হবে না বারে বারে খাওয়াতে হবে?

- আসিরুদ্দীন
মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ শুধু স্বামীকে একাধারে ৬০টি ছিয়াম পালন করতে হবে, স্ত্রীকে নয়। আর ছিয়াম পালনে অক্ষম ব্যক্তিকে ৬০ জন মিসকীন খাওয়াতে হবে। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিসকীনকে খাওয়ানোর ব্যাপারে একসঙ্গে কথাটি বলেননি। যেমন ভাবে তিনি একাধারে ছিয়াম পালনের কথা বলেছেন। সে হিসাবে সামর্থ্যানুসারে থেমে থেমে খাওয়ালেও হবে। তবে একসঙ্গে খাওয়ানোই উত্তম *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০০৪; বঙ্গানুবাদ বুখারী, হা/১৯৩৭ 'ছিয়াম' অধ্যায়)*।

Contents

প্রশ্নঃ (২০/১৭০)ঃ জুম'আর দিন খত্বীব খুৎবা দেওয়া অবস্থায় বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজন হ'লে করণীয় কি?
- মুহাম্মাদ হায়দার আলী
চর আসাড়িয়াদহ, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত অবস্থায় অন্যজনকে দায়িত্ব দিয়ে খত্বীব তার প্রয়োজন সম্পন্ন করবেন। যেমনটি ছালাতের ইমামতির ক্ষেত্রে করা হয়। এটা সম্ভব না হ'লে খুৎবা বন্ধ করে প্রয়োজন সেরে নিবেন। অতঃপর যেখান থেকে খুৎবা বন্ধ করেছেন সেখান থেকে পুনরায় আরম্ভ করবেন। কারণ খুৎবা ছালাত নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুৎবা অবস্থায় মুছল্লীদের সাথে কথোপকথন করতেন *(ইবনু মাজাহ হা/৯২০১; বুখারী 'ইসতিস্কা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২১/১৭১)ঃ সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে উচ্চৈঃস্বরে তিনবার আমীন বলা কি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত?
-নাছিরুদ্দীন
বাউসা হেদাতীপাড়া, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছালাতে তিনবার আমীন বলার পক্ষে কোন ছহীহ হাদীছ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। তবে একবার উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলার পক্ষে একাধিক ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(বুখারী ১/১০৭ পৃঃ; আবুদাঊদ হা/৯৩২; নাসাঈ হা/৯২৪; ইবনু মাজাহ হা/৮৬২; ইরওয়া হা/৩৪৪)*।

প্রশ্নঃ (২২/১৭২)ঃ হারূত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয় কি তাদের অপরাধের জন্য বর্তমানে পার্থিব শাস্তি ভোগ করছেন?
- আব্দুল আযীয
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ হারূত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয় কোন অপরাধ করেননি এবং তাদের কোন পার্থিব শাস্তিও নির্ধারিত হয়নি। উল্লেখ্য, যোহুরা নামক এক মহিলার সাথে তারা যেনা করেছিলেন, তাই তাদেরকে ইরাকের ব্যবিলন শহরের এক কুয়ায় উল্টা করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে মর্মে যত কাহিনী রয়েছে, তার সবই বণী ইসরাঈলদের সৃষ্ট মিথ্যা ও বানোয়াট কাহিনী *(দ্রঃ আল-ইসরাঈলিয়াত ওয়াল মাওযূ'আত ফী কুতুবিত তাফাসীর, পৃঃ ১৫৬)*।

প্রশ্নঃ (২৩/১৭৩)ঃ যারা কুরআন ভুল পড়েন তাদের পিছনে ছালাত আদায় করা যাবে কি? এমন ইমামের পিছনে ভাল ক্বারীর ছালাত আদায় করা জায়েয হবে কি?
- ডাঃ সাইফুল ইসলাম
মৌগাছী বাজার, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ শারঈ নির্দেশ হ'ল- যিনি সবচেয়ে ভাল কুরআন পড়তে পারেন তাকেই ইমাম নির্ধারণ করতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১১৭)*। তবে নির্ধারিত ইমাম যদি ভুল পড়েন তাহ'লে মুক্তাদীর ছালাত হয়ে যাবে, কিন্তু ইমাম গুনাহগার হবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ইমাম যদি ঠিক করে তাহ'লে তোমরা নেকী পাবে। আর যদি ভুল করে তাহ'লেও তোমরা নেকী পাবে। কিন্তু ইমামের গুনাহ হবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/১১৩৩)*। আর মুক্তাদী ভাল ক্বারী হ'লেও উক্ত ইমামের পিছনে ছালাত জায়েয হবে। কারণ ইমামের অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ তার স্থানে ইমামতি করতে পারে না *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১১৭)*।

প্রশ্নঃ (২৪/১৭৪)ঃ জনৈকা মহিলা সন্তান গর্ভে থাকা অবস্থায় এবং সন্তানকে দুধপান করানোর সময়ে ছিয়াম পালন করতে পারেনি। এক্ষণে তাকে ছিয়াম পালন করতে হবে, না কাফফারা দিতে হবে?
- মুহাম্মাদ দিদার বখশ
খানপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত মহিলা বর্তমানে ছিয়াম পালনে সক্ষম হ'লে উক্ত ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করবে। অন্যথা প্রতি ছিয়ামের বিনিময়ে একজন মিসকীনকে ফিদইয়া স্বরূপ খাদ্য খাওয়াবে। কারণ গর্ভবতী ও দুধপান করানো অবস্থায় ছিয়াম পালনে অক্ষম হ'লে ছিয়াম ছেড়ে দিতে পারে এবং প্রতি ছিয়ামের বিনিময়ে ফিদইয়া হিসাবে একজন দরিদ্র ব্যক্তিকে খাদ্য খাওয়াতে পারে *(আবুদাঊদ, হা/২৩১৭, সনদ ছহীহ; তাফসীর কুরতুবী, ২/১৯৩ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৫/১৭৫)ঃ মসজিদে মিম্বরের কারণে প্রথম কাতারের মাঝে ফাঁকা রেখে কাতারে দাঁড়াতে হয়। এমতাবস্থায় ছালাতের কোন ক্ষতি হবে কি?
- মাওলানা আবুল হোসাইন
মণিগ্রাম, রাজশাহী।

উত্তরঃ কাতারের মাঝখানে খুঁটি রেখে যেমন ছালাত আদায় করা জায়েয নয়, তেমনি কাতারের মধ্যে মিম্বর রেখেও ছালাত আদায় করা জায়েয নয়। কারণ এতে কাতারের মাঝে বিচ্ছিন্নতা আসে *(বুখারী, আরকানুল ইসলাম, পৃঃ ৩১০)*। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা কাতার সোজা কর ও কাঁধে কাঁধ মিলাও, ফাঁক বন্ধ কর, তোমরা পরস্পর নরম হও, শয়তানের জন্য ফাঁকা রেখ না। আর যে কাতার মিলিয়ে দাঁড়ায় তার প্রতি আল্লাহ দয়া করেন। যে কাতার বিচ্ছিন্ন করে আল্লাহ তার প্রতি রহমত ছিন্ন করেন' *(নাসাঈ, মিশকাত হা/১১০২)*। উপরোক্ত দলীল সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কাতারের মধ্যে ফাঁকা থাকলে সে স্থান শয়তান দখল করে, আল্লাহ্‌র রহমত ছিন্ন হয় এবং ছালাতের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

প্রশ্নঃ (২৬/১৭৬)ঃ কোন বিধর্মী ইসলাম গ্রহণ করলে বায়'আত করবে না কালেমা পড়বে?
- মুহিউদ্দীন
চাঁদপুর, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ বিধর্মীরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বায়'আত এবং কালেমায়ে শাহাদত পাঠের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করত। যেমাদ মক্কায় এসে এভাবেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬০ 'নবুওতের নির্দশন' অনুচ্ছেদ)*। তবে শুধু কালেমায়ে শাহাদত পাঠের মাধ্যমেও ইসলাম গ্রহণ করা যায়। ইয়ামামার নেতা ছুমামা বিন ওছাল শুধু কালেমায়ে

Contents

শাহাদত পাঠের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৯৬৪ 'কয়েদীদের বিধান' অনুচ্ছেদ)*। সুতরাং যেকোন মুমিন পরহেযগার ব্যক্তি বা ইমামের নিকটে অমুসলিম ব্যক্তি উপরোক্ত ভাবে ইসলাম গ্রহণ করবে।

প্রশ্নঃ (২৭/১৭৭)ঃ হাসি দেওয়া কি সুন্নাত? হাসলে নাকি ওমরা হজ্জের ছওয়াব পাওয়া যায় এ কথা কি সঠিক?

- আমানুল্লাহ
কুমিল্লা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট।

উত্তরঃ হাসি দেওয়া সুন্নাত এমনটি নয়, বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃদু হাসতেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৭৪৫)*। আর হাসলে ওমরা হজ্জের ছওয়াব পাওয়া যায়, কথাটি বানোওয়াট ও ভিত্তিহীন।

প্রশ্নঃ (২৮/১৭৮)ঃ এক ছা' পরিমাণ কত? অনেকেই বলেন, ২ কেজি ৫০০ গ্রাম। আবার কেউ বলেন, ২ কেজি ৪০ গ্রাম। কোন্‌টি সঠিক?

- সুলতান
মির্জাপুর, গাযীপুর।

উত্তরঃ ২ কেজি ৫০০ গ্রামের হিসাবই সর্বাধিক বিশুদ্ধ। তবে এক ছা'-এর ওযন কতটুকু হবে তা চূড়ান্ত করে বলা যায় না। কারণ ছা' একটা পাত্রের মাপ। এজন্য বস্তু ভারী বা পাতলা হ'লে ছা'-এর ওযনে অবশ্যই কমবেশী হবে *(বুলূগুল মারাম, পৃঃ ১৬৮)*। যেমন এক ছা' চাল আর এক ছা' আটার ওযন এক সমান হবে না। মদীনার ছা'-এর পরিমাণ অনুযায়ী আমাদের প্রধান খাদ্য হিসাবে এক ছা' চাল প্রায় ২ কেজি ৫০০ গ্রাম হয়।

প্রশ্নঃ (২৯/১৭৯)ঃ এক ব্যক্তি নিজ শ্যালিকাকে বিবাহ করেছে এবং বর্তমানে দু'বোনকে নিয়ে ঘর-সংসার করছে। এমন ব্যক্তি কি মুসলমান থাকতে পারে?

- নযরুল ইসলাম
শাহবাজপুর, কানসাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা এক সাথে দু'বোনকে বিবাহ করা এবং এক সঙ্গে ঘর-সংসার করা হারাম করেছেন *(নিসা ২৩)*। সুতরাং কোন ব্যক্তি দু'বোনকে এক সাথে বিবাহ বন্ধনে রাখা বৈধ মনে করলে সে মুসলমান থাকবে না। কেননা এটি আল্লাহর ফরয বিধানের সরাসরি লংঘন।

প্রশ্নঃ (৩০/১৮০)ঃ হামযা (রাঃ) ওহোদ যুদ্ধে শহীদ হ'লে হিন্দা বিনতে উৎবাহ তাঁর কলিজা বের করে খেয়েছিল। এ ঘটনা কি সত্য?

- মুহাইমেন
চাকলা, দেবীনগর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ কলিজা খেয়ে ফেলেছিল এমনটি নয়, বরং চিবিয়ে গিলে ফেলার চেষ্টা করেছিল। এছাড়া হামযা (রাঃ)-এর মৃত্যুতে মুশরিক মহিলারা হিন্দার নেতৃত্বে খুশীর গান গাইতে গাইতে তাঁর পবিত্র লাশের কান, নাক, ঠোঁট এবং অন্যান্য অঙ্গ কেটে ফেলেছিল *(আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ২৬১; বিস্তারিত দ্রঃ 'ছাহাবা চরিত' হামযাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ), আত-তাহরীক মার্চ ২০০০, পৃঃ ২২)*।

প্রশ্নঃ (৩১/১৮১)ঃ জনৈকা মহিলা তার স্বামীকে পরহেযগার হিসাবে দৃঢ় বিশ্বাস থাকায় স্বামী মারা যাওয়ার পর অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়নি। তার প্রত্যাশা হ'ল স্বামীর সাথে জান্নাতে থাকবে। প্রশ্ন হ'ল, এরূপ আশা করে দ্বিতীয় বিবাহ করা থেকে বিরত থাকা যাবে কি?

- আব্দুর রহমান
নিজপাড়া, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ যে মহিলার স্বামী একাধিক হবে সে জান্নাতী হ'লে সর্বশেষ স্বামীর সাথে থাকবে। যদি স্বামী জান্নাতী হয়। আবু দারদা (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে মু'আবিয়া (রাঃ)-এর সাথে বিবাহের প্রস্তাব করা হ'লে তিনি বলেন, আমি অন্য কোথাও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে রাযী নই। কেননা আবু দারদা বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, নারীরা তাদের শেষ স্বামীর সাথে থাকবে। সুতরাং আমি আমার স্বামী আবু দারদার পরিবর্তে কাউকে চাই না। আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ) হ'তেও এ ধরনের বক্তব্য এসেছে। অনুরূপভাবে হুযায়ফা (রাঃ) স্বীয় স্ত্রীকে বলেন, যদি তুমি আমার সাথে স্ত্রী হিসাবে জান্নাতে থাকতে চাও তাহ'লে আমার পরে অন্যত্র বিবাহ করো না *(ত্বাবারাণী, বায়হাক্বী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১২৮১)*। উক্ত হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মহিলারা এরূপ আশা করে দ্বিতীয় বিবাহ থেকে বিরত থাকতে পারে।

প্রশ্নঃ (৩২/১৮২)ঃ মেয়েদের ঋতুকালীন সময়সীমা কত দিন?

- আয়েশা আখতার
বল্লা বাজার, কালিহাতী, টাংগাইল।

উত্তরঃ ঋতুর উর্ধ্ব ও নিম্ন নির্দিষ্ট সীমা সম্পর্কে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। বরং নিম্নে তিনদিন এবং ঊর্ধ্বে ১৫ দিন বলে সমাজে যে কথা প্রচলিত আছে তা বাতিল *(ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়াহ ২১/৬২৩)*। এ বিষয়ে চূড়ান্ত হিসাব হচ্ছে তাদের অভ্যাস ও আদাত। অর্থাৎ প্রথম দিকে ঋতুর যে সময়সীমা থাকত, সেটাই হবে তাদের স্থায়ী সময়সীমা *(মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/১৩৯)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/১৮৩)ঃ পেশাব-পায়খানা করার পর পানি থাকা সত্ত্বেও শুধু টিসু পেপার ব্যবহার করা যাবে কি? মেয়েরাও কি টিসু পেপার ব্যবহার করতে পারবে?

- আব্দুল খালেক
জলাইডাংগা, গোপালপুর, রংপুর।

উত্তরঃ পানি থাকলে পানি দ্বারাই ইস্তেঞ্জা করতে হবে। পানি যখন না পাওয়া যাবে তখনই কেবল মাটি বা পাথর দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে। আর মাটি বা পাথর না থাকলে তার স্থলে টিসু বা অনুরূপ কিছু দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যাবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৪১)*। এখানে নারী-পুরুষের পার্থক্য নেই। সুতরাং পানি না পেলে

নারী-পুরুষ সবাই ঢেলা-কুলুখ বা টিসু পেপার ব্যবহার করতে পারে।

প্রশ্নঃ (৩৪/১৮৪)ঃ জনৈক মুসলিম ব্যক্তি এক হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু সে হিন্দু ধর্মে থেকেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে চায়। এরূপ বিবাহ কি জায়েয হবে?

- মুহাম্মাদ হেলাল
শিবদেবচর, পীরগাছা, রংপুর।

উত্তরঃ হিন্দু মেয়েকে মুসলিম করার পর বিয়ে করতে হবে। অন্যথা বিয়ে হবে না। কারণ হিন্দুরা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিবাহ করো না যতক্ষণ না তারা ঈমান গ্রহণ করে' *(বাক্বারাহ ২২১)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/১৮৫)ঃ ইমামের সাথে সাথে মুক্তাদীগণও কি কুনূতে নাযিলাহ পড়বেন? না মুক্তাদীগণ শুধু আমীন আমীন বলবেন? কুনূতে নাযিলা বিতর ছালাতে, না ফরয ছালাতে পড়তে হয়?

- এনামুল হক্ব
কামালনগর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ফরয ছালাতের শেষ রাক'আতে রুকূর পরে ইমাম কুনূতে নাযিলা পড়বেন আর মুক্তাদীগণ তার সাথে কেবল আমীন আমীন বলবেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক মাস যাবৎ যোহর, আছর, মাগরিব, এশা ও ফজরের ছালাতে কুনূতে নাযেলাহ পড়েছিলেন। তিনি শেষ রাক'আতে রুকূর পরে দো'আয়ে কুনূত পড়তেন এবং মুক্তাদীগণ আমীন আমীন বলতেন *(আবুদাঊদ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/১২৯০, 'ছালাত' অধ্যায়, 'কুনূত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/১৮৬)ঃ শিশু সন্তান মারা গেলে তারা জান্নাতে থাকবে, না জাহান্নামে থাকবে?

- আলাউদ্দীন
কাঠখইর, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ মুমিন শিশুদের আত্মা তাদের পিতা-মাতার সংগেই থাকবে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'ঈমানদারগণের সন্তানরা যারা ঈমানের দিকে তাদের অনুগামী, আমি তাদেরকে তাদের পিতৃ পুরুষদের সাথে মিলিত করে দেব এবং তাদের আমল বিন্দুমাত্রও হ্রাস করব না' *(তূর ২১)*। কাফেরদের শিশু সন্তানের ব্যাপারে মতানৈক্য থাকলেও সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত হ'লঃ তারা জান্নাতে থাকবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৩০ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/১৮৭)ঃ কবরে মাটি দেওয়ার সময় কোন দিকে থেকে মাটি দিতে হবে?

- ইমরান
চিতলমারী, বাগেরহাট।

উত্তরঃ দাফন করার সময় তিন মুষ্ঠি মাটি কবরের মাথার দিক থেকে পায়ের দিকে ছড়িয়ে দিবে *(আলবানী, তালখীছ, পৃঃ ৬৪; ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৭২০)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/১৮৮)ঃ আযানের সময় হ'লে ওযূ করতে দেরী হবে বিধায় বিনা ওযূতে মুয়াযযিন আযান দেয়। ওযূ করে আযান না দেওয়ার কারণে জনৈক মুছল্লী পুনরায় আযান দেয়। ফলে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এ বিষয়ে সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আহমাদ আলী
পলাশিয়া, গোপালপুর, টাংগাইল।

উত্তরঃ বিনা ওযূতেও আযান দেওয়া যায়। তবে ওযূ অবস্থায় আযান দেওয়াই উত্তম। ওযূকারী ব্যক্তি ছাড়া কেউ আযান দিবে না বলে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তা যঈফ *(দ্রষ্টব্যঃ আলবানী, যঈফ তিরমিযী হা/৩৩)*। তাই উক্ত ব্যক্তির দ্বিতীয়বার আযান দেওয়া ঠিক হয়নি।

প্রশ্নঃ (৩৯/১৮৯)ঃ বিতর ছালাত না পড়লে অসুবিধা নেই এ বক্তব্য কি সঠিক? ছুটে গেলে তার ক্বাযা করা যাবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আব্দুছ ছামাদ
চামড়া পট্টি, নাটোর।

উত্তরঃ বিতর ছালাত একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। হাদীছের নির্দেশ সমূহের মাধ্যমে বুঝা যায়, কেউ যদি অবজ্ঞা করে তা স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেয় তাহ'লে সে গোনাহগার হবে *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১২৬৬)*। কোন ব্যক্তি যদি বিতর ছালাত বাকী রেখে ঘুমিয়ে যায় অথবা বিতর আদায় করতে ভুলে যায়, তাহ'লে যখন ঘুম ভাঙ্গবে অথবা যখন স্মরণ হবে তখনই আদায় করে নিবে *(আবুদাঊদ, ইরওয়া হা/৪৪২)*।

প্রশ্নঃ (৪০/১৯০)ঃ 'যে যাকে ভালবাসে, সে তার সাথে থাকবে', এটি কি হাদীছ? এটা কি মানুষ, জীব-জন্তু সবার জন্যই?

- মুহাম্মাদ আমানুল্লাহ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫০০৯-৫০১০)*। এ মর্মের হাদীছগুলি কেবল মানুষের সাথে সম্পৃক্ত, অন্যান্য জীব-জন্তু এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা জান্নাত-জাহান্নাম জিন ও ইনসানের জন্য সৃষ্ট, অন্যদের জন্য নয়।

সংশোধনী

জানুয়ারী'০৭ (১০ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা) ২৩/১৩৩ নং প্রশ্নোত্তরে শোয়ার সময় সূরা কাফেরূণ পড়া হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয় বলা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে ছহীহ হাদীছ রয়েছে *(ছহীহ তিরমিযী হা/৩৪০৩; ছহীহ আল-জামে' আছ-ছগীর হা/১১৬১ ও ৪৬৪৮)*। এই অনাকাংখিত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত। বিষয়টি আমাদেরকে অবগত করানোর জন্য বাহরাইন প্রবাসী ভাই জনাব ইঞ্জিনিয়ার শাহজাহানকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। *-সম্পাদক*]